Based on Mrs Watrren's Profession/George
Bernard Shaw
Translated into bengali by Bhairab
Prasad Halder.

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৫৯

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা/মডার্ণ কলাম
১০/২ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর : জি শীল/ইম্প্রেসন প্রবলেম
২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৭০০০০৫

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

আমার স্ত্রী
দীপালিকে

শহর লণ্ডন।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তার বুকে। কুয়াশার ঘন আস্তরণ অন্ধকারকে যেন আরো তীব্র করে তুলেছে। রাস্তায় চলমান জনস্রোত। আলোক-স্তম্ভে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ-বাতি। অন্ধকার তাতে দূরীভূত হচ্ছে না। আলো আর আঁধারে লুকোচুরি খেলছে যেন শহরটা।

নানা ঢঙের ঘোড়ার গাড়ীর মেলা রাজপথে।

শহরের সীমানা ঘেঁষে প্রবহমান টেমস নদী। জাহাজ আর নৌকোগুলো ভাসছে জলে। এটা একটা বন্দর এলাকা। চলমান জনতার স্রোত তাই এখানে প্রবল। খানকয়েক ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে সোয়ারির অপেক্ষায়। চারধারে একটা চাপা কলরব।

বন্দরের এলাকায় এসে দাঁড়াল মেয়েটি। মেয়েটি যুবতী।

আলোক স্তম্ভের নীচে দাঁড়াতে সাহস হল না। কেউ যদি চিনে ফেলে! ভয়ে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। পা টল্‌ছে···অথচ একটা ফোঁটাও মদ এখনো সে গলায় ঢালে নি। পরণে পুরো-হাতা ফ্রিল দেওয়া ফ্রক আর হাঁটু ছোঁওয়া স্কার্ট। পায়ে সাদা-মোজা আর জুতো। আলো-আঁধারিতে একটা যেন শ্বেত-প্রস্তরের মূর্তির মতন দেখাচ্ছে।

এ পথে যুবতী একদম নতুন। আজই প্রথম এসে দাঁড়িয়েছে সে।

আলোক স্তম্ভের নীচে আরো ক'জন যুবতী আর প্রৌঢ়া দাঁড়িয়েছিল। তাদের পোশাকের রঙ আর মেজাজের ঢঙ আলাদা। সাজানোর কায়দায় দেহ হয়ে উঠেছে মোহিনী···উত্তুঙ্গ যৌবন। যেন সাদর আহ্বান জানাচ্ছে মুকুলিত এই দেহগুলো—এস, এস হে পুরুষ পতঙ্গের দল।

কথায় কথায় তারা হাসছে। ঢলে পড়ছে একে অপরের গায়ে। নকল করা এ এক তাজ্জব ঢঙ।

বাঁকা নজর রাজপথের দিকে। মনে আশার ঢেউ কাণায় কাণায়।

দূরে ওয়াটারলু ব্রীজ। নদীর এপারে-ওপারে শহরের বিস্তৃতি।

যুবতী গোঁ-ভরে ঘর ছেড়ে এসেছে। একটা কিছু জীবিকা অবলম্বন করে তাকে বাঁচার চেষ্টা করতেই হবে। এমন ভাবে সে আর পারছিল না। দারিদ্র্য অসহনীয় করে তুলেছে তার জীবন। ঘর তার কাছে বিষময় হয়ে উঠছিল।

কিন্তু জীবিকা-অর্জনের পথ কই তার সামনে? ঝি-গিরি? অপরের গৃহে পরিচারিকা হয়ে জীবন কাটাতে সে রাজী নয়। মনও তার সায় দিচ্ছে না। আর ঝিয়ের কাজই যদি তাকে করতে হয় তবে নিজেদের সংসার কি দোষ করল! তু'বেলা সংসারের কাজ করেও ত সে জীবন অতিবাহিত করতে পারত।

তবে কি হবে হোটেল কিংবা মদের বারে ওয়েট্রেস্? এ কাজে পয়সা আছে। কিন্তু না, ওয়েট্রেস সে হবে না···কিছুতেই না। তার দেহে নতুন যৌবনের ঢল···সে যে হোটেলের বা বারের ওয়েট্রেস হবে সেখানে নতুন নতুন খরিদ্দার এসে জুটবেই। এমনটাই ত হয়ে আসছে। তাই ত হোটেল, বার আর কফিখানার মালিকরা যুবতী-ওয়েট্রেসের খোঁজ করে, পেলেই লুফে নেয়। কিন্তু না, লিজা কিছুতেই ওয়েট্রেস হবে না, তার যৌবন আর রূপের জলুস দেখিয়ে সে কিছুতেই অপরের ব্যবসা জাঁকিয়ে তুলবে না। তার দেহ তার মূলধন···যদি দেহের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করতেই হয় তবে সে তা' করবে নিজের জন্য। নিজেই হবে নিজের ব্যবসার মালিক!

পথে নামতে হবে ? বন্দর এলাকায় বাতি-স্তম্ভের আড়ালে অপেক্ষা করতে হবে সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা শিকারের লোভে ? বেশ তাই করবে। একমুঠো গিনি পাবে পরিশ্রমের মূল্য হিসাবে···সে গিনি তার। তার নিজস্ব। সমাজ ভ্রূকুটি করবে ? অনুশাসনের খড়্গ নেমে আসবে তার মাথায় ? নারী-জীবন হবে কলঙ্কিত ? ফুঃ! এই পচা-গলা সমাজটার আছে কি! এটা একটা নরক। আর নরকের দ্বারে বসে বাছ-বিচার করে যারা তারা বাতুল। তারা নিপীড়িত, শোষিত।

এই যেমন ছিল তার সৎ বোন ছুটো। বেঁটে, রোগা, কুৎসিত আর হ্যাংলাপানা তাদের চেহারা। খেতে পায় না পেট ভরে। তবু দিনরাত খাটতো, মুখে রা-কাড়ত না। অথচ চরিত্রের বিচারে তারা সতী। বড়টা একটা সীসের কারখানায় কাজ নিল। সারা দিনে বারোঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। সপ্তাহে মজুরী কেবল ন' শিলিং। ছোঃ! সতীত্বের মজুরী ন' শিলিং সাতদিন পর পর। ওতে কি হয় এই লণ্ডন শহরে! পেট-ভরা খাবার ? মাথা-গোঁজার আস্তানা ? কিংবা দেহের শালীনতা বজায় রাখার মতন পোশাক ?

বোকা মেয়েটা কাজ করতে করতে একদিন সীসের বিষে নীল হয়ে গেল। অনশন, হাড়ভাঙা-খাটুনি আর সীসের বিষ···বিষাক্ত তার জীবন। তার হাত ছু'খানা অসাড় হল—সবাই ভেবেছিল হাত ছু'খানা গেছে, কিন্তু জীবনটা হয়ত রেহাই পেয়ে যাবে। কিন্তু না, বোকা সতী মেয়েটা মরে গেল। ওর কুৎসিত দেহের সতীপনা ভাবটা লিজা ছু'চোখে দেখতে পারতো না, পারতো না সহ্য করতেও। মরে বাঁচল বোকা মেয়েটা। সংসারে অন্যদেরও বাঁচাল।

অন্য সৎ-বোনটা ত ছিল আরো সতী। মনে তার সতীত্বের তেজ আর অহংভাব। সবাই তাকে প্রশংসার চোখে দেখে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে ওর সতীত্বের প্রকাশ সকলের সামনে ওর মা জাহির করতো। হিংসায় মন পুড়তো তার—সে ঘৃণা করতো এই সৎ-বোনটাকেও।

সতীত্বের জোরে এই মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল এক সরকারী মজুরের সঙ্গে। লোকটা কাজ করতো ডেপ্‌ট্‌ফোরড ইয়ার্ডে। একখানা ঘরে তিনটে ছেলেমেয়ে আর স্বামী নিয়ে ছিল এই সং-বোনটার সংসার। তারপর একদিন তার স্বামীটা মদ ধরল। উচ্ছন্নে গেল তার সংসার··· খতম হল তার জীবন।

সতীত্ব? লণ্ডন শহরে কি তার দাম? ইংরেজ-সমাজে কতটুকু আছে তার মূল্য? এই যে তার মা···প্রথম স্বামী ছু'টো মেয়ে উপহার দিয়েছে। তারপর থেকে স্বামী বেপাত্তা। নিজেকে তিনি বিধবা বলে জাহির করতেন। তবু পরে কোলে এসেছে আরো ছুটো মেয়ে। এ সবই ত দেহের ফসল। সব জানে, সব বোঝে সে। মায়ের চরিত্রের কোন কথা তার কাছে গোপন নেই। সেই মা এখন 'মিন্ট'-এর পাশে 'মাছ' ভাজার দোকান করেছেন। মদ আর মাছ ভাজা···আর তারই লোভে খরিদ্দারের আনাগোনা।

এই ত মূল্য সতীত্বের!

আর এ ছাড়া ইংরেজ-সমাজ, শহর লণ্ডনের পরিবেশে কোন জীবিকার পথ খোলা রেখেছে বুভুক্ষু নারীদের সামনে? সতীত্ব, না অসতীত্ব? সমাজ কি নারীকে তার সম্মান দিচ্ছে? তার পরিশ্রমের উপযুক্ত অর্থমূল্য দিচ্ছে? পাপ-পুণ্য এসব কি বানানো বুলি নয়? সংগঠিত ব্যবসায়ে কি নারী কেবল লাভের সামগ্রী নয়? সারা লণ্ডন-সমাজ হচ্ছে একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

এসব কথা অনেক ভেবেছে লিজা। এবং অনেক ভাবনার পর অবশেষে দাঁড়িয়েছে এই বন্দর-এলাকায় নতুন এক পরিবেশে, নতুন এক ধরনের রাজ্যে॥

জহুরীর মতন জহর বাছতে বাছতে অবশেষে লোকটা এসে দাঁড়াল তার সামনে।

লিজা একটুখানি মিষ্টি হাসি ছুড়ে দিল।

কি করছ এখানে? জহুরী বলল।

অপেক্ষা করছি। সুরেলা কণ্ঠের স্বর।

কার জন্যে?

সকলের জন্যে। আবার হাসল মেয়েটা। নীরব হাসি।

কেবল চমকাল বন্দরের পরিবেশ।

ওদিকের যুবতী মেয়েগুলোও হেসে উঠল জবাব শুনে।

যাবে আমার সঙ্গে?

কেন নয়? তুমিও ত একজন পুরুষ। তবে যাব না কেন?

চল, তাহলে। বলল সেই জহুরী-পুরুষ।

কোথায়? কাঁপা কাঁপা গলায় বললো লিজা।

কেন? তোমার ঘরে!

ঘর নেই আমার। জবাব দিল যুবতী।

সে কি? ঘর নেই তোমার? ওদের ত আছে নিজের নিজের ঘর। বললো লোকটা। যেন অবাক হয়ে গেছে সে। একটা নতুন কিছুর সন্ধান পেয়েছে। ওর কণ্ঠে তাই হালকা এক ধরনের কৌতুকের সুর।

আমার নেই। আমি ঘর ছেড়েছি। ওদের মতন নই।

আজই এলে বুঝি?

হাঁ। প্রথম রাত আজ।

কোথায় ছিলে?

প্রয়োজন?

না, এমনি?

ঠিকানা জানলে দাম বাড়বে, তাই না?

না, এমনি?

এই শহরের কোন এক জায়গায়। বিদেশিনী নই।

ওরা এবার হাঁটছে সামনে। পাশাপাশি। লজ্জায় লিজার মুখ-কান লাল হয়ে উঠছে। অন্য যুবতীরা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

গিলছে তার কথাগুলো। এখন সে পালাতে চায়, আড়াল চায়। যেমন-তেমন একটা আড়াল। তার জীবনে প্রথম পুরুষ এসেছে। এটাই তার আনন্দ, তার লজ্জা।

বেশ! নাম কি তোমার সুন্দরী?

একটা আছে।

তবু যাকে নিয়ে রাতের বাসর সাজাব তার নামটাও জানব না!

নিশ্চয়। আমার নাম লিজা ভাভাস্যুর। হল ত?

হাঁ। এবার চল যাই, লিজা।

কোথায়?

কেন? আমার পল্লী-বাড়ীতে।

কোথায় সেই বাড়ী? জানতে চাইল লিজা।

হাঁটতে হাঁটতে ওই যুবতীদের মেলার সীমানা ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে ওরা। রাজপথে সারি সারি ফিটন আর ভিক্টোরিয়া। চালকের আসনে সুসজ্জিত গাড়োয়ান। কোনটায় একটা, আবার কোনটায় জোড়া ঘোড়া। রঙের বাহার, সাজ-সজ্জার বাহার আছে ঘোড়াগুলোর। মাঝে মাঝে অধীরতায় ঘোড়াগুলো পাথরের রাজপথে পা-ঠুকছে।

একখানা ভিক্টোরিয়া-কোচের সামনে ওরা দাঁড়াল।

জান, আমরা যাব শহরতলীতে। ওখানে আমার পল্লী-বাড়ী।

যুবতীর হাত ধরে গাড়ীতে তুলল লোকটা।

বলবান জোড়া ওয়েলার ঘোড়া রাজপথ সচকিত করে ছুটতে লাগল।

মিস! মিস ভাভাস্থর!

বন্ধ দরজার ওপাশে ধ্বনিত হচ্ছে পরিচারিকার কণ্ঠস্বর।

আধো ঘুম, আধো জাগরণের স্বপ্নালু চাদরে মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল কিটি···কিটি ভাভাস্থর। পরিচারিকার ডাকে এখন তন্দ্রা টুটে গেল। উড়ে গেল মন থেকে স্বপ্নের মিষ্টি পাখিরা। কিন্তু তবু বিছানা ছেড়ে উঠতে মন চাইছে না। এক ধরনের আলস্য নেমেছে দেহ ঘিরে। ইচ্ছে করছে পাতলা চাদরখানা দিয়ে আবার সারা দেহ ঢেকে ঘুমিয়ে পড়তে। আবার সেই মিষ্টি-মধুর স্বপ্নের রাজ্যে ফিরে যেতে।

মিস ভাভাস্থর। আবার ডাকল পরিচারিকা।

এবার বিছানায় উঠে বসল কিটি। আড়মোড়া ভেঙ্গে মন থেকে আলসেমির ওড়নাখানা খসিয়ে দিল। আর নয়···এবার দিনের শুরু। সামনে অজস্র কাজ। একে একে সারতে হবে সব কিছু।

বিছানা থেকে নামল কিটি।

সামনের দু' জানালার মাঝখানের দেওয়ালের ধারে ড্রেসিং-টেবিল-খানা। খাড়া আয়নার পটে প্রতিবিম্বিত নিজের চেহারা সে দেখল। অঙ্গে দুধ-সাদা নাইট-ড্রেস। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা···বাম কাঁধের উপর থেকে স্ট্র্যাপ্টা খসে পড়েছে। তন্বী দেহের কাণায় কাণায় ভরা-যৌবন। মাথার বব-করা সোনালি চুলের ঢাল এই মুহূর্তে বিস্রস্ত। প্রেম-বাসরে জাগরণ-ক্লান্ত দু'টি পিঙ্গল আঁখি। সুডৌল মুখের কমনীয়-ভাবটুকু বিশ্রাম-ঘুমের শেষে আরো কমনীয়, আরো মনোহর।

কালো ভ্রূ-যুগল যেন উড়ন্ত পাখির একজোড়া ডানা। তীক্ষ্ণ নাসা। সরল ঋজু দেহের কাঠামো···বুঝি এক তরুণ চেরী-বৃক্ষের কাণ্ড। প্রথম মুকুলিত জীবন। উন্নত স্তন-ভার। তার এমন মুকুলিত দেহ দেখে পুরুষ পতঙ্গ ত ঝাঁপ দেবেই···সে নিজেই ত নিজের দেহের প্রেমে আত্মহারা।

এই ত কদিন আগে রাশিয়ার রাজবংশের এক প্রৌঢ় রাজকুমার এসেছিল তার ঘরে। এক গাদা গিনি তার হাতে গুঁজে দিয়ে আবেদন জানিয়েছিল সারা রাত থাকবে তার ঘরে। কিটিকে বড় ভাল লেগেছে রাজকুমারের। অবিবাহিত। এতদিন বিয়ে করার মতন সুন্দরী তার নজরে পড়েনি। কিটি যদি রাজী হয় তবে সে বিয়ে করবে তাকে।

হেসেছিল কিটি।

হাসলে যে সুন্দরী? বিশ্বাস হল না বুঝি? জানতে চেয়েছিল রাজকুমার।

না, এমনি। হাসি পেল তাই হাসলাম।

জান, আমি সারা ইউরোপ ঘুরেছি। নাম-না-জানা অজস্র সুন্দরী যুবতী মেয়েদের সঙ্গে রাত কাটিয়েছি। না, পয়সার অভাব আমার নেই। কিন্তু তোমার মতন সুন্দরী নজরে পড়ে নি। তাই ত প্রথম দর্শনে তোমাকে ভাল লেগেছে, ভালবাসায় মন ভরেছে।

এবার আরো জোরে হেসে উঠেছিল কিটি।

আবার হাসছ?

হাসব না! সে কি? এমন হাসির কথা শুনেও না হেসে থাকা যায়!

হাসির কথা?

আমাদের মতন মেয়ের ঘরে যে-সব পুরুষ আসে তারা এসব কথা হামেশাই বলে। শুনতে শুনতে আমাদের কান পচে গেছে। মদের ঘোরে আর আমাদের দেহের যৌবন দেখে ওই সব পুরুষের মাথা ঘুরে যায়, বুঝলে! তারা তখন আবোল-তাবোল বকে। আমি ছাড়া তার জীবন

না-কি মরুময়। আমাকে না পেলে সে ঠিক মাথায় পিস্তলের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপবে। যেন জীবন তাদের কাছে একটা সস্তা দামের খেলনা। ভেঙ্গে ফেলতে একটুও মন কেমন করে না। তাই আজকাল আর ওসব পাগলামি শুনে মন দুলে ওঠে না। কেবল হাসি। আরো হাসি। বলতে বলতে দেহ দুলিয়ে আবার হেসেছিল কিটি।

হাসছ? তার মানে আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না! জানো, কার সঙ্গে তুমি কথা বলছো? রেগে-মেগে বলেছিল পুরুষটি—সেই রাজকুমার।

অচঞ্চল কিটি। রাত-বাসরের প্রস্তুতির জন্য পানীয় অপরিহার্য। যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই পান করেছে। তাই মদ তাকে এতটুকু ভাবালু করে তুলতে পারে নি। মুহূর্তে ধমকের স্বর তার যুবতী মনকে উত্তেজনায় সচকিত করে তুলেছিল। অহং সর্বস্ব মনের তারগুলো যেন আর্তনাদ করে উঠল। বটে! রক্ষিতার ঘরে এসে ধমকানির দাপট! জান, আমি কে? আমার মতন মেয়ে যারা জীবিকা অর্জনের জন্য এই স্বাধীন বৃত্তি বেছে নিয়েছে, আস্তানা বেঁধেছে সমাজের পঙ্ক-কুণ্ডে, সেই পঙ্কের তিলক পরেছে একদা-শুভ্র নিষ্পাপ ললাটে—তারা সবাই তোমাদের চেনে।

জানি। লণ্ডন-সমাজের তুমি নিশ্চয় কোন হোমরা-চোমরা একজন!

পুরুষটি কেবল আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে পুরুষ্টু গোঁফের প্রান্তদুটো নীরবে বারেক ছুঁচলো করে নিল। যেন একটা ধূর্ত শিয়াল···থাবায় ধরা একটা মাদী-হাঁসের পেট চিরে ফেলার আগে খুশি হয়ে তাকাচ্ছে। জিভ বুলিয়ে ঠোঁঠের রক্ত চাটছে।

আবার বলেছিল কিটি ভাভাস্বর—আমাদের এখানে আসার খরচ জোগাবার ক্ষমতা নেই কোন বন্দরের শ্রমিক, কারখানার মজুর বা সরকারী দপ্তরের কেরানীর। যারা এখানে আসে তারা লণ্ডন-সমাজের ছোট-বড় মাতব্বর। কেউ ব্যবসাদার, কেউ শিল্প-কারখানার মালিক।

আবার কেউ-বা জমিদার কিংবা উঁচু দরের পাদরি। কেউ মোটা মাহিনার পেশাজীবী আবার কেউ-বা পার্লামেন্টের সভ্য। ঘরে তাদের সুন্দরী বউ আর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের পাহাড়। হয় কারখানা আর না হয় জমিদারীর মালিক। সমাজের মাতব্বর এরা, তাই এদের দুটো রূপ। নারীর সতীত্ব, শালীনতা বোধ আর গার্হস্থ্য শান্তি সম্বন্ধে এরা কেউ খবরের কাগজে লেখে আবার কেউ পার্লামেন্টে গরম গরম বুলি কপচায়। সনাতন-পথ থেকে বিপথগামিনী নারী সমাজকে ধ্বংস করছে বলে তার-স্বরে গলা ফাটায়। অথচ রাত নামলে তাদের রূপ যায় বদলে। তারা মদের বোতল বগলে চেপে আমাদের ঘরে ছুটে আসে। ঘরে সুন্দরী বউ একা বিছানায় কাঁদে, একাকিনী রাত কাটায়। এসব কামুক পুরুষদলকে জানি না! কি বলছ গো? জানি, তোমাদের সকলকে জানি।

এবার দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল পরিচারিকা।

বছর তের-চোদ্দ বয়স। কিশোরী। বয়ঃসন্ধিক্ষণ। ওদের অনাথ-আশ্রম এবং সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর মানুষদের ঘর থেকে বেছে আনা হয়। দেহের সুশ্রীতা আর মুখের কমণীয় আকর্ষণটুকু তাদের মূলধন। এ বাড়ীর আশ্রয়ে থেকে সহবৎ এবং ভবিষ্যতে বারবণিতার পেশা হাতে-কলমে শিখে নেয়।

লিজা উঠেছে?

হাঁ। ওঁরা অফিস-ঘরে অপেক্ষা করছেন। পরিচারিকা ঘরের অগোছাল ভাবটুকু দূর করতে ব্যস্ত হল। জানালা-দুটো খুলে দিল। রোদের ঝলক ছুটে এসে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

লিজা ছাড়া আর কে আছে?

মিস্টার স্লীম্যান অনেকক্ষণ এসেছেন।

কিটি ভাভাসুর ব্যস্ত হয়ে উঠল। বড় দেরী হয়ে গেছে। অথচ আজ সকালে চিলড্রেনস্ হোমে তাকে একবার যেতেই হবে। কেননা হয়ত বহুদিন সে আর লণ্ডনে ফিরতে পারবে না। ব্রাসেলসে তারা

একখানা বড় বাড়ী কিনেছে। ওদের ব্যবসা সম্প্রসারিত করা হবে। ভিয়েনা এবং ভেনিসেও বাড়ী নেওয়ার কথা হচ্ছে।

ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকল কিটি ভাভাস্বুর।

জীবনের বহু অভিজ্ঞতার বিনিময়ে এদের চিনেছে কিটি ভাভাস্বুর।

তার মতন মেয়েদের জীবনে প্রেমের নিষ্পাপ খেলা, ঘর-বাঁধার কামনা কেবল দুঃখ বহন করে আনে। আর সেই দুঃখের আঁচে পুড়ে খাক্ হয়ে যায় ভবিষ্যতের দিনগুলো। কিটিরও তাই হয়েছে···জীবনের রূপ-রস-আদর্শ গেছে বদলে। তাই বোধহয় ওর রসনা এত ক্ষুরধার, এমন তীব্র জ্বালাময়ী।

তরুণ যুবক স্যামকে এক রাতে কাছে পেয়েছিল কিটি। অনেকে ত এসেছে তার রাতের বাসরে কিন্তু এমন সুপুরুষ ত কাউকে এতদিন নজরে পড়েনি। যেমন সহবৎ আর তেমনি মন-কাড়া সোহাগ। তখন কলেজের ছাত্র স্যাম···স্যামুয়েল। প্রথম প্রথম বড় লাজুক ছিল। অন্যদের মতন মদের ঘোরে বাচাল হয়ে উঠতো না। পরিমিত কথা বলতো, আর ছিল অতি ভদ্র আচরণ। মাঝে মাঝে তার কাছে চিঠি লিখে মনের কথা বলতো। ভালবাসতো তাকে। বারবণিতা জেনেও তাকে নিয়ে ঘর-বাঁধতে তার মনে কোন দ্বিধা ছিল না।

কিটিরও আপত্তি ছিল না। তখনও বারবণিতা-জীবনে সে পুরো-অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। বরং গার্হস্থ্য-জীবনের প্রতি মনের টান ছিল বেশি। মাকে ত দেখেছে···চারটি মেয়ে নিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে ছিল মায়ের সহ-অবস্থান। মিণ্টের কাছে মাছ-ভাজার দোকান চালাতো মা। বিধবা হয়েও পর-পুরুষের সঙ্গিনী হতো। তবু গৃহস্থ হয়ে সংসার করতো। সংসার ছাড়ার কথা ভাবতো না। মায়ের স্বভাবের এই গুণটা মেয়ের মনেও প্রভাব ছড়িয়েছিল।

তাই গীর্জার স্কুলে যখন পড়তো কিটি তখন ঘর-বাঁধার স্বপ্ন দেখতো।

কিশোরী কন্যার দেহের কাণায় কাণায় ছিল অপূর্ব রূপ-লাবণ্য। পাদরি-শিক্ষকরা তাকে নিরীক্ষণ করতো। তাদের মনে সে কামনার আগুন জ্বালিয়েছিল। সে ত সন্ন্যাসিনী নয়, সে সুন্দরী কিশোরী। সেই বয়সেও সে স্বপ্ন দেখতো সুন্দর, স্বাস্থ্যবান আর ধনী পুরুষ-সঙ্গী··· সে তাকে বিয়ে করে ঘর-বাঁধবে।

তোদের বাবা ছিল ভদ্রঘরের। তাই তোদের দেহে এত রূপ। মা প্রায়ই বলতো।

লিজা তার দিদি। তার সারা অঙ্গে ছিল আরো বেশি রূপের লাবণ্য। গীর্জার স্কুলে তারা দু বোনই পড়াশুনা করতো। মার মনে হয়ত ইচ্ছা ছিল তারা পড়াশুনা করে সহবৎ শিখুক। রূপের জলুসে একদিন ওদের বিয়ে হবে কোন বড় ঘরে। ওদের বাবা ত বড় ঘরের আর ভদ্রঘরের মানুষ ছিল। সতীত্বের তেজে ওরা সুখী হবে।

কিন্তু লিজা একদিন ঘর ছাড়ল। দিদি কেন ছাড়ল ঘর? লণ্ডন-সমাজের নীচের তলার জীবনে কেন আশ্রয় নিল? কাউকে সে মনের কথা বলে যায়নি···তাই কেউ জানল না তার কারণ। শুধু একদিন লিজা চলে গেল···রাত ফুরিয়ে দিন হল···আবার দিনের শেষে রাত··· সে রাতের শেষেও ভোর হল। কিন্তু লিজার দেখা আর কেউ পেল না।

মা কুৎসিত গাল দিল। রক্তের দোষ। থাকবে কেন ঘরে?

গীর্জার পাদরিরা বলল—লিজা ওয়াটারলু ব্রীজ থেকে জলে ঝাঁপ দেবে একদিন।

লণ্ডন-সমাজের ঘর-ছাড়া যুবতীদের এটাই শেষ পরিণাম। রোগ-দারিদ্র্য আর নিঃসঙ্গতা তাদের মন ভেঙ্গে দেয়···তখন ওয়াটারলু ব্রীজ হয় তাদের একমাত্র সম্বল। নীচে কল-কল্লোল-ভরা টেমস-নদীর গহীন জলরাশি। ওরা ঝাঁপ দেয়···হারিয়ে যায় লণ্ডন-সমাজের বুক থেকে চিরকালের জন্য।

তারপর কিটিও একদিন শুনল ঘর-ছাড়ার আহ্বান।

তুমি কি এত ভাব কিটি? রাত-বাসরে একদিন জানতে চেয়েছিল স্যাম।

কিছু না।

না, তুমি মনের কথা লুকোচ্ছ? আমার কাছে বল না।

আচ্ছা, সমাজে অনেক কুমারী মেয়ে মা হয়, তাই না?

হয়। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? তাদের জন্য তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

না, এমনি জানতে চাইছি। সেই সব মেয়েদের কি হয়? আর সেই সন্তানের?

কিটি ভাভাসুরের আচমকা এই প্রশ্নগুলো চিন্তিত করে তুলেছিল স্যামকে। কি আপদ! এই বারবণিতা যুবতী আবার নিজেই মা হয়ে বসল না-কি? তাহলে···সে কি তার সন্তানের জনক না-কি? ধ্যুৎ! তা কি কখনো হয়! বারবণিতার ঘরে কত পুরুষের আগমন ঘটে··· কে সেই বারবণিতার সন্তানের জনক তা' কেউ কি নির্দিষ্ট করে বলতে পারে! অবশ্য পারে একজন···সে সেই সন্তানের জননী···পুরুষের বীর্য গর্ভে ধারণ করে যে হয় মা, একমাত্র সেই জানে সন্তানের পিতার ঠিকানা।

দ্বিধা আর সংশয়, ভয় এবং লজ্জা বিজড়িত মন, স্যাম তবু জবাব দিল, অনেকে অবাঞ্ছিত সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করে। আর যারা তা পারে না তারা সেই সদ্যোজাত-সন্তানকে ফেলে আসে কোন অনাথ-আশ্রমে। তারপর আবার সেই কুমারী-মা কুমারী সেজে লণ্ডন-সমাজে মিশে যায়।

এবার অচঞ্চল-কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল কিটি, আমি মা হতে চলেছি। কুমারী-মা।

তোমার মতন মেয়েদের সন্তান ত অবাঞ্ছিত। ওকে নষ্ট করে ফেল।

না। ও আমার নারী-জীবনের প্রথম সন্তান। ওকে আমি নষ্ট করব না।

কি করবে ওকে নিয়ে?

কেন? ওকে কোন মহিলার স্কুলে রেখে মানুষ করে তুলব। তাছাড়া···

তাছাড়া কি?

তুমি আমাকে ত বিয়ে করতে চেয়েছ, ভাবছি তোমার কথায় রাজী হব।

হেসে উঠেছিল শ্যাম সেদিন। পাগল! রক্ষিতার সন্তানের পিতৃত্বের দায় স্বীকার করতে সে রাজী নয়। লণ্ডন-সমাজের উপর-তলায় তার ঘোরা-ফেরা···প্রেমের খেলা খেলতে এসে পাঁক মেখেছে দেহে, সেই পাক মেখে চিরকালের জন্য সে নীচতলার জীবনে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারে না। সে খেলোয়াড়ের মতন এখন সরে পড়তে চায় এই পাপপুরী থেকে।

ব্যস! সেই শেষ রাত। তারপর আর কোনদিন কিটির রাত-বাসরে হাজির হয়নি শ্যাম। কিটিও তাকে প্রায় ভুলতে বসেছিল অনেক বছরের ব্যবধানে···এমন সময় ওর বিছানায় একখানা চিঠি এল। ছোট্ট একখানা চিঠিতে শ্যাম অনুরোধ জানিয়েছে তার লেখা পুরনো চিঠিগুলো ফেরৎ দেওয়ার জন্য। অবশ্য শ্যাম তাকে ঠকাবে না, চিঠি-গুলোর বিনিময়ে সে পঞ্চাশ পাউণ্ড খেসারত দেবে।

চিঠির অনুরোধ পড়ে সেদিন হেসেছিল কিটি ভাভাস্যুর।

পঞ্চাশ পাউণ্ডের বিনিময়ে চিঠিগুলো সে ফেরৎ দেয়নি। এগুলো তাকে জীবন ও লণ্ডন-সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম করেছিল। অভিজ্ঞতা-কঠিন এখন তার মন···দুর্বলতার কোন স্থান নেই। ওই একবারই সে দুর্বল হয়েছিল এবং তার ফসল হিসাবে লাভ করেছে একটি মেয়ে। সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে।

লণ্ডন-সমাজের এই নরক থেকে মেয়েকে সে রক্ষা করবে।

জুড়ি-গাড়ী এসে দাঁড়াল লণ্ডনের অভিজাত অঞ্চলের একখানা বাড়ীর সামনে।

'আন্টি এলিসার স্কুল।'

গাড়ী থেকে নেমে কিটি স্কুলের ভিজিটিং-রুমে প্রবেশ করল।

পিঠ-সোজা একখানা চেয়ারে বসে বলল—আন্টিকে খবর দাও, শ্রীমতী ওয়ারেন এসেছে মেয়েকে দেখতে।

পরিচারিকা ভিতরে গেল।

হাসলমিয়ায় ট্রেন থামল।

স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক পথে নামল।

খানিক দূরে একটা পাহাড়। ওরই কোলে সুন্দর ছবির মতন সাজানো বাড়ী-ঘর। ভদ্রলোকের শিল্পী-মন আপনা থেকেই ওদিকে আকৃষ্ট হয়। নিজে একজন বাস্তুকার। চোখ-জুড়ানো সুন্দর সুন্দর বাড়ী-ঘর দেখলে মনে আনন্দ হয়। দুধারে উঁচু-নীচু ফসলের ক্ষেত, মাঝখানে টানা সরল রাজপথ। কৃষকরা টুপি মাথায় দিয়ে ক্ষেতে কর্মরত। ঘোড়ায়-টানা লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করছে। দূর থেকে একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসছে স্টেশনের দিকে।

স্টেশনের বাইরে রাজপথের ধারে দাঁড় করানো নানা আকারের আরো অনেকগুলো ভাড়াটে গাড়ী। সামনে লাল নুড়ি-পাথরের রাজপথ।

কোথায় যাবেন, মিস্টার? ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীর একজন গাড়োয়ান জানতে চাইল।

যাবো ওই পাহাড়তলিতে।

আসুন, আমার গাড়ী উড়িয়ে নিয়ে যাবে। একদম পক্ষীরাজ ঘোড়া।

ভদ্রলোক হাসল। গাড়োয়ানরা এমনি ধরনের সরস বাকচাতুর্যে পটু হয়।

না, থাক। এটুকু পথ হেঁটেই যাব।

মধ্যাহ্ন এখন শেষ। পরিচ্ছন্ন আকাশ-পটে সূর্য পশ্চিম-যাত্রী। গ্রীষ্মের মরসুমে রোদ খুব প্রখর নয়। দূর আকাশে কোথাও নেই মেঘের ছিঁটে-ফোঁটা। সব কিছু তাই পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে। দু-ধারের গাছগুলোয় এর মধ্যে দু'-একটা পাতা খস্‌তে শুরু হয়েছে। বাতাসের দোলায় ডাল-পালা দুলে উঠছে আর অমনি বিবর্ণ পাতাগুলো খসে পড়ছে টুপ্‌-টাপ্‌।

ঝোপের আড়ালে একটা রবিন পাখি মিষ্টি গলায় শিস্ দিচ্ছে।

ভদ্রলোকের শিল্পী-মন অধীর হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ছবি আঁকে। বাস্তুকার হলেও একজন শিল্পী। এমন নীরব নির্জনতায় বসে ইজেলের বুকে রঙের তুলি বুলোতে দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু না, সে এসেছে নিমন্ত্রণে—এই হাসলমিয়াতে বেড়াতে। ছবি আঁকার সরঞ্জাম তাই সংগে আনে নি। এখন আফসোস হচ্ছে।

লণ্ডনের শহরতলী পেরিয়ে এটা গ্রাম্য-অঞ্চল।

হরসাম থেকে হাসলমিয়ায় ট্রেনে চড়ে আসতে আসতে দু-ধারে চোখে পড়েছে অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য। প্রশান্ত সুন্দর এই গ্রাম-জীবন। লণ্ডনের নগর-জীবনের কোলাহল ভরা আবিলতা এ জায়গাটাকে একটুও স্পর্শ করে নি। এখানকার আকাশ কলুষিত হয়নি কল-কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায়···নির্জনতার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, সেই সৌন্দর্যের হানি ঘটে নি অজস্র মানুষ আর যান-বাহনের ছুটোছুটিতে। এবং হয়ত লণ্ডন-সমাজের নোংরামি এই গ্রাম-সমাজকে এখনও পঙ্কিল করে তুলতে পারে নি।

ভাবতে ভাবতে আর দু-ধারের নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে ভদ্রলোক পাহাড়তলির গ্রামে এসে হাজির হল। কিন্তু এবারই

আসল সমস্যা···ঠিকানাটা খুঁজে পাবে কি করে? এই পাহাড়তলিতে আজ প্রথম সে এল। এখানে কোন পরিচিত জন নেই।

খানিক দূরের একখানা বাড়ী দেখে ভদ্রলোক এগিয়ে গেল।

এটা বাড়ীখানার পিছন দিক। বাগানের অংশ।

ভদ্রলোকের বয়স চারের কোঠার শেষ দিকে। শিল্পীসুলভ চেহারা ও আচরণ। বেশ ধোপ-দুরস্ত পরিপাটি পোশাক পরণে। ইদানীং লণ্ডন-সমাজে এ ধরনের পোশাকেরই চলন হয়েছে। মুখে পাতলা গোঁফ···মসৃণ করে কামানো দাড়ি। মুখমণ্ডলে ব্যগ্রতার ছাপ স্পষ্ট, দৃষ্টি সব সময় সজাগ ও চঞ্চল, তবু আচরণ বিচক্ষণ ও অমায়িক। মাথার বিরল কেশ ধূসর হতে শুরু করেছে। ভ্রূ-যুগলও ধূসর···তবে পাতলা গোঁফ এখনও কালো।

তার মুখের ব্যগ্রতা প্রকাশ করছে যে, ভদ্রলোক একটা ঠিকানার সন্ধানী।

এদিকটায় বাড়ীর বাগান। পাহাড়তলি···পশ্চিমদিকে পাহাড়ের অবস্থান। বাড়ীখানার বামধারে বাগান। সারা বাগান বেড়া দিয়ে ঘেরা। ডানদিকে প্রবেশ-দরজা। বাড়ীর একটা অংশ নতুন তৈরী। বারান্দা জাফরি-ঘেরা। খড়ে ছাওয়া বাড়ী আর দেউড়ি। জালি-দেওয়া একটা বড় জানালা। বারান্দার নীচে বাগানে একখানা বেঞ্চি···আর সেই বেঞ্চিতে ঠেসানো খান কয়েক ভাঁজ-করা চেয়ার। জানালার নীচে দেওয়ালে ঠেস-দেওয়া মেয়েদের একখানা সাইকেল। এধারে বাগানের মধ্যে দুটো খুঁটি থেকে ঝুলছে একটা দোলনা। একটি তরুণী আধ-শোয়া অবস্থায় দোলনায় শুয়ে একখানা মোটা বই পড়ছে আর মাঝে মাঝে উঠে বসে খাতায় কি যেন লিখছে। দোলনার উপর রোদ-আড়াল করে বসানো একটা ক্যানভাসের বিশাল ছাতা। দোলনার পাশে একখানা চেয়ারে রাখা হয়েছে কতকগুলো মোটা মোটা বই। শোয়া অবস্থায় হাত বাড়ালেই তরুণী ইচ্ছামত বই তুলে নিতে পারছে। তার প্রসারিত পদ-যুগল প্রবেশ-দরজার দিকে।

ভদ্রলোক প্রবেশ-দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে বাড়ীখানা নিরীক্ষণ করছিল। এবার বাগানের মধ্যে পাঠ-নিরতা তরুণীর উপর নজর পড়ল। এ অবস্থায় তরুণীটিকে বিরক্ত করা ঠিক হবে কি-না একবার ভাবল ভদ্রলোক। দ্বিধা দেখা দিল তার মনে···অথচ সঠিক বাড়ীখানার পাত্তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ধারে-কাছে কোন লোকজনও চোখে পড়ছে না।

অবশেষে ভদ্রলোক মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাতে নিল। তারপর তরুণীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—মাপ করবেন। আমি হাইণ্ডহেড ভিউতে যাব। শ্রীমতী এলিসনের বাড়ী। পথ চিনতে পারছি না। দয়া করে বলে দেবেন।

তরুণী সচকিত হয়ে বই থেকে নজর সরিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। একবার ভ্রূ কোঁচকাল। দোলনা থেকে উঠবার এতটুকু লক্ষণ দেখাল না। শুধু জবাব দিল—এটাই শ্রীমতী এলিসনের বাড়ী।

তারপর আবার বইয়ের পৃষ্ঠায় নজর দিল।

তাই না-কি! আপনি তাহলে মিস ভিভি ওয়ারেন? খুশি হয়ে জানতে চাইল ভদ্রলোক। তার প্রশ্নের মধ্যে মনের ভাব প্রকাশিত···যাক তাহলে সঠিক ঠিকানায় আসা গেছে। এই অজানা, অচেনা জায়গায় আর খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।

অপরিচিত ভদ্রলোকের মুখে নিজের নাম শুনে বিস্মিত হল তরুণী। আবার ভ্রূ কোঁচকাল এবং দোলনায় কনুইয়ের ভর রেখে ভদ্রলোকের দিকে মুখ ফেরাল। বলল—হ্যাঁ।

তরুণীর নিরাসক্তভাব দেখে ভদ্রলোক এবার আরো অপ্রস্তুত হল। পড়ার সময় এভাবে মেয়েটিকে বিরক্ত করার জন্য মনে মনে নিজে লজ্জা অনুভব করল। না, এটা করা সঙ্গত হয়নি। কিন্তু আর তো উপায় নেই। এখন ফিরে যাওয়া আরো বিসদৃশ। তাই সামান্য দ্বিধার পর ভদ্রলোক আবার বলল—দেখুন এভাবে

আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি মাপ চাইছি। আমার নাম প্রায়েদ্।

ভদ্রলোকের নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী চেয়ারের উপর বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দোলনা থেকে লাফিয়ে নীচে নামল। এবং দ্রুতপদে প্রবেশ-দরজার দিকে এগিয়ে এল। ইংরেজ-তনয়ার বয়স বছর বাইশ। অপূর্ব লাবণ্য-ভরা দেহ। সপ্রতিভ-ভাবটুকু দেখে মনে হল তরুণী কেবল লাবণ্যময়ী নয়, সে উচ্চ-শিক্ষিতা, বিচক্ষণা এবং কর্ম-পটিয়সী। সাধারণ পোশাক পরণে, তবে দৃষ্টিকটু নয়। তার কোমরবন্ধে একটা শিকলে ঝরণা-কলম এবং কাগজ কাটার ছুরি ঝোলানো।

ভিভি ওয়ারেন প্রবেশ-দরজাটা খুলে সাদর আহ্বান জানাল— ভিতরে আসুন, মিস্টার প্রায়েদ। আপনাকে দেখে খুশি হলাম। করমর্দন করল ভিভি মিষ্টি হেসে।

প্রায়েদ ভিতরে প্রবেশ করে বাগানের মধ্যে এগিয়ে গেল। সাদর সম্ভাষণ জানাবার সময় তরুণী সজোরে তার হাতে প্রবল চাপ দিয়েছে। অসাড় হাতের আঙুলগুলোর সাড় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রায়েদ হাতখানা মুঠো করছিল আবার খুলছিল। এক সময় সে বলে উঠল—আপনার অসীম দয়া, মিস ওয়ারেন। আচ্ছা আপনার মা কি এসেছেন ?

ভিভি চমকিত হল। এই সংবাদের মধ্যে সে যেন আক্রমণের আঁচ পেল। তাই চকিত হয়ে প্রশ্ন করল—মা কি আসছে ?

আরো চমকিত হল প্রায়েদ। মা আসছে অথচ মেয়ে তা জানে না এ কেমনতর কথা। সে জিজ্ঞাসা করল—আমরা যে আসছি তা আপনি জানতেন না ?

না।

প্রায়েদ এবার দারুণ বিব্রত। তবে কি সে দিন ভুল করেছে ? ভেবে দেখল, না আজই ত তার আসার কথা। অবশেষে প্রায়েদ ধীরে

ধীরে বলল—ভেবেছিলুম, আমার মতন আপনিও খবরটা জানেন। কেননা আপনার মা আজ লণ্ডন থেকে আসছেন, আমাকেও হরসাম থেকে আজ এখানে আসতে খবর পাঠিয়েছেন। তিনি আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন।

ভিভি কিন্তু এতটুকু খুশির ভাব দেখাল না। মা আসছেন শুনেও ভিভির মন আনন্দে নেচে উঠছে না। ধীরে ধীরে বলল—আমার এখানে হঠাৎ এসে আমাকে চমকে দিতে চায়, জানতে চায় আমি এখানে কেমন আচরণ করছি। এটা মায়ের এক ধরনের কৌশল। আমার ব্যাপারে নাক গলাবার আগে মা যদি আমার সঙ্গে কথা না বলে তবে মা-কেও একদিন আমি অবাক করে দেব। না, মা আসেনি।

লজ্জায় পড়ল প্রায়েদ। বলল, বড় দুঃখিত হলাম।

মন থেকে নিরানন্দের ভাবটুকু ঝেড়ে ফেলে বলল ভিভি—এতে আপনার কি দোষ, মিস্টার প্রায়েদ! তবে আপনার আগমনে আমি নিজে খুব খুশি। মায়ের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র আপনাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি মাকে বলেছিলুম।

এতক্ষণে যেন মনে সোয়াস্তি লাভ করল প্রায়েদ···আনন্দিত হল। উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে—সত্যি এ আপনার মহানুভবতা, মিস ওয়ারেন।

ভিতরে যাবেন, না কি এখানে বাইরে বসে কথা বলবেন?

বাইরেটা বড় মনোরম, তাই না?

ভিভি এবার দেউড়ির দিকে যেতে যেতে বলল—তাহলে এখানে আপনার জন্যে একখানা চেয়ার এনে দি।

প্রায়েদ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে একখানা চেয়ার তুলে নিয়ে বলল—না, না। চেয়ার আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি।

ভিভি আর বাধা দিল না। বরং পিছিয়ে এসে চেয়ারের উপর থেকে বইগুলো নিয়ে দোলনার উপর ছুঁড়ে ফেলল। তারপর এক হেঁচকা টানে চেয়ারখানা সামনে এনে পাতল। বলল—দেখবেন আবার যেন আঙুলে না লাগে!

ইতিমধ্যে নিজের চেয়ারখানা পেতেছে প্রায়েদ। কিন্তু না বসে সে বলল—ওই শক্ত চেয়ারখানা আমাকে দিন, মিস ওয়ারেন। শক্ত চেয়ারে বসতে আমার ভাল লাগে।

ভদ্রলোক যেন তাকে তোয়াজ করার জন্য বড় বেশি ব্যগ্র! পুরুষের এই ধরনের মনোভাব ভিভি একেবারেই সহ্য করতে পারে না। তাই বলল, আমারও ভাল লাগে।

কিন্তু নিজের অবস্থা ভেবে চেয়ারে বসতে দ্বিধা করল প্রায়েদ। তরুণীর মনোভাব এবং আচরণ সে কিছুই বুঝতে পারছে না। অথচ চেয়ারেও বসা যায় না, অবস্থাটা সহজ করে তোলার জন্য কিছু একটা বলাও প্রয়োজন। এক সময় তাই বলল প্রায়েদ—আচ্ছা এখন আপনার মা-কে আনার জন্য আমাদের একবার স্টেশনে যাওয়া উচিৎ নয় কি?

কেন? রাস্তা চেনে আমার মা। শান্তকণ্ঠে বলল ভিভি।

একটু ইতস্ততঃ করল প্রায়েদ তারপর চেয়ারে বসে পড়ল। বলল,—হয়ত তিনি জানেন।

জানেন, যেমন ভেবেছিলুম আপনি তেমনি মানুষ। আশাকরি আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। বলল ভিভি। তার কণ্ঠে খুশির ঝিলিক।

ধন্যবাদ মিস ওয়ারেন! ধন্যবাদ! দেখছি আপনার মা আপনাকে বিগড়ে দেননি! লজ্জিত হলেও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল প্রায়েদ।

কি করে বিগড়ে দেবে, মা? ভিভি জিজ্ঞাসা করল।

আপনার মা বড় গোঁড়া, কিন্তু আপনাকে তিনি সেকেলে মেয়ে করে রাখেন নি। আর দেখুন মিস ওয়ারেন, আমি নিজে সমাজের এসব নিয়ম-কানুন বড় একটা মানিনে। কেউ কর্তৃত্ব করুক এটা আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি নে। কর্তৃত্বের ভাব থাকলে বাপ-মা আর ছেলেমেয়ের মধ্যে সহজ সম্বন্ধ যায় নষ্ট হয়ে। তাই আমার ভয় ছিল যে, আপনার মা আপনার উপর কর্তৃত্বের জোর খাটিয়ে আপনাকে একেবারে সেকেলে করে তুলবেন।

ওহো, তাহলে আমি আপনার সঙ্গে অতি আধুনিকার মতন বেচাল-আচরণ করছি? বিব্রত কণ্ঠে জানতে চাইল ভিভি।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল প্রায়েদ—না, না। ঠিক তা নয়। আপনি ঠিক কায়দা করে বেচাল হচ্ছেন না, তাই না?

এবার প্রায়েদের কথার ঠিক অর্থ বুঝতে পেরে ভিভি ঘাড় নাড়ল।

আরো উৎসাহিত হয়ে উঠল প্রায়েদ। বলতে লাগল—আপনি বললেন যে, আমার সঙ্গে আলাপ করার আপনার বড় ইচ্ছে ছিল, কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল। আপনাদের মতন অতি-আধুনিকারা সত্যি বড় চমৎকার! অপূর্ব! অপূর্ব আপনাদের আচরণ!

প্রশংসা-বাক্যের মধ্য দিয়ে কি বলতে চাইছে প্রায়েদ? এসব অতি আধুনিকাদের প্রশস্তি, না নিন্দা? প্রায়েদের বুদ্ধি সম্পর্কে ভিভির মনে তাই সন্দেহ জাগল, সে বেশ হতাশ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রায়েদ কিন্তু থামল না। ঝরনার মুখ দিয়ে অবিরাম জল পড়ে, তাকে কেউ রোধ করতে পারে না তেমনি প্রায়েদেরও সেই অবস্থা। সে বলতে লাগল—দেখুন, মিস ওয়ারেন, আমার যখন আপনার মতন বয়স ছিল তখন দেখতাম ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের ভয় করতো। সমীহ করতো। বন্ধুত্ব তাদের মধ্যে গড়ে উঠতো না। তাই সত্যিকারের বন্ধুত্বপূর্ণ সহবৎ তারা কিছু শিখতো না। কেবল উপন্যাস পড়ে মামুলি কিছু আদব-কায়দা রপ্ত করতো, আর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মতন চলতো, বসতো, কথা বলতো, একেবারে নির্জীব অনুকরণ। মেকি জীবন-চর্চা। মেয়েলি লজ্জা আর পুরুষের বীরত্ব তাদেরকে নকল জীব করে তুলতো। ইচ্ছে হলেও 'হাঁ' বলতে পারতো না, বলতো 'না'। এমনি ধরনের লাজুকতা ও আন্তরিকতা একেবারে কদর্য!

ভিভি বলে উঠল—ঠিক বলেছেন। এতে যথেষ্ট সময় নষ্ট হতো, বিশেষ করে মেয়েদের।

প্রায়েদের মনে উৎসাহের জোয়ার তীব্র হল। সে শিল্পী···তাই বোধহয় দুরন্ত ভাবাবেগে তার মন এখন আপ্লুত। সে বলতে লাগল—

সময় কি! সমস্ত জীবনটা নষ্ট, সবকিছু একদম নষ্ট! কিন্তু এখন সবকিছু বদলে যাচ্ছে! উন্নতি হচ্ছে! জানেন, কেম্‌ব্রিজে আপনার চমকপ্রদ সাফল্যের কাহিনী শুনে আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম···হয়ে উঠেছিলাম অস্থির। পরীক্ষায় মেয়েরা যে এমন সফল হতে পারে তা' আমরা সে সময় কল্পনা করতেও পারতাম না। আপনি ব্র্যাকেটে তৃতীয় র‍্যাংলার হয়েছেন, এটা আপনাকেই একমাত্র মানায়। চমৎকার! প্রথম র‍্যাংলাররা একটু স্বপ্নপ্রবণ হয়, তাদের আচরণ হয় অস্বাভাবিক, পড়াশুনা করাটা তাদের জীবনে হয়ে ওঠে একটা রোগ বিশেষ।

ভিভি ওয়ারেন মন দিয়ে প্রায়েদের কথা শুনছিল। তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তার মনে একটুও প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তাই একেবারে সহজ-কণ্ঠে বলল ভিভি—এত পড়াশুনা করেও লাভ কিছু হয়নি। এত কম টাকায় এত পরিশ্রম পোষায় না। আবার যদি কেউ বলে ত আমি আর এভাবে পড়াশুনা করতে রাজী হব না।

পড়াশুনার সঙ্গে টাকার কি সম্পর্ক? প্রায়েদ হতভম্ব হয়ে গেল। বলল—টাকার কথা কি বলছেন মিস্‌ ওয়ারেন!

ভিভি ওয়ারেন সতেজ-কণ্ঠে বলল—হাঁ, কেবল পঞ্চাশ পাউণ্ড পাওয়ার লোভে আমি এ কাজ করেছি।

সে কি!

ব্যাপারটা আপনি জানেন না। নিউনহ্যামে মিসেস ল্যাথাম আমার গৃহ-শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি আমার মা-কে বললেন যে, আমি চেষ্টা করলে অঙ্কে ট্রাইপোস পেতে পারি। তখন সিনিয়র র‍্যাংলারকে ফিলিপা সামারস্‌ হারিয়ে দিয়েছিল, তাই নিয়ে কাগজে কাগজে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আপনার নিশ্চয় সে সব কথা মনে পড়ছে।

হাঁ, হাঁ। ঠিক। এ ব্যাপার নিয়ে লণ্ডন-সমাজে একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। প্রায়েদ অতি উৎসাহে মাথা নাড়ল।

ভিভি কিন্তু সহজ সরল। সে বলল—মাকে বললাম যে, ওসব

মাস্টারি বা প্রফেসারি করা আমার ধাতে সইবে না। অত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে পারব না। তবে পঞ্চাশ পাউণ্ড পেলে একবার চেষ্টা করতে পারি। ফোর্থ র‍্যাংলার হওয়ার চেষ্টা করব। মা মনে মনে রাগ করলেও রাজী হল। ব্যস! চেষ্টা করলাম এবং একটু বেশি সফল হলাম। তবে আর নয়। অত কম টাকার মজুরিতে এত খাটুনি পোষায় না। এর জন্য অন্তত শ' তুই পাউণ্ড দরকার।

প্রায়েদের মনের সব উৎসাহ মিইয়ে গেল। মেয়েটি যেন বড় বেশি স্থুল হিসেবী। শিল্পীসুলভ কোন আবেগের ছিটেফোঁটা চিহ্ন নেই ওর মনে। সে একটু নীরব থেকে বলল—খুব হিসেবী ত আপনি!

তবে কি ভেবেছিলেন আমি হিসেবী নই?

এই সম্মান লাভের জন্য যে পরিশ্রম করতে হয়েছে কেবল সেটা বিচার করলেই ত হবে না, এর ফলে যে কালচার লাভ হয়েছে তার কথা ত ভাবতে হবে।

ভিভি এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সতেজে বলল—কালচার! জানেন, অঙ্কশাস্ত্রে ট্রাইপোস পাওয়ার মানে কি, মিস্টার প্রায়েদ? এর মানে, অঙ্ক কষা আর অঙ্ক কষা···দিনে ছ'ঘণ্টা ধরে অঙ্ক কষা এবং অঙ্ক ছাড়া আর কোন দিকে নজর থাকবে না। সকলের ধারণা আমি বিজ্ঞান জানি, কিন্তু এর মধ্যে নিহিত অঙ্কটুকু ছাড়া আসলে আমি কিছু জানি না। ইঞ্জিনীয়র, বিদ্যুৎ-কর্মী বা বীমাব্যবসায়ীর জন্য প্রয়োজন হলে আমি হিসাব কষে দিতে পারি, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং, বিদ্যুৎ বা বীমা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

একটু থামল ভিভি।

আর প্রায়েদ অবাক-দৃষ্টিতে এই অবাক-করা তরুণীকে দেখতে লাগল।

জানেন মিস্টার প্রায়েদ, আমি এমন কি অঙ্কশাস্ত্রটাও বুঝি না। অঙ্ক কষা, টেনিস খেলা, খাওয়া, ঘুমোন, সাইকেল-চড়া এবং হাঁটা ছাড়া

ট্রাইপোস না-পাওয়া মেয়েদের চেয়ে অন্য বিষয়ে আমি একদম অজ্ঞ বর্বর।

প্রায়েদ এবার প্রতিবাদ করল—আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি কি জঘন্য! লক্ষ্মীছাড়া! জানি আমি তা! এই পদ্ধতি যে নারীত্বের সব সৌন্দর্যকে পিষ্ট করেছে তা' আমি অনুভব করতে পারছি।

আমি অবশ্য সে জন্য আপত্তি করছি না, মিস্টার প্রায়েদ। কেননা আমার বিদ্যেকে আমি ঠিক অন্য কাজে লাগাব।

প্রায়েদের মনে কিন্তু সন্দেহ দেখা দিল। এই লণ্ডন-সমাজে একটা বিদুষী-মেয়ে তার বিদ্যে নিয়ে কি করবে? হয় কোন ধনী পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ে হবে, বিদ্যের কারিকুরি তখন সে সব ভুলে যাবে। আর না হয় পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে পতিতাবৃত্তি! স্বাধীন নারীদের জীবনে এ ছাড়া আর কি পথ আছে?

তাই প্রায়েদ জানতে চাইল—কি কাজে লাগাবেন?

উৎসাহের সঙ্গে বলল ভিভি—শহরে একটা চেম্বার খুলে বীমা-কোম্পানীর ও কারখানা শিল্পের হিসাব-পত্র লেখার অফিস খুলব। সঙ্গে সঙ্গে আইনশাস্ত্র পড়ে নেব এবং স্টক এক্সচেঞ্জের উপর রাখব নজর। আইন-বিষয়ে পড়াশুনা করতে এখানে এসেছি। মায়ের ভাবনা মতন ছুটি কাটাতে আসিনি। ছুটি আমার কাছে ঘৃণার জিনিস।

তরুণীর পরিকল্পনার কথা শুনে প্রায়েদের মনে বিস্ময় সীমা ছাড়াল। লণ্ডন-সমাজে এমন তরুণীর সাক্ষাৎ মিলবে তা' সে ভাবতেও পারিনি। বলল—আপনার কথাবার্তা শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। সৌন্দর্য, প্রেম এসব বস্তু কি আপনার জীবনকে স্পর্শ করবে না?

ও দু'টো বস্তুর কোনটার জন্যই আমার মনে কোন লালসা নেই, মিস্টার প্রায়েদ।

আপনি অমন কথা বলবেন না।

হাঁ, তাই-ই বলছি। কাজ ভালবাসি, কাজ করব, মজুরী পাব। কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে শুধু চাই একখানা আরামদায়ক

চেয়ার, একটা চুরুট, একটু হুস্‌কি এবং একখানা জমাটি গোয়েন্দা-কাহিনীর বই।

প্রতিবাদ করার উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রায়েদ। অসম্ভব! এমন প্রাণবন্ত একটি সুন্দরী তরুণী এমন নীরস কাজে নিজেকে নিয়োগ করবে এটা ভাবাই যায় না। এ ত সামাজিক বিদ্রোহ! সুন্দরী তরুণীর পক্ষে আত্ম-হননের সামিল।

তাই বলল প্রায়েদ—এ সব আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি শিল্পী, এ সব আমি বিশ্বাস করতে পারি না। বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। শিল্পের জগৎ যে কত বিস্ময়কর তা আজও আপনি আবিষ্কার করতে পারেননি বলেই আপনার মনের এই অবস্থা!

হাঁ, শিল্প-কলাও দেখেছি, বলল ভিভি—গত মে মাসে অনরিয়া ফ্রেজারের সঙ্গে লণ্ডনে ছিলাম মাস দেড়েক, মা ভেবেছিল, আমরা ঘুরে ঘুরে শহর দেখে বেড়াচ্ছি। আমি কিন্তু আসলে প্রতিদিন চ্যান্সরি লেনে অনরিয়ার চেম্বারে যেতাম, বীমা-কোম্পানীর হিসাব-নিকাশ তার হয়ে করে দিতাম। কাঁচা লোক যতটুকু সাহায্য করতে পারে ঠিক ততটুকুই করতাম। তারপর সারা সন্ধ্যেবেলা গল্প করতে করতে সিগারেট টান্‌তাম। ব্যায়াম করার কথা আমাদের মাথায় আসতো না। এমন আনন্দ আমি আর জীবনে উপভোগ করিনি। যা পেতাম তাতে ত খরচপত্র চলে যেতই উপরি পাওনা হিসাবে পেলাম ব্যবসা চালাবার শিক্ষা।

প্রায়েদ তখনো বিস্মিত। বলল—মিস ওয়ারেন, একেই কি আপনি আর্ট বা শিল্পকে আবিষ্কার করা বলেন?

ভিভির কথা তখনও শেষ হয়নি।

তাই বলল—একটু দাঁড়ান। এটা শুরু নয়। ফিস্‌জন এভিনিউতে থাকে এমন কয়েকজন মেয়ের নিমন্ত্রণে শহর দেখতে গিয়েছিলাম। ওদের মধ্যে আমার নিউনহ্যামের একজন বন্ধুও ছিল। ওরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল জাতীয় গ্যালারীতে…

খবরটা শুনে খুশি হল প্রায়েদ। চেয়ারে বসে খানিকটা সোয়াস্তি লাভ করল।

মুখে শুধু উচ্চারণ করল—আঃ!

গিয়েছিলাম অপেরাতে···

আরো খুশি হয়ে বলল প্রায়েদ—ভাল!

তারপর একদিন গেলাম গানের জলসায়, ওখানে সারা সন্ধ্যা বীঠোভেন, ভাগনার ইত্যাদি বাজানো হয় নানা বাদ্যযন্ত্রে। এরপর আমাকে লাখ টাকা দিলেও আর ওখানে কোনদিন যাচ্ছি না। ভদ্রতার খাতিরে তিনদিন চুপ করে ছিলাম, তারপর ওদের বললাম, এবার আমাকে ছেড়ে দাও, আর আমার সইছে না। ফিরে এলাম চ্যান্সেরি লেনে। এবার বুঝতে পারছেন ত আমি কি ধরনের চমৎকার আধুনিক মেয়ে। আমার মায়ের সঙ্গে আমার কি রকম বনিবনা হবে ভাবছেন?

প্রায়েদ চমকিত হল। বলল—আশাকরি···

আপনার আশা নয়, কতটা বিশ্বাস করেন তাই জানতে চাইছি।

দেখুন তাহলে খুলেই বলছি, ভয় হচ্ছে আপনার মা বেশ হতাশ হবেন। অবশ্য এর জন্য আপনার ত্রুটি দায়ী নয়। আর তা' আমি বলতে চাইছি না, তাঁর আদর্শের সঙ্গে আপনার এত গরমিল·· ···

তাঁর কি?

তাঁর আদর্শ।

বলছেন কি আমার সম্পর্কে তার আদর্শ?

হাঁ।

সেটা কি বস্তু?

প্রায়েদ উৎসাহিত কণ্ঠে বলতে চাইল। মনে হল বলবার মতন একটা উপযুক্ত বিষয় সে এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছে। এই সুশিক্ষিতা এবং বাক্‌-পটিয়সী সুন্দরী তরুণী তার কথার বাঁধুনিতে বার বার তাকে চমকে দিচ্ছে। তার মনে বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছে। নিজেকে যেন ওর

সামনে ছোট মনে হচ্ছে। যুক্তিতে ওর সঙ্গে ঠিক মতন পাল্লা দিতে পারছে না।

বলল—একটা জিনিস নিশ্চয় আপনি বুঝতে পেরেছেন, মিস্ ওয়ারেন, নিজেদের শিক্ষা সম্বন্ধে যাদের মনে কোনরকম আফসোস থাকে তারা ভাবে যে, সকলকে অন্য রকম শিক্ষা দিলেই বোধ হয় সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমার মনে হয় আপনি জানেন যে, আপনার মায়ের জীবন···

কথাবার্তার মধ্যে নতুন একটা কিছুর যেন আঁচ পেল ভিভি। তাই ব্যগ্র-কণ্ঠে বলল—কোন কিছু আগে থেকে আন্দাজ করে নেবেন না, মিস্টার প্রায়েদ। মায়ের সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানি না। বলতে গেলে চিনিই না তাঁকে। ছোটবেলা থেকে ইংলণ্ডে হয় স্কুলে না হয় কোন কলেজে কিংবা কোন মাইনে-করা অভিভাবকের কাছে আমি মানুষ হয়েছি। সারা জীবন বাড়ী থেকে দূরে থেকেছি। আর আমার মা হয় থেকেছেন ব্রাসেলসে, না হয় ভিয়েনায়. কোনদিন আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাননি। তিনি ইংলণ্ডে এলে কয়েক দিনের জন্য তাঁকে কেবল দেখেছি। এর জন্য আমার মনে কোন অভিযোগ নেই। বরং এটা আমার কাছে খুব আনন্দদায়ক। কেন-না লোকজনেরা আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। যথেষ্ট অর্থ পেয়েছি, ফলে অর্থের অভাবে কোনদিন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। তবে মায়ের সম্বন্ধে আমি একেবারেই কিছুই জানি না একথা ভাববেন না। অবশ্য আপনি যা জানেন তার চেয়ে অনেক কম জানি।

প্রায়েদ মনে দুঃখ পেল। দুঃখ এবং বিস্ময় তাকে অভিভূত করে ফেলল।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটল নীরবে।

তারপর মনের এই ভাবটা দূর করার জন্য ব্যগ্র হল প্রায়েদ। জোর করে মনে প্রফুল্লভাব আনার চেষ্টা করে বলল—সে ক্ষেত্রে অবশ্য···

কিন্তু এসব কি আজেবাজে বকছি আমরা! দেখবেন আপনার সঙ্গে আপনার মায়ের খুব ভাল বনিবনা হবে।

মিস ওয়ারেনও নীরব।

প্রায়েদ চেয়ার ছেড়ে উঠল, চারধারের দৃশ্যের উপর নজর বুলিয়ে বলল—কি সুন্দর এ জায়গাটা!

ভিভি কিন্তু চেয়ার ছেড়ে বারেকের জন্যও ওঠেনি। স্থির-দেহে, স্থির-দৃষ্টিতে প্রায়েদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনের মধ্যে ভাবনার ঝড় বয়ে চলেছে···কিন্তু কিছুই বাইরে থেকে নজরে পড়ছে না। বোঝা যাচ্ছে না। তার মায়ের সম্বন্ধে কি যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সংযত করে নিয়েছে প্রায়েদ। সেই অকথিত কাহিনী শোনার জন্য তার মন এখন উথাল-পাতাল···কিন্তু তবু স্থির সে।

এক সময় বলল ভিভি—প্রসঙ্গটা বড় আচমকা বদল হল, তাই না? আমার মায়ের জীবন সম্বন্ধে কেন আলোচনা করা যায় না, মিস্টার প্রায়েদ?

ঠিক এই মুহূর্তে এই প্রশ্ন তাকে শুনতে হবে তা প্রায়েদ নিজেও কল্পনা করেনি। তাই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—না, না, ওসব কথা আর তুলবেন না, মিস ওয়ারেন। আপনার মা আমার পুরনো বান্ধবী। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্বন্ধে তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে সংকোচ বোধ করা কি আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়? তিনি এখানে আসার পর এ বিষয়ে আলোচনা করতে আপনারা যথেষ্ট সুযোগ এবং সময় পাবেন।

এতক্ষণে মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিল ভিভি ওয়ারেন। চেয়ার

ছেড়ে উঠে পড়ল। বলল—মা এ বিষয়ে কোন কথা বলবেন না আমি জানি। আপনাকেও আমি এ বিষয়ে বলার জন্য পীড়াপীড়ি করছি না। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, মিস্টার প্রায়েদ, মনে হচ্ছে চ্যান্সেরি সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনাটা শোনার পর মায়ের সঙ্গে আমার রীতিমতো একটা লড়াই বেধে যাবে। বিবাদ হবে।

মা আর মেয়ের মধ্যে যে মতাদর্শ নিয়ে সংঘর্ষ বাধবে তা বুঝতে পারল মিস্টার প্রায়েদ। তাই সে করুণ মুখে বলল—আমারও তাই মনে হচ্ছে, মিস ওয়ারেন।

আর সেই লড়াইয়ে আমি জিতব। কেননা লণ্ডনে যাওয়ার ট্রেন-ভাড়াটা ছাড়া আর আমার কিছু চাই না। এবং আগামীকাল সকাল থেকেই অনরিয়ার দপ্তরে কাজ করে আমি আমার জীবিকা অর্জন করতে পারব। তাছাড়া, আমার জীবনে গোপন করার মতন কিছু নেই, অথচ মায়ের জীবনে তা' রয়েছে। প্রয়োজন হলে আমি সে সুযোগ নেব।

প্রায়েদ মনে দারুণ আঘাত পেল। ভীত হল।

বলল—না, না। অনুরোধ করছি এমন কাজ করবেন না।

বলুন ত, কেন করব না?

সত্যি আমি তা' পারিনা। মিনতি করছি, ব্যাপারটা আপনি ভাল করে বুঝে দেখুন।

প্রায়েদকে এমন ভাবাবেগে আপ্লুত হতে দেখে হাসল ভিভি।

আবার বলতে লাগল প্রায়েদ—আপনি বড় বেশি সাহসী। জানেন, রেগে গেলে আপনার মা-কে নিয়ে আর ঠাট্টা করা চলে না।

নিজের চেয়ারখানা হাতে নিয়ে ঠিক আগের মতন এক ঝটকায় দোলনার কাছে সরিয়ে এনে রাখল ভিভি। বলল—আমাকে ভয়ার্ত করতে পারবেন না, মিস্টার প্রায়েদ। চ্যান্সেরি লেনে কাজ করার সময় মায়ের মতন দু'একজন নারীকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। ব্যাপারটা জানতে আমায় সাহায্য করুন। মনে রাখবেন, যদি

প্রয়োজনের খাতিরে আমি মা-কে কঠিন আঘাত করি, নিজের অজ্ঞতার জন্য, তবে তার দায় আপনার, কেননা ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলতে আপনি অস্বীকার করছেন। যাক্‌গে ও ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

এবার বেপরোয়া ভাবে বলে উঠল প্রায়েদ—একটা কথা মিস ওয়ারেন, আপনাকে বরং বলাই বোধহয় ভাল। খুবই কঠিন কাজ এসব বলা, তবু···

কিন্তু বল হল না।

ঠিক তখুনি প্রবেশ-দরজার ওপাশে শ্রীমতী ওয়ারেন এসে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন স্যার জর্জ ক্রফট্‌স্। ওরা যখন গেট ঠেলে বাগানে ঢুকছেন তখন ভিভি ওদের দিকে এগিয়ে গেল। তার মন খুশিতে ভরা। অন্ততঃ খুশির ভাবটুকু ছড়িয়ে রয়েছে তার মুখে। ওই ত তার মা এসেছে।

বলল—কেমন আছ, মা ? আধঘণ্টা হল মিস্টার প্রায়েদ এসেছেন, তোমার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন।

শ্রীমতী ওয়ারেনের বয়স চারের কোঠায়। এক সময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন। সেই সৌন্দর্যের ছিঁটে-ফোঁটা এখনো রয়েছে তাঁর দেহে। তার উপর তিনি পোশাকে দেহ সজ্জিত করতে জানেন। তাঁর ভারি দেহ আঁট্‌সাট্ ব্লাউজে বন্দী, মাথায় রঙ মিলিয়ে টুপি···জামার হাতা ফ্যাসান দুরস্ত। চেহারা এবং মেজাজে কর্তৃত্বের ভাব থাকলেও নিশ্চিত ভাবে তা অশ্লীল, তবে উপর-উপর মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলা বেশ অমায়িক এবং মনোহারিনী···পুরানো পাপী ধরনের স্ত্রীলোক। এক নজরেই এসব স্ত্রীলোককে চিনতে পারা যায়।

ক্রফট্‌স্ বেশ সবল দীর্ঘকায় পুরুষ। বয়স পাঁচের কোঠায়, যুব-জনোচিত ফ্যাসান দুরস্ত পোশাক পরণে। খনা গলা···এমন বিশাল দেহের পক্ষে এমন সরু কণ্ঠস্বর একেবারে বেমানান। পরিষ্কার করে কামানো গোঁফ-দাড়ি। বুলডগের মতন চোয়াল। চ্যাটালো বিশাল

ছু'টো কান আর মাংসলঘাড়। শহুরে লোক, খেলোয়াড় এবং শহর-চষা বদমাইস সবারই মিশ্রণে যেন সৃষ্ট এই মানুষটি, অথচ ভদ্রলোক। বিচিত্র এক জীব।

শ্রীমতী ওয়ারেন বাগানের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে বললেন—আচ্ছা। প্রায়েদ তুমি অপেক্ষা করছ। কিন্তু এর জন্য তুমি নিজেই দায়ী। ভেবেছিলাম যে, তুমি বুঝতে পারবে আমি তিনটে দশের ট্রেনে আসছি। তাড়াহুড়ো করে তুমি আগে চলে এসেছ।

তারপর ভিভির দিকে নজর পড়তেই তিনি বলে উঠলেন—ভিভি, তোমার টুপি মাথায় দাও, রোদ্দুর লাগবে। ওহো, বলতে ভুলে গেছি···স্যার জর্জ ক্রফট্‌স্‌ এই আমার ছোট্ট ভিভি।

ভদ্রতা জানাবার জন্য ক্রফট্‌স্‌ এগিয়ে এসে করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। তরুণীটিকে দেখে তিনি বিমোহিত। মিস ওয়ারেন কিন্তু কেবল মাথা নাড়ল। করমর্দন করার জন্য কোন রকম ব্যগ্রতা তার মধ্যে নজরে পড়ল না।

অবস্থাটা বুঝতে পেরেও ক্রফট্‌স্‌ বললেন—আপনি আমার পুরোন বান্ধবীর মেয়ে। বহুদিন ধরে আপনার খ্যাতি আমি শুনছি, আপনার মতন তরুণীর সঙ্গে কি আমি একবার করমর্দন করতে পারি?

এতক্ষণ ভদ্রলোকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিল ভিভি। এবার সে তার নরম হাত বাড়িয়ে ধরল এবং সজোরে হাতে চাপ দিয়ে বলল—যদি আপনার ইচ্ছে হয়!

হাতে জোরালো চাপের স্পর্শে অবাক হয়ে গেলেন ক্রফট্‌স্‌। ছু'চোখ বিস্ফারিত হল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী ওয়ারেনকে বললেন—তুমি কি বাড়ীর ভিতর থেকে খানকয়েক চেয়ার আনবে, না আমি নিয়ে আসব?

ভিভি ওয়ারেন তাড়াতাড়ি দেউড়ি থেকে চেয়ার আনতে গেল।

শ্রীমতী ওয়ারেন জানতে চাইলেন—আমার মেয়েকে কেমন লাগল, জর্জ?

ক্রফট্‌স্‌ তখনও বিষণ্ণ, করমর্দনের ব্যথা ভুলতে পারেননি।

বললেন—মেয়েটির মুঠোয় বড় বেশি জোর। প্রায়েদ, ওর সঙ্গে করমর্দন করেছ?

জবাব দিল প্রায়েদ—হাঁ। ব্যথা এক্ষুনি সেরে যাবে, জর্জ।

ভিভি ওয়ারেন দু'খানা চেয়ার নিয়ে ফিরে এল।

ক্রফট্‌স্‌ তাকে সাহায্য করতে উঠে গেলেন। বললেন—আমার হাতে দিন।

শ্রীমতী ওয়ারেন যেন ক্রফট্‌স্‌কে খুশি করতে চাইলেন। তাড়াতাড়ি বললেন—ওঁকে সাহায্য করতে দাও, ভিভি।

চেয়ার দু'খানা ক্রফট্‌সের কাঁধে তুলে দিয়ে ভিভি বলল—এই নিন, ধরুন। তারপর হাত থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মা-কে বলল—একটু চা খাবে মা?

প্রায়েদের ছেড়ে দেওয়া চেয়ারে বসে শ্রীমতী ওয়ারেন পাখার হাওয়া খেতে খেতে বললেন—এক ফোঁটা চায়ের তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছি।

দেখছি। ভিভি বলতে বলতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল।

স্যার জর্জ ভাঁজ-করা একখানা চেয়ার শ্রীমতী ওয়ারেনের বামধারে রাখলেন এবং অন্য চেয়ারখানা ঘাসের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মুখ দুঃখ-ম্লান। চেয়ারে বসার পর হাতের লাঠিখানার হাতল মুখের কাছে ঠেকে থাকায় তাঁকে কেমন বোকা বোকা দেখাচ্ছিল।

প্রায়েদ কিন্তু চেয়ারে বসতে পারল না। তার মন-ভরা অসোয়াস্তি। তাই অস্থিরভাবে সে বাগানের মধ্যে পায়চারি করছিল।

তার এই অস্থিরভাব শ্রীমতী ওয়ারেনের নজরে পড়ল।

তিনি ওকে ডেকে বললেন—দেখ প্রায়েদ, জর্জের চেহারাটা বেশ হাসি-খুশি দেখাচ্ছে, তাই না? তিন বছর ধরে ও আমার মেয়েকে দেখবে বলে আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে, অথচ এখন সাধ পূরণ

হওয়ার পরেও কেমন মুখটা চূণ করে বসে আছে। এই জর্জ! সোজা হয়ে বসো। মুখ থেকে লাঠির হাতল সরাও।

জর্জ কথা শুনলেন। লাঠিখানা পাশে রেখে সোজা হয়ে বসলেন।

পায়চারি থামিয়ে প্রায়েদ এগিয়ে এল। তারপর শ্রীমতী ওয়ারেনকে বলতে লাগল—দেখ, কিছু মনে না করো ত একটা কথা বলি, কিটি।

শ্রীমতী ওয়ারেন নীরবে ওর দিকে তাকালেন। কোঁচকান ভুরু হু'টোয় জানতে চাওয়ার চিহ্ন। কি বলতে চায় প্রায়েদ? সে কি ভিভির সম্পর্কে কিছু বলবে? মনে হচ্ছে, এ বাড়ীতে বেশ অনেকক্ষণ আগেই এসেছে সে। সে শিল্পী এবং তার সুন্দর অমায়িক ব্যবহার। কথাবার্তায় এবং আচরণে খুব ভদ্র। নিশ্চয় ভিভির সঙ্গে তার গভীর আলোচনা হয়েছে। হয় ত শিল্প-কলা নিয়ে বলেছে নানা কথা। ভিভি তবে কি প্রায়েদের মতন শিল্পী হতে চায়? অমনি অজানা এক ভয় দেখা দিল শ্রীমতী ওয়ারেনের মনে। ভিভি যদি তেমন ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চয় তিনি তাকে বাধা দেবেন। মেয়ে বাউণ্ডুলে শিল্পী হবে কোন মা তা' চায় না।

প্রায়েদ বলল—দেখ, ভিভি, সেই আগের মতন ছোট্ট মেয়েটি আছে এমন কথা আর বোধ হয় আমাদের ভাবা চলে না। লেখা-পড়ায় ও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে, ওর বুদ্ধি খুব প্রখর। ওর সঙ্গে যতটুকু আলাপ করেছি তাতে মনে হচ্ছে বুদ্ধি-বিবেচনায় ও আমাদের চেয়ে অনেক বড়। অন্তত আমার মনে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

প্রায়েদের কথাগুলো যেন শ্রীমতী ওয়ারেনের মনে হাসির খোরাক জোগাল।

তাই হেসে বললেন তিনি—এই জর্জ, প্রায়েদ কি বলছে শুনেছ!

ভিভি না-কি আমাদের সকলের চেয়ে বড়! দেখছি, ভিভি তোমার সামনে নিজেকে বেশ ভালভাবে জাহির করেছে!

এভাবে খোঁচা খেয়েও এতটুকু দমল না প্রায়েদ। বলল—কিন্তু ছোটর মতন দেখলে, বিশেষ করে যারা বয়সে ছোট তারা ক্ষুণ্ণ হয়।

প্রায়েদের উপদেশ শ্রীমতী ওয়ারেনের মনের দেমাকের দেওয়ালে আঘাত হানল। তাই তিনি বিরস কণ্ঠে বললেন—দেখ, ছোটদের মাথা থেকে ওসব আজে বাজে ভাবনার সঙ্গে আরো অনেক কিছু বার করে ফেলা দরকার। প্রায়েদ, তুমি এ-ব্যাপারে নাক গলিও না, আমার মেয়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে তা' তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি।

শ্রীমতী ওয়ারেনের সঙ্গে প্রায়েদের বহু দিনের পরিচয়। নিজের মেয়ে সম্পর্কে তার মনে রয়েছে অজস্র দেমাক। তাই এই মুহূর্তে প্রায়েদের কাছ থেকে নিজের মেয়ের সম্পর্কে কিছু শুনতে রাজী নন শ্রীমতী ওয়ারেন। তাঁর ধারণা মেয়েকে তিনি উচ্চ-শিক্ষিতা করে তুলেছেন, এবার মেয়ে মায়ের ইচ্ছা মতন চলবে। আরো অনেক মায়ের মেয়ের মতন ভিভিও মা-কে মানবে। তাঁর জীবিকা তাঁর মেয়ের জীবন-পথে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু প্রায়েদ অন্য রকম ধারণা করছে··মা আর মেয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। চিন্তিত মনে পিছনে হাত ঘুরিয়ে মাথা নাড়ল প্রায়েদ···বিষণ্ণ মনে বাগানের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। একটা অশুভ বিবাদের সূত্রপাত হতে চলেছে মা আর মেয়ের মধ্যে।

প্রায়েদের দিকে তাকিয়ে এবং তার বিষণ্ণ ভাব দেখে শ্রীমতী ওয়ারেন হাসলেন। মৃদুকণ্ঠে তিনি ক্রফট্‌স্‌কে বললেন—ওর কি হয়েছে বলত? আমার কথাটা এভাবে নিচ্ছে কেন?

ক্রফট্‌স্ চিন্তিতভাবে বললেন—প্রায়েদকে তুমি ভয় কর, কিটি।

কি! আমি! আমার প্রিয় প্র্যাদিকে ভয় করি! জান, একটা মাছিও ওকে ভয় করে না।

তুমি ওকে ভয় কর!

রেগে গেলেন শ্রীমতী ওয়্যারেন। বললেন—তোমাকে বলছি, আমার ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে নিজের কথা ভাব। তোমাকেও আমি ভয় করি না। তুমি যদি মানিয়ে চলতে না পার বাড়ী চলে যেতে পার। এবার ঘুরে বসলেন শ্রীমতী ওয়্যারেন এবং একেবারে প্রায়েদের মুখোমুখি হলেন। বললেন—এখানে এসে বস, প্র্যাদি। বুঝতে পারছি তোমার মনের কোমলতার জন্য তুমি এসব ভাবছ। ভয় পাচ্ছ যে, আমি ওকে বকা-ঝকা করব।

প্রায়েদ সামনে এগিয়ে এল। বলল—কিটি, তুমি হয়ত ভাবছ আমি মনে আঘাত পেয়েছি। তা নয়। অমন ধারণা করো না। কিন্তু জান ত, তুমি যা' বুঝতে পার না আমি তা' পারি। আমার কথা অবশ্য তুমি কোনদিন শোননি, তবে পরে স্বীকার করেছ যে, আমার কথা মতন তোমার কাজ করা উচিৎ ছিল।

ঠিক আছে, এখন তুমি কি বুঝতে পেরেছ? জানতে চাইলেন শ্রীমতী ওয়্যারেন।

শুধু এইটুকু যে, ভিভি এখন পুরোপুরি নারী। অনুরোধ করছি কিটি, ওকে ওর যথাযোগ্য মর্যাদা দাও।

অবাক হলেন শ্রীমতী ওয়্যারেন। বললেন—মর্যাদা! নিজের মেয়েকে মর্যাদা দিতে হবে! তারপর আর কি বুঝেছ, বল!

ঠিক তখুনি বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ভিভি। মাকে ডাকল।

মা! চায়ের আগে একবার আমার ঘরে আসবে কি?

হাঁ, আসছি! শ্রীমতী ওয়্যারেন চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে জবাব দিলেন। প্রায়েদের দিকে তাকিয়ে স্নেহের সঙ্গে হাসলেন, তার পাশ

দিয়ে যাবার সময় আদর করে তার গালে একটা টোকা দিয়ে বললেন—আমার উপর রাগ করো না, প্র্যাদি সোনা!

তারপর সোজা ভিভির সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

খুব সাবধানে চারধারে বারেকের জন্য দু'চোখ বুলিয়ে ক্রফট্স্ ফিস্ ফিস্ করে বললেন—দেখ, প্রায়েদ!

হাঁ, কি বলছ?

তোমাকে একটা বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

ক্রফট্সের পাশে শ্রীমতী ওয়ারেনের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে প্রায়েদ বসে বল্ল—বেশ ত! জিজ্ঞাসা কর। কি জানতে চাও?

ঠিক করেছ চেয়ারে বসে। নয়তো ওরা জানালা দিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাবে! শোন, কিটি কি কোনদিন তোমায় বলেছে যে, তার এই মেয়েটার বাবা কে?

কখনো বলেনি।

ওর বাবা কে তা' কি আন্দাজ করতে পেরেছ?

না!

প্রায়েদের জবাব বিশ্বাস করতে পারল না ক্রফট্স্। এত ভাব-ভালবাসা প্রায়েদ আর শ্রীমতী ওয়ারেনের মধ্যে। ভালবাসার পুরুষকেই ত নারী তার গোপন কথা দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করে! তাহলে শ্রীমতী ওয়ারেন কি ওর কাছে প্রকাশ করেননি কে তাঁর কন্যার জনক! অথচ এই একটা খবর কতদিন শ্রীমতী ওয়ারেনের কাছে জানতে চেয়েছেন ক্রফট্স্। কত অনুরোধ করেছেন, কত ভয় দেখিয়েছেন···কিন্তু না, কিছুতেই সে-কথা তিনি প্রকাশ করেননি।

তাই ক্রফট্স্ বললেন—অবশ্য জানি, সে তোমাকে এ সম্বন্ধে বলে থাকলেও তুমি তা' কিছুতেই প্রকাশ করবে না। এখন মেয়েটার সঙ্গে আমাদের প্রতিদিন দেখা হবে অথচ তার বাবা কে আমরা

জানব না এ একটা বিশ্রী অবস্থা হবে। ওকে ঠিক কিভাবে নেব তাও বুঝতে পারছি না।

প্রায়েদ জিজ্ঞাসা করল—তাতে কি এসে যাবে? তাকে তার মতনই দেখব। তার বাবা কে ছিল তা' নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে?

ক্রফট্সের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হল। বললেন—তাহলে তুমি জান কে তার বাবা?

এবার রেগে গেল প্রায়েদ। বলল—এইমাত্র বললাম না, জানি না। শুনতে পাওনি?

অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন ক্রফট্স্—দেখ প্রায়েদ, আমার একটা উপকার করো। যদি তুমি জান ত···। জানা থাকলে বলে আমার দুর্ভাবনাটা শেষ কর। মেয়েটাকে দেখে একটা মায়া পড়েছে।

প্রায়েদের কণ্ঠস্বর কঠোর হল।

তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?

না, না। ভয় পেও না। আমার প্রশ্নটা একেবারে নির্দোষ। এর জন্য আমি একটু মুশকিলে পড়েছি, কেন, জানি মনে হচ্ছে আমি-ই ওর বাবা।

তুমি! অসম্ভব।

এবার যেন কথার জালে তাকে ধরে ফেলেছেন ক্রফট্স্। প্রায়েদ তাহলে আসল কথাটা জানে। তাই বললেন—তাহলে তুমি ঠিক জান আমি ওর বাবা নই?

তোমাকে ত বলেছি তুমি যা' জান তার চেয়ে বেশি আমি কিছু জানি না। কিন্তু সত্যি বলছি ক্রফট্স্···না, না। এ প্রশ্নটাই একেবারে ওঠে না। তোমাদের এতটুকু দৈহিক মিল নেই।

তা' যদি বল তবে মেয়ে এবং মেয়ের মায়ের মধ্যেও ত কোন মিল দেখছি না। মনে হয় সে তোমার মেয়ে নয়, তাই কি?

রেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রায়েদ। বলল—সত্যিই ক্রফট্স্…।

রাগ কর না, প্রায়েদ। সংসারে দু'জন পুরুষের মধ্যে এসব আলোচনা চলতে পারে।

সত্যিই ত! এ ত নির্দোষ আলোচনা। শ্রীমতী ওয়ারেনের যা' জীবিকা তাতে তার ওই কন্যার জনক কে তা নিয়ে আলোচনা খুবই স্বাভাবিক। তারা দু'জন ছাড়াও আরো অনেক পুরুষের আগমন ঘটেছে শ্রীমতী ওয়ারেনের জীবনে। ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাদের সঙ্গে। এবং স্বাভাবিকভাবে হয় ত' দেহমিলনও ঘটেছে। আর এই সমস্ত সঙ্গীদের কোন একজন নির্ঘাত ওই মেয়েটির জনক। কিন্তু সে কোন জন? কে দেবে সেই আসল জনের পরিচয়? মা ছাড়া আর কে সন্তানের আসল জনকের পরিচয় জানে?

ক্রফট্সের প্রশ্নের মধ্যে তাই কোন অস্বাভাবিকতা নেই।

প্রায়েদের রাগ পড়ল। সে আবার চেয়ারে বসতে বসতে বলল—শোন ভাই ক্রফট্স্, শ্রীমতী ওয়ারেনের ওই জীবনের সঙ্গে আমার কোনদিন সংস্রব ঘটেনি এবং কোনদিন সংস্রব ছিল না। এ সম্পর্কে সে কোনদিন আমাকে কিছু বলেনি। অবশ্য আমিও কোনদিন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। আচ্ছা, তোমার বুদ্ধি কি বলে না যে, সুন্দরী রমণীদের আমার মতন বন্ধু থাকা প্রয়োজন যারা তাকে ওই চোখে দেখবে না। মাঝে মাঝে সে যদি সহজ জীবনে হাঁফ না ছাড়তে পারে তবে তার রূপের জলুসই ত তাকে পুড়িয়ে মারবে। তাই আমার চেয়ে এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কিটির বেশি মাখামাখি। নিশ্চয় তুমি নিজেই তাকে এ প্রশ্ন করতে পার।

সখেদে বললেন ক্রফট্স্—এ প্রশ্ন তাকে বহুবার করেছি। কিন্তু মেয়েকে সে এমনি ভাবে নিজের সম্পত্তি করে রাখতে চায় যে. পারলে

ওই মেয়ের বাপ যে কেউ ছিল তাই অস্বীকার করে। এর জন্য আমি মনে মনে বড় অস্বস্তি ভোগ করছি, প্রায়েদ।

বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ক্রফট্স্। তাঁর দেহ-মনে চঞ্চল ভাব।

প্রায়েদও চেয়ার ছেড়ে উঠল। বলল—দেখ, তোমার বয়স এবং অন্য সব কিছু বিচার করলে তোমাকে ওর জনক হিসাবে মনে করে নেওয়া যায়, তাছাড়া আমরা দু'জনেই মিস ভিভিকে পিতার মতন স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে পারি এই তরুণীকে রক্ষা করতে পারি, পারি তাকে সাহায্য করতে। তুমি কি বল?

কিন্তু এ কথায় এতটুকু আনন্দিত হলেন না ক্রফট্স্, বরং আক্রমণের ভঙ্গিতে বললেন—তোমার চেয়ে আমি বেশি বড় হব না।

হাঁ, প্রিয় মহাশয়, তুমি আমার চেয়ে বেশ বড়। বয়সে প্রৌঢ় তুমি। মনে এবং দেহে। অথচ আমি শিশু হয়ে জন্মেছি। জীবনে বয়স্ক লোকের মতন একটা নিশ্চিত-ভাব আমি কখনো অনুভব করতে পারলাম না। প্রায়েদ কথা বলতে বলতে তার বসার চেয়ারখানা ভাঁজ করল এবং সেখানা দেউড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গেল।

বাড়ীর ভিতর থেকে শ্রীমতী ওয়ারেন ডাকলেন—প্রাদি! জর্জ! এস, চা তৈরী!

ক্রফট্স্ তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে যেতে যেতে বললে—কিটি আমাদের ডাকছে।

প্রায়েদের মনে আশঙ্কার ভাব। জনকের পরিচয় নিয়ে হয়ত ভিভির জীবনে এক নতুন সংকট সৃষ্টি হতে চলেছে। এতদিন এ সংকট তার জীবনে ছিল না। মায়ের কাছ থেকে বহু দূরে স্কুলে, বোর্ডিঙে কিংবা গার্জেনটিউটরের কাছে সে মানুষ হয়েছে। লেখাপড়া শিখেছে, টেনিস খেলেছে আর না হয় বই পড়ে সে সময় কাটিয়েছে। মাঝে মাঝে তার মা এসেছেন তার কাছে। এতদিন তার জীবনে একটিমাত্র পরিচয় ভাস্বর···কে সে? শ্রীমতী ওয়ারেনের কন্যা সে। কে তার

মা? কি তাঁর পরিচয়? শ্রীমতী ওয়ারেন একজন ধনী মহিলা, ব্যস! এর বেশি আর কেউ কিছু জানতে চায় নি। লণ্ডন-সমাজে জনকের পরিচয় জানতে বড় একটা কেউ ব্যগ্র হয় না। তাই তরুণী ভিভির কাছে কেউ জানতে চায়নি তার জনকের পরিচয়…এবং ভিভিও বোধহয় সেজন্যেই মায়ের কাছে বাবার পরিচয় জানতে চায়নি।

কিন্তু আজ তার নিস্তরঙ্গ জীবনে চঞ্চলতার ছায়া পড়েছে।

এই চঞ্চলতা জনকের পরিচয় জানার আকুলতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

ক্রফট্স্কে অনুসরণ করে বাড়ীর মধ্যে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল প্রায়েদ।

হ্যালো প্রায়েদ!

পিছনে ডাক শুনে থামল প্রায়েদ। পিছনে তাকাল।

আরে, কে? ফ্রাঙ্ক গার্ডনার না? তুমি এখানে কোথা থেকে এলে? খুশি মনে বলল প্রায়েদ।

দরজা ঠেলে একটি তরুণ বাগানে ঢুকল। এগিয়ে এসে প্রায়েদের সঙ্গে করমর্দন করল। তরুণটির হাসি-খুশি মেজাজ। চেহারাটি ভারি সুন্দর। পরণে ফিটফাট পোশাক। তবে তাকে কেমন বেকার ভবঘুরে বলে মনে হয়। বয়স সবে কুড়ি পেরিয়েছে হয়ত। মোলায়েম কণ্ঠস্বর। চাল-চলনে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। তার কাঁধে একটা হালকা স্পোর্টিং-রাইফেল ঝোলানো।

বাবার কাছে আছি এখানে। জবাব দিল তরুণ।

কে? তোমার রোমান বাবা? প্রায়েদ বলল।

হ্যাঁ। তিনি এখানে গীর্জায় বৃত্তিভোগী প্রধান যাজক। খরচ বাঁচানোর জন্য এই শরৎকালটা আমার পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে বাস করছি। জুলাই মাসটায় দারুণ অর্থ সঙ্কটে পড়েছিলাম। আমার রোমান বাবাকে আমার দেনা শোধ করতে হয়েছে। ফলে এখন তাঁর পকেট একদম ফাঁকা, আমারও তাই। তুমি এদিকে এসেছ কেন? এ বাড়ীর লোকজনদের তুমি চেন না-কি?

জানি। মিস্ ভিভি ওয়ারেন নামে একটি তরুণীর সঙ্গে আজ সারাটা দিন কাটাতে এসেছি।

তরুণ ফ্রাঙ্ক গার্ডনার খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল—কি ? ভিভিকে তুমি চেন ? ভারি আমুদে মেয়ে, তাই না ?

ওর উৎসাহ দেখে হাসল প্রায়েদ।

কাঁধ থেকে রাইফেলটা নামিয়ে ফ্রাঙ্ক আবার বলল—ভিভিকে রাইফেল ছুঁড়তে শেখাচ্ছি। তুমি ওকে জান শুনে দারুণ আনন্দ হচ্ছে। ঠিক তোমার মতন লোকের সঙ্গে ওর পরিচয় থাকা উচিত। তোমাকে এখানে দেখে দারুণ খুশি হচ্ছি, প্রায়েদ।

কথা বলছিল না যেন গান গাইছিল ফ্রাঙ্ক এমন আনন্দিত সে।

এবার প্রায়েদ বলল—জান, আমি ওর মায়ের অনেক দিনের বন্ধু ! নিজের মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন বলে শ্রীমতী ওয়ারেন আমাকে এখানে আনিয়েছেন।

ভিভির মা ! তিনি এখানে এসেছেন না-কি ?

হাঁ। ভিতরে চায়ের ব্যবস্থা করছেন।

বাড়ীর ভিতর থেকে শ্রীমতী ওয়ারেনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—

প্রা···আ···দি···ই···ই ! চা-কেক জুড়িয়ে যাচ্ছে।

হাঁ। এখুনি যাচ্ছি। এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি। জবাব দিল প্রায়েদ।

কি ? কে ? জানতে চাইলেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

এবার গলা চড়িয়ে জবাব দিল প্রায়েদ—আমার এক বন্ধু।

ওকেও ভিতরে ডেকে আন।

ঠিক আছে। তারপর ফ্রাঙ্কের দিকে ঘুরে বলল প্রায়েদ—কি ? নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না-কি ?

ফ্রাঙ্কের মনে সন্দেহ, ব্যাপারটা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে মজা পাচ্ছে এমন একটা আকস্মিক ঘটনায়। ভিভির মা এসেছেন এ বাড়ীতে ? তাকে চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করছেন ? খুব আনন্দ ত !

জানতে চাইল ফ্রাঙ্ক—এই ভিভির মায়ের কণ্ঠস্বর বুঝি ?

হাঁ।

কি মজা ! তোমার কি মনে হয়, আমাকে উনি পছন্দ করবেন ?

তুমি সকলের মন কেড়ে নাও, এখানেও মন কেড়ে নিতে পারবে এতে সন্দেহের কিছু নেই। ভিতরে এসে একবার চেষ্টা করে দেখ। বলতে বলতে প্রায়েদ হাঁটতে শুরু করল।

ফ্রাঙ্ক সহসা গম্ভীরভাবে বলে উঠল—একটু দাঁড়াও ত ! তোমাকে একটা কথা বলব।

দোহাই ফ্রাঙ্ক, বলো না। তোমার মাথায় বুঝি আর একটা নতুন খেয়াল চেপেছে, সেই বেড়হিলের ভাঁটিখানার মেয়েটার মতো !

না, না। এটা তার চেয়েও অনেক গুরুতর ব্যাপার। ভিভির সঙ্গে তোমার আজই প্রথম পরিচয় হল, তাই বললে না ?

হাঁ।

ফ্রাঙ্ক দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল—তাহলে ভিভি যে কি ধরনের মেয়ে তা' তুমি ভাবতেই পারছ না ! এমন চরিত্র ! এমন বুদ্ধি-বিবেচনা ! আর কি ভয়ানক চালাক ও, কি বলব তোমায় প্রায়েদ ! এবং ··আমাকে বলতে হবে ?···ও আমাকে ভালবাসে।

এমন সময় জানালা দিয়ে মাথা বার করে বাগানের দিকে তাকালেন ক্রফট্স্। তাঁর মুখে-চোখে বিরক্তির চিহ্ন ! বললেন—প্রায়েদ, কি করছ ওখানে ? ভিতরে এস।

জানালা থেকে সরে গেলেন ক্রফট্স্।

ক্রফট্সের উপর নজর পড়েছিল ফ্রাঙ্কের। বললে—আরে ! কুকুরের প্রদর্শনীতে পাঠালে নির্ঘাৎ এ পুরস্কার পেত ! লোকটা কে ?

প্রায়েদ মনে মনে দুঃখিত হল। বলল—ও হচ্ছে স্যার জর্জ ক্রফট্স্। শ্রীমতী ওয়ারেনের একজন পুরনো বন্ধু। চল, এবার আমাদের বাড়ীর মধ্যে যাওয়াই ভাল।

ওরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে দেউড়ির কাছে পৌছেছে এমন সময়

দরজার ওপাশ থেকে ডাক শুনল। ঘুরে দাঁড়াতেই ওদের নজরে পড়ল একজন পাদরী দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তায়।

ফ্রাঙ্ক! পাদরী আবার ডাকলেন।

পাদরীর দিকে ফিরে ফ্রাঙ্ক বলল—আসছি এখুনি!

তারপর প্রায়েদকে বলল ফ্রাঙ্ক—দেখ আমার রোমান বাবা ডাকছে। তুমি বরং ভিতরে যাও। আমি একটু পরে যাব।

ঠিক আছে! প্রায়েদ বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

দরজার উপর হাত রেখে পাদরী ওপাশে দাঁড়িয়েছিল। রেভারেণ্ড স্যামুয়েল গার্ডনার সরকারের অনুমোদিত এখানকার গীর্জার ধনী পাদরী···অনেক সম্পত্তির মালিক। বয়স্ পঞ্চাশের কাছাকাছি···খুব জাঁদরেল লোক নন। তবে খুব হম্বি-তম্বি, তর্জন-গর্জন করে নিজেকে জাহির করতে চান। বাপ হিসাবে বা পাদরী হিসাবে নিজের গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে প্রাপ্য সম্মান কথায় কথায় হারিয়ে বসেন।

ফ্রাঙ্ক দরজা খুলে এগিয়ে গেল।

পাদরী বললেন—এখানে কারা তোমার বন্ধু জানতে পারি কি?

এরা বেশ ভাল লোক, ভিতরে আসুন।

না বাপু! যতক্ষণ না জানতে পারছি বাগানখানা কার ততক্ষণ ভিতরে যাব না।

ঠিক আছে। এটা মিস্ ওয়ারেনের বাড়ী।

কই এখানে আসার পর তাঁকে ত কখনো গীর্জায় দেখিনি।

নিশ্চয় দেখতে পাবেন না। মিস্ ওয়ারেন তৃতীয় র‍্যাংলার। একজন বুদ্ধিজীবী তরুণী। আপনার চেয়েও বেশি ডিগ্রী লাভ করেছে। কাজেই সে কেন আপনার উপদেশ শুনতে যাবে?

বাপু হে এত অসম্মান করে কথা বল না।

ফ্রাঙ্ক দরজা খুলে ধরল এবং বিনা ভূমিকায় বাবার হাত ধরে ভিতরে টেনে এনে বলল—এতে কিছু এসে যাবে না। আমাদের কথা কেউ শুনছে না এখানে। তার সঙ্গে আমি আপনার পরিচয় করিয়ে

দেব। বাবা, গত জুলাই মাসে আপনি আমাকে যা' বলেছিলেন তা' মনে আছে কি আপনার ?

রেভারেণ্ড ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। বেকার ছেলেটা দিন দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে। বাপ বলে তাঁকে এতটুকু শ্রদ্ধা করে না। কুসঙ্গী আর জুয়া খেলায় সময় কাটায়। এখন তীব্রকণ্ঠে বললেন—মনে আছে বৈ কি ! বলেছিলাম কুঁড়েমি আর ফাজলামি ছেড়ে কোন ভদ্র কাজে ঢুকে পড়, নিজের খরচ নিজে চালাও, আর আমার ঘাড় ভেঙ্গ না।

না, এসব আপনি পরে ভেবেছিলেন। আসলে আপনি তখন যা' বলেছিলেন তা' হচ্ছে যে, আমার মাথাও নেই, টাকাও নেই। আছে কেবল সুন্দর চেহারা। কাজেই এই সুন্দর চেহারাটা কাজে লাগিয়ে, এই দুটো আছে এমন একটা মেয়েকে আমার বিয়ে করা উচিৎ। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, মিস ওয়ারেনের মাথা আছে।

মাথাই কিন্তু সব কিছু নয়। বললেন রেভারেণ্ড।

নিশ্চয় তা' নয়। টাকাও প্রয়োজন…।

ছেলের কথায় মাঝখানে বাধা দিলেন রেভারেণ্ড। বললেন—আমি কিন্তু টাকার কথা ভাবছি না। ভাবছি আরো বড় জিনিস, তা, হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা।

ফ্রাঙ্ক মনে মনে হাসল রেভারেণ্ডের কথা শুনে। বুড়োদের এই এক দোষ ! মানুষকে ওরা বিচার করে তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী। দেহ-সৌন্দর্য, শিক্ষা আর মেধা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। অর্থ ? হাঁ, অর্থের কথাও তারা ভাবে তবে তা' গৌণ ! ওদের ধারণা সামাজিক প্রতিষ্ঠা থাকলে অর্থ অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব। তাই অতি সহজেই রেভারেণ্ড বলছে যে, মেধাই সবকিছু নয়।

ফ্রাঙ্ক হেসে বলল—সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য আমার মাথা ব্যথা নেই।

কিন্তু বাপু হে, আমার আছে।

কেউ বলছে না ত যে, ওকে আপনি বিয়ে করুন। মেয়েটা

কেমব্রিজ থেকে সব সেরা ডিগ্রি লাভ করেছে। এবং মনে হয় তার হাতে প্রয়োজনীয় অর্থও আছে যথেষ্ট।

ছেলের কথা শুনে রেভারেণ্ডের মনে ঠাট্টা করার ইচ্ছা হল।

বললেন—তোমার যত টাকা দরকার তা' ওর হাতে আছে কি-না আমার যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে।

থামুন। আমি এমন কিছু বাজে খরচ করি না। শান্ত-শিষ্টভাবেই ত থাকি। মদও খাই না, বেশি জুয়াও খেলি না। আমার বয়সে আপনি যত টাকা বকামি করে নষ্ট করেছেন, আমি ত তা' করিনি।

এবার ছেলেকে ধমক দিলেন রেভারেণ্ড। কিন্তু তর্জন-গর্জনই সার। বললেন—থাম বলছি।

থামবার সামান্য লক্ষণও প্রকাশ পেল না ফ্রাঙ্কের আচরণে। যেন বাপকে সে কথার জালে আটকেছে। নিজেকে বৃদ্ধ যতই সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সৎ চরিত্র বলে জাহির করুক আসলে সে কিন্তু তা' নয়। তার রেভারেণ্ড পিতার অতীত তার জানা—বকামি করে বৃদ্ধ তার তরুণ বয়স কাটিয়েছে। এখন ক্ষমতা হারিয়ে নিজেকে খুব সাধু বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছে। বাপের এই চরিত্র কিছুতেই সমর্থন করতে রাজী নয় ফ্রাঙ্ক। এ ত ভণ্ডামির নামান্তর!

তাই ফ্রাঙ্ক বলল—সেই ভাঁটিখানার মেয়েটাকে নিয়ে যখন আমি ফ্যাসাদে পড়েছিলাম তখন আপনি নিজেই ত নিজের কথা আমাকে বলেছিলেন। বলেছিলেন যে, এক স্ত্রীলোককে আপনি তরুণ বয়সে এক গাদা চিঠি লিখেছিলেন। পরে সেই চিঠিগুলো তার কাছ থেকে ফেরৎ নিয়ে তাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড দিতে চেয়েছিলেন।

ছেলের ধৃষ্টতা ভীত করে তুলল রেভারেণ্ডকে। তিনি বললেন—দোহাই থাম, ফ্রাঙ্ক!

তারপর চারধারে নজর চালিয়ে দেখলেন রেভারেণ্ড। না, তাঁদের ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। ওরা বাড়ীর মধ্যে। জানলার ধারেও

কেউ নেই। কারো কানে যায়নি ফ্রাঙ্কের এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা। তার মনে সাহস ফিরে এল। না, ছেলেটাকে ধমক দিতেই হবে।

ফ্রাঙ্ক কিন্তু নীরব। সে বাপের মানসিক উদ্বেগ দেখে মনে মনে খুশি।

রেভারেণ্ড নরম গলায় বললেন—তোমার ভালর জন্যই আমার জীবনের গোপন কথা তোমার কাছে বিশ্বাস করে বলেছিলাম, ভেবে-ছিলাম তোমার শিক্ষা হবে, এমন কাজ করে তোমাকে সারা জীবন অনুতাপের জ্বালা ভোগ করতে হবে না। বাপু হে, বাপের ভুল দেখে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং এটাকে একটা ওজর হিসেবে নিও না।

বাবা, ডিউক অফ ওয়েলিংডনের চিঠির কাহিনী শুনেছেন কি ?

না, বাপু। শুনিনি। শুনতেও চাই না।

ফ্রাঙ্ক ধীরে ধীরে বলতে লাগল—সেই লৌহ-মানব ডিউক কিন্তু পঞ্চাশ পাউণ্ড জলে ফেলতে রাজী হননী। তিনি শুধু লিখেছিলেন, প্রিয়া জেনি, চিঠিগুলো প্রকাশ করো এবং উচ্ছন্নে যাও। ইতি প্রেমমুগ্ধ তোমার ওয়েলিংডন। আপনারও তাই করা উচিৎ ছিল।

ছেলের কথায় মনে আরো বেশি আঘাত পেলেন রেভারেণ্ড। বললেন—দেখ ফ্রাঙ্ক, যখন আমি সেই চিঠিগুলো লিখেছিলাম তখন আমি সেই রমণীর দ্বারা প্রফাবিত, আর যখন সেই চিঠিগুলোর কথা তোমাকে বলেছিলাম তখন, বলতে দুঃখ হচ্ছে, তুমি আমাকে প্যাচে ফেলেছ, সেদিন সেই রমণী আমাকে যে কথাগুলো লিখেছিল তা' জীবনে ভুলিনি, ভুলব না। লিখেছিল ঃ জ্ঞান শক্তি এবং শক্তি আমি বেচব না। এসব বিশ বছর আগের ঘটনা। এর মধ্যে সে কোনদিন তার শক্তি কাজে লাগায়নি অথবা এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে অসোয়াস্তিতে ফেলেনি। তুমি সেই রমণীর চেয়েও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছো।

আমাকে আপনি যেভাবে উপদেশ দিচ্ছেন তাকে কি কোনদিন সেভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন ?

মানসিক বেদনায় রেভারেণ্ডের প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। তিনি আবার চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—না তোমাকে শোধরানো যাবে না।

এতটুকু বিচলিত হল না ফ্রাঙ্ক। সে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে বলল—আজ চায়ের সময় বাড়ী ফিরব না। বলে দিও বাবা।

ঠিক তখুনি, প্রায়েদ এবং ভিভি বেরিয়ে এল ভিতর থেকে।

ভিভি জিজ্ঞাসা করল—ইনি কি তোমার বাবা, ফ্রাঙ্ক? আমি ওঁর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

নিশ্চয়। বলল ফ্রাঙ্ক। তারপর বাপের দিকে ফিরে ডাকল—বাবা, এদিকে এস। আমার বাবা, আর এই মিস্ ওয়ারেন।

ভিভি দু'পা এগিয়ে গিয়ে রেভারেণ্ডের সঙ্গে করমর্দন করে বলল—খুব খুশি হলাম আপনাকে এখানে দেখে মিস্টার গার্ডনার। তারপর বাড়ীর দিকে ফিরে ডাকল—মা, এখানে এস!

শ্রীমতী ওয়ারেন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং পাদরীকে দেখে চিনতে পেরে দরজার ধারে নিথর-দেহে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

এস, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি, মা! বলল ভিভি।

কিন্তু তার প্রয়োজন হল না।

শ্রীমতী ওয়ারেন বলে উঠলেন—একি স্যাম গার্ডনার না? তুমি গির্জের পাদরী হয়েছ! কখনো ভাবিনি ত! আমাদের চিনতে পারছ ত, স্যাম? এই জর্জ ক্রফট্‌স্, ওর বয়সের মতন চেহারাটাও দুগুণ ভারি হয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আমাকে মনে নেই তোমার?

শরমে রক্তি রেভারেণ্ড। বললেন—আমি ঠিক...

এবার চড়া-গলায় বলে উঠলেন শ্রীমতী ওয়ারেন—নিশ্চয় পারছ। তোমার একগাদা চিঠি এখনো আমার কাছে আছে। এই ত সেদিনও চিঠিগুলো খুলে পড়লাম।

রেভারেণ্ড বিস্ময়ে থ' হয়ে গেলেন। বললেন—মনে হয়, মিস্‌ ভাভাসুর···।

তাঁর ভুল সংশোধন করে দিলেন শ্রীমতী ওয়ারেন—চুপ! আমি শ্রীমতী ওয়ারেন! আর ওই আমার মেয়ে, ওকে তুমি দেখনি?

এমনি আকস্মিক পরিস্থিতিতে সকলেই বিস্মিত।

এখন রাত।

এ বাড়ীর বসবার ঘর। জাফরি দেওয়া জানালায় পর্দা টাঙানো। ঘরের মাঝখানে একখানা টেবিলের উপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। টেবিলের দুধারে দুখানা চেয়ার। ঘরে কেউ নেই। ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছে না।

ঘরের একদিকে দেওয়ালের ধারে আর একখানা টেবিলের উপর ভিভির পড়ার বইগুলো সাজানো। র‍্যাকের গায়ে ঠেসান দেওয়া ফ্রাঙ্কের সেপার্টিঙ রাইফেলটা, আর একদিকে দেওয়ালের পাশে একটা ড্রেসিং-টেবিল।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

তাঁর সঙ্গী ফ্রাঙ্ক।

ভিভির একখান শাল গায়ে জড়িয়ে নিয়েছেন শ্রীমতী ওয়ারেন। তিনি বড় ক্লান্ত। বাইরের ফুটফুটে জোছনা। তাঁরা সবাই বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু বেড়িয়ে একটুও খুশি হননি শ্রীমতী ওয়ারেন। বিরক্তিতে তাঁর মন ভার। তিনি মাথার টুপিটা খুললেন।

ফ্রাঙ্ক ঘরে ঢুকে নিজের মাথার টুপিটা খুলে জানালার উপর ছুঁড়ে

রাখল। মুখ দেখে তার মনের অবস্থা বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে খুব সপ্রতিভ তরুণ। মার্জিত ও ভদ্র মেজাজ। এগিয়ে গিয়ে শ্রীমতী ওয়ারেনকে গা থেকে শাল খুলতে সাহায্য করল।

শ্রীমতী ওয়ারেন বললেন—হায় ভগবান! এই অজ পাড়া-গাঁয়ে ঘুরে বেড়ানো কিংবা ঘরে বসে থাকা কোনটা যে ভাল তা' বুঝতে পারছি না। এখন এক ঢোক হুইস্কি পেলে ভাল লাগত···কিন্তু জানি না এ বাড়ীতে তা' আছে কি-না!

বোধহয় ভিভির কাছে আছে! বলল ফ্রাঙ্ক।

বাজে বকো না। তার মতন মেয়ে ওসব রাখবে কেন! যাকগে, দরকার নেই। ভাবছি মেয়েটা কি করে সময় কাটায়! ভিয়েনায় আমার কাজের অন্ত থাকে না!

ফ্রাঙ্ক তাঁর গা থেকে শালখানা খুলে নেওয়ার সময় তাঁর কাঁধে চাপ দিল এবং সেখানা নিয়ে পাটে পাটে নিখুঁতভাবে ভাঁজ করল। বলল—চলুন আমার সঙ্গে তবে ভিয়েনায়।

আহা! নিয়ে যাবে আমাকে? বটে! তুমিও দেখছি একই ঝাড়ের বাঁশ।

এবার শালখানা চেয়ারের পিঠে রেখে বসল ফ্রাঙ্ক।

এবং বলে উঠল—ঠিক বাবার মতন, তাই না?

বাজে বকো না। ও সবের তুমি কি বোঝ? এইটুকু ত ছেলে তুমি! বলতে বলতে ফায়ার-প্লেসের দিকে এগিয়ে গেলেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

সত্যি বলছি আমার সঙ্গে ভিয়েনায় চলুন। দারুণ মজা করা যাবে।

ভিয়েনা তোমার জায়গা নয়। আর একটু বয়স হোক! তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন শ্রীমতী ওয়ারেন। দেখলেন ফ্রাঙ্কের মুখে কাঁদ-কাঁদ ভাব অথচ দুষ্টু-হাসির একটা ঝিলিক। ভাল লাগল। তার কাছে এগিয়ে এসে দু'হাতে তার মুখ তুলে ধরে আবার বললেন—দেখ,

তোমার বাবাকে চিনি। আর নিজেকে তুমি যা' চেন এ' ক'ঘণ্টায় তার চেয়ে বেশি তোমায় চিনতে পেরেছি।

এবার প্রেমিকের মতন ভান করল ফ্রাঙ্ক। তরল কণ্ঠে বলল—আমি বড় নিরুপায় শ্রীমতী ওয়ারেন। এটা আমাদের বংশের ধারা!

মনে মনে খুশি হলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। যেন নিজের বয়সের কথা বারেকের জন্য বিস্মৃত হলেন। তাই ফ্রাঙ্কের কান দু'টো মৃদু স্পর্শে মলে দিয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালেন। কি সুন্দর তারুণ্য-ভরা একখানা মুখ! মুহূর্তের জন্য কাম-লালসায় লোভার্ত হলেন শ্রীমতী। নীচু হয়ে ফ্রাঙ্কের মুখে চুমু খেলেন। তারপর তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতন দূরে ঘরের আর এক দিকে সরে গেলেন।

নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হলেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

এ কি গভীর দুর্বলতা! বড় লজ্জাকর!

বললেন—না, এমনটা করা আমার উচিৎ হয়নি। আমি একেবারে বদ হয়ে গেছি। আমার সম্পর্কে কোন বাজে ধারণা করো না, খোকা। মনে করো এটা মায়ের চুম্বন। এখন ভিভির সঙ্গে প্রেম করো গিয়ে।

যেন নিজের বদ-কাজের একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এতগুলো কথা বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন। এই দোষ তাঁর···এখনো এই বয়সে সুন্দর তরুণকে দেখলে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেন না। অথচ বয়স ত হল! জীবনভোর কত ত পুরুষ দেখেছেন! বলতে গেলে অজস্র পুরুষের কাম-লালসায় ভরপুর হয়ে আছে তাঁর দেহ-মন। কত ভালবাসার অভিনয় করেছেন···বিলিয়েছেন ভালবাসা। আর তারই মধ্য দিয়ে নিজের কাম-প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করেছেন। ভালবাসা তাঁর জীবিকা. আর অনুপম দেহ মূলধন।

তাই ত করি! জবাব দিল ফ্রাঙ্ক।

এমন অকুণ্ঠ সত্যবাদিতা শ্রীমতী ওয়ারেনের কানে বাজল। কি বলল ছোকরা? ভিভির সঙ্গে সে প্রেম করে? মানে তাকে ভালবাসে? মন আশঙ্কায় ভরে গেল। বললেন—কি!

ভিভির সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব।

কি বলতে চাইছ? দেখ, আমি চাই না যে কোন ভবঘুরে যুবক আমার কচি মেয়ের পিছনে ঘুরঘুর করুক। বুঝেছ? এ আমি কিছুতে সহ্য করব না।

ফ্রাঙ্ক কিন্তু একটুও বিচলিত হল না। বরং বেশ খুশি-খুশি ভাব নিয়ে বলল—দেখুন আপনি ভয় পাবেন না শ্রীমতী ওয়ারেন। আমার উদ্দেশ্য সাধু, খুবই সাধু। আর আপনার মেয়ে একেবারে খুকি নয়, নিজেকে ঠিক রাখার ক্ষমতা তার আছে। আমার ত মনে হয় মেয়ের চেয়ে মেয়ের মায়ের দেখাশুনা করা এখন বেশি প্রয়োজন। তার ওপর আপনি জানেন যে, আপনার মেয়ে আপনার মতন সুন্দরী নয়।

এসব কথা শুনে শ্রীমতীর মনে বিস্ময় সীমা ছাড়াল। নারী মন ত! নিজের রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা পুরুষের মুখে শুনলেই আপনা থেকেই মনে খুশির ঝড় বয়। এমন কি রূপের তুলনায় নিজের মেয়েকেও পরাভূত করতে ভাল লাগে। তাই বললেন—তোমার বেশ সাহস আছে দেখছি! এমন সাহস পেলে কোথা থেকে? বাপের কাছ থেকে নয় বোধ হয়।

ফ্রাঙ্ক দুষ্টুমিভরা মিষ্টি হাসি হাসল শুধু।

বাইরে থেকে ভারি পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। এবার ওরা ফিরে আসছে।

চুপ! ওরা ফিরছে। ওদের সামনে এসব বল না, সাবধান করে দিলাম।

রেভারেণ্ড স্যাম গার্ডনার বাগানে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে স্যার জর্জ ক্রফট্‌স্। সারা বাগানে জোছনা-মিষ্টি-রূপোলি আলোর বন্যা। দূরে ধূসর পাহাড়ের শায়িত দেহ। এই আলোর বন্যায় বাড়ীখানাকে স্বপ্ন-বাসর মনে হচ্ছিল।

দু'জনে কোন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন।

ক্রফট্‌স্ বললেন—ভবঘুরে জিপসীরা মনে হচ্ছে, তাই না?

রেভারেণ্ড জবাব দিলেন—বনের দিকটা আরো খারাপ।

ফ্রাঙ্ক কিছু বলার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছিল, শ্রীমতী তাকে ধমক দিলেন—চুপ করে বসে থাক। তোমাকে সাবধান করে দিয়েছি।

বাগানের দিক দিয়ে রেভারেণ্ড এবং ক্রফট্‌স্ ঘরে প্রবেশ করলেন।

রেভারেণ্ড তখনো কথা বলছিলেন—দেখ, উইনচেস্টার বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদান আরো শোচনীয় ব্যাপার।

ওদের দু'জনকে শুধু ঘরে ঢুকতে দেখে শ্রীমতী আশঙ্কিত হলেন। শুধালেন—কি ব্যাপার? কি হয়েছিল তোমাদের? প্রাদি এবং ভিভি কোথায়?

ক্রফট্‌স্ চিমনীর কোণায় লাঠিখানা ঠেসান দিয়ে রাখলেন। টুপিটা রাখলেন বেঞ্চির উপর। তারপর বেঞ্চির উপর পা তুলে বসে বললেন—ওরা দু'জনে পাহাড়ের দিকে গেছে। আর আমরা গিয়েছিলাম গ্রামের ওদিকে। একটু মদপান না করে আর হাঁটতে পারছিলাম না।

ওদের এভাবে আমাকে কিছু না বলে যাওয়া ঠিক হয়নি। শ্রীমতী ওয়ারেন বেশ শঙ্কিত-কণ্ঠে বললেন। তাঁর নজরে পড়ল রেভারেণ্ড দাঁড়িয়ে আছেন···ঘরে আর বসবার চেয়ার নেই। ফ্রাঙ্ককে বললেন—তোমার বাবাকে ও-ঘর থেকে একখানা চেয়ার এনে দাও। তুমি কি একটু ভদ্রতা শেখ নি?

ফ্রাঙ্ক লাফিয়ে উঠে নিজের চেয়ারখানা বাবাকে বসতে দিল এবং নিজে আর একখানা চেয়ার এনে টেবিলের ধার ঘেঁসে বসল। তার বামদিকে শ্রীমতী ওয়ারেনের এবং ডানদিকে রেভারেণ্ডের চেয়ার।

এক সময় শ্রীমতী বলে উঠলেন—জর্জ, আজ রাতে কোথায় থাকবে ঠিক করেছ? এ বাড়ীতে ত থাকবার জায়গা নেই। আর প্রাদি-ই বা কি করবে?

সরু গলায় জবাব দিলেন ক্রফট্‌স্—গার্ডনার তার বাড়ীতে আমাকে থাকতে দেবে বলেছে।

ঠিক, নিজের কথা ভাবতে তোমার ভুল হয় না কিন্তু প্রাদি কি করবে?

ক্রফট্‌স্ আবার জবাব দিলেন—জানি না। তবে ও সরাইখানায় জায়গা পেতে পারে।

রেভারেণ্ডকে উদ্দেশ্য করে শ্রীমতী বললেন—স্যাম, তোমার ওখানে প্রাদিকে আজ রাতের মতন একটু থাকতে দিতে পার না?

এমন একটা প্রস্তাব উঠবে তা যেন রেভারেণ্ড ভাবতেই পারেন নি। তাই আমতা আমতা করে বললেন—এখানকার গীর্জার অধ্যক্ষ হলেও স্বাধীনভাবে আমার কোন কাজ করার অধিকার নেই। আচ্ছা, মিস্টার প্রায়েদের সামাজিক পদ-মর্যাদা কি?

আহা! সেদিক দিয়ে কোন ভয় নেই। ও একজন বাস্তুকার। আচ্ছা স্যাম, তুমি এখনো সেই গোঁড়া কুয়োর-ব্যাঙটি হয়ে আছ। মিষ্টি সুরে ধমক দিলেন শ্রীমতী।

অনেকক্ষণ থেকে কথা বলার জন্য ফ্রাঙ্ক অস্থির হয়ে উঠেছিল। একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। সে বিদ্যুৎগতিতে শ্রীমতী ওয়ারেনের দিকে ফিরে চোখ টিপল। ইঙ্গিত করল। তারপর বাপের দিকে ফিরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল—ঠিক আছে বাবা। উনি ডিউকের জন্য একখানা বিশাল অট্টালিকা ওয়েলসে বানিয়েছেন। তার নাম 'কার্ণার ভন কাস্‌ল'। তুমি নিশ্চয় সেই কাস্‌লের নাম শুনেছ।

রেভারেণ্ড এবার নড়েচড়ে বসলেন। বললেন—তেমন হলে আমরা খুশি হয়ে তাঁকে থাকবার জায়গা দেব। মনে হয়, ডিউককেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন।

তাড়াতাড়ি জবাব দিল ফ্রাঙ্ক—নিশ্চয়। খুব ঘনিষ্ঠভাবেই চেনেন। ওঁকে জরজিনার পুরনো ঘরখানা দেওয়া যেতে পারে।

ঠিক আছে, তাই হবে। এবার ওরা যদি এখুনি ফিরে আসে তবে আমরা রাতের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফেলতে পারি। এই অন্ধকারে এভাবে ওদের বাইরে থাকার কোন অধিকার নেই।

ক্রফট্‌স্ তীব্রকণ্ঠে বললেন—ওরা তোমার কি ক্ষতি করছে, শুনি?

ক্ষতি হোক বা না হোক, আমি এটা পছন্দ করি না।

ফ্রাঙ্ক বলল—ওদের জন্য আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, শ্রীমতী ওয়ারেন। প্রায়েদ যতক্ষণ খুশি বাইরে থাকতে চাইবেই। আমার ভিভিকে নিয়ে গ্রীষ্মের জোছনা-রাতে খোলা মাঠে ঘুরে বেড়ানো যে কত আনন্দকর তা'ত সে জানত না।

বিরক্তি ও শঙ্কায় সোজা হয়ে বসলেন ক্রফট্‌স্। বললেন—তুমি তাহলে জান!

রেভারেণ্ডও বিরক্তিতে সচকিত হল। তার মতন পেশার মানুষের এমন ধরনের আচরণ একেবারেই শোভন নয়। আমার ভিভি! বটে ছেলেটা তাহলে এ জন্যেই মেয়েটার পিছনে ঘুরঘুর করছে। অজানা আশঙ্কায় তাঁর মন ভরে গেল। এমন ইচ্ছার ভূতটাকে ছেলেটার মাথা থেকে তাড়াতেই হবে। তাই বেশ ভারিক্কি গলায় বললেন—দেখ ফ্রাঙ্ক, ওসব চিন্তা করো না। কথাটা শেষবারের মতন তোমায় বলে দিচ্ছি। তাছাড়া শ্রীমতী ওয়ারেনকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, এ একেবারে অসম্ভব!

ক্রফট্‌স্ও সায় দিলেন—হাঁ, এ অসম্ভব।

শান্তকণ্ঠে ফ্রাঙ্ক জানতে চাইল—তাই না-কি, শ্রীমতী ওয়ারেন?

চিন্তিত শ্রীমতী ওয়ারেন। তিনি সোজাসুজি ফ্রাঙ্কের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। জবাব এড়িয়ে গেলেন। এবং রেভারেণ্ডকে উদ্দেশ করে বললেন—আচ্ছা, স্যাম, আমি কিছু জানি না। যদি মেয়েটা বিয়ে করতেই চায় তবে তাকে বিয়ে না-দিয়ে রাখাটা ত ভাল হবে না।

এবার অবাক হওয়ার পালা রেভারেণ্ডের। বললেন—বলছ কি! আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে!...তোমার মেয়ের বিয়ে হবে আমার ছেলের সঙ্গে! জেনে রাখ, এটা অসম্ভব।

ক্রফট্‌স্ আবার সায় দিলেন—নিশ্চয় এটা অসম্ভব। কিটি, বোকামী করো না!

কি! এত সামাজিক মর্যাদার দম্ভ। আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে হতে পারে না! শ্রীমতী ওয়ারেনের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। বললেন—কেন নয়? আমার মেয়ে কি তোমার ছেলের উপযুক্ত নয়?

কিন্তু তুমি নির্ঘাৎ কারণটা জান, শ্রীমতী ওয়ারেন···। বলতে বলতে রেভারেণ্ড থামলেন।

এবার বিরক্ত হলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। উদ্ধত কণ্ঠে বললেন—কারণ জানি না, বাপু! তবে তোমার জানা থাকলে তা'তোমার ছেলেকে বলো, কিংবা বলো আমার মেয়েকে। আর না হয় গীর্জেয় গিয়ে বলো। তোমার মর্জি যা চাইবে তাই করো।

অসহায়ভাবে যেন নিজের চেয়ারে ভেঙ্গে পড়লেন রেভারেণ্ড। কিটি সব জেনেও কিছু বুঝতে চাইছে না। জেদ ধরছে। অথচ সব কথা খুলে বলাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বললেন—তুমি ত ভাল ভাবেই জান, কিটি, কারণটা আমি কারো কাছে খুলে বলতে পারি না। কিন্তু কারণ আছে এ কথা আমার ছেলেকে বললে সে নিশ্চয় আমার কথা বিশ্বাস করবে।

ঠিক বলেছ, বাবা, কিন্তু তোমার কারণ শুনিয়ে কখনো তোমার ছেলের জীবনকে প্রভাবিত করতে পেরেছ?

ক্রফট্‌স্ সহসা উঠে দাঁড়ালেন। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—না, তুমি ওকে বিয়ে করতে পারবে না। ব্যাস! এটাই চরম কথা। তারপর এগিয়ে গিয়ে আগুনের চুল্লির দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। দারুণ বিরক্তিতে তাঁর ভূরু দু'টো কুঁচকে গেল।

বিদ্যুৎগতিতে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে শ্রীমতী ওয়ারেন তীব্রকণ্ঠে বললেন—এ ব্যাপারে তুমি নাক গলাচ্ছ কেন, বল?

অতি মধুর কণ্ঠে ফ্রাঙ্ক বলল—ঠিক এই কথাটাই আমি মধুর কণ্ঠে বলতে যাচ্ছিলাম।

শ্রীমতী ওয়ারেনকে উদ্দেশ করে বললেন ক্রফট্‌স্‌—মনে হয়, তুমি নিশ্চয় বয়সে ছোট এমন কোন ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবে না। অথবা যে-ছেলে কোন রকম রোজগার করে না কিংবা তোমার মেয়ের খরচ চালাতে পারবে না এমন কারো হাতে তোমার মেয়েকে দেবে না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়ত স্যামকে জিজ্ঞাসা করো। স্যাম, কত টাকা তুমি ছেলেকে দেবে ?

আর এক পয়সাও দেব না। আমার দেওয়া টাকা-পয়সা সে গত জুলাই মাসে উড়িয়ে দিয়েছে।

গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হল শ্রীমতী ওয়ারেনের মন।

ক্রফট্‌স্‌ এতক্ষণ শ্রীমতীর উপর নজর রাখছিলেন। এবার এসে আবার বেঞ্চির উপর পা তুলে বসলেন। তাঁর মনে ভাবখানা এমন যেন সব কিছু চুকে-বুকে গেছে। তাই এক সময় বললেন—তাই ত তোমায় বলছি!

ফ্রাঙ্ক করুণস্বরে বলল—এ ত দারুণ ব্যবসায়ীর মতন কথাবার্তা হচ্ছে। শ্রীমতী ওয়ারেন কি অর্থের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন? আমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসি···।

শ্রীমতী ওয়ারেন জবাব দিলেন—ধন্যবাদ! তোমার এই প্রেম-ট্রেম বড় সস্তার জিনিস বাপু। তোমার যদি বউ পোষবার ক্ষমতা না থাকে এটা ঠিক যে, ভিভিকে তুমি বিয়ে করতে পারবে না।

মনে মনে আনন্দিত হয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক। বলল—আপনি কি বলছেন, বাবা ?

আমি শ্রীমতী ওয়ারেনের সঙ্গে একমত। জবাব দিলেন রেভারেণ্ড।

এবং সদাশয় বৃদ্ধ ক্রফট্‌স্‌ ত আগেই তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। এমন ভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করল ফ্রাঙ্ক যে, প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে রসিকতা ঝরে পড়ল।

দারুণ রেগে গেলেন ক্রফট্স্। তার দিকে ফিরে ধমক দিলেন—দেখ ছোকরা, তোমার এসব রসিকতা আমি বরদাস্ত করব না।

ফ্রাঙ্ক ঠেস্ দিয়ে আবার বলল—দেখুন ক্রফট্স্ সাহেব, আপনাকে তাক্ লাগিয়ে দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। তবে একটু আগে বাপের মতন গম্ভীর গলায় আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। মানুষের একটা বাপ-ই যথেষ্ট, ধন্যবাদ।

রেখে দাও তোমার ওসব কথা! ঘৃণায় ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন ক্রফট্স্। ছেলেটা একেবারে ইঁচড়েপাকা। একদম বয়ে গেছে! রেভারেণ্ড ছেলেটাকে মানুষ করতে পারেন নি। সহবৎ শেখে নি। বয়স্কদের সঙ্গে যে সমীহ করে কথা বলতে হয় সেটুকু জ্ঞান ওর নেই। অসহ্য!

ফ্রাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার মনেও উত্তেজনার আঁচ লেগেছে। এই কুকুরমুখো লোকটা তাকে মেজাজ দেখাচ্ছে! ভিভিকে সে ভালবাসে আর ভিভিও তাকে ভালবাসে···তবে সে কেন ভয় পাবে এই লোকটাকে? মনের রাগ চেপে ফ্রাঙ্ক বলল—শ্রীমতী ওয়ারেন, আপনার মুখ চেয়েও আমি আমার ভিভিকে ত্যাগ করতে পারব না।

একেবারে হতচ্ছাড়া একটা ছোকরা! বিড় বিড় করে আওড়ালেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

ফ্রাঙ্কের কথা কিন্তু শেষ হয় নি তখনও, সে বলতে লাগল—জানি, ভবিষ্যতের অনেক রঙীন ছবি আপনারা ভিভির সামনে তুলে ধরবেন। আমিও তাই আমার কথাটা তাকে জানাতে আর দেরী করব না।

সকলে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওদের কাউকে গ্রাহ্যই করল না ফ্রাঙ্ক। ভিভিকে সে ভালবাসে, তার ভালবাসার মধ্যে এতটুকু খাদ নেই কোথাও। তার বয়স কম, সে বেকার···শুধু এই অজুহাতে তারা তার ভালবাসার অসম্মান করছে। ওদের অসম্মানের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। তাই তার মনে খুশির

ছোঁওয়া। সে গুন গুন করে একটা কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। হয় সে তার ভাগ্যকে বড় ভয় করে, আর না হয় তার শক্তি বড় স্বল্প। সব পাওয়ার জন্য যে সব কিছু পণ করে লড়াই করতে ভয় পায় অথবা সে ডুবে যায় রসাতলে।

বাগানের দিকের দরজাটা খুলে গেল।

গ্রীষ্মের রাত···চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে জোছনার রূপোলি আলোর ঝরনা।

ভিভি ঘরে ঢুকল। সঙ্গে প্রায়েদ। দু'জনের মনে খুশির ঝড় বইছে। মুক্ত-প্রকৃতির বুকে কয়েকটা আনন্দ-ঘন-মুহূর্ত ওরা কাটিয়ে এসেছে। উপভোগ করেছে অনাবিল রূপময়ী প্রকৃতির সঙ্গ-সুখ··· সেই অপার আনন্দের স্পর্শলাভ করেছে ওরা মনে-প্রাণে, দু'জনের আচরণ তাই গেছে বদলে।

প্রায়েদ এগিয়ে গিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের উপর মাথার টুপিটা খুলে রাখল। ঘরের চারধারে একবার নজর বুলোল। বাড়তি চেয়ার আর ঘরে নেই। বেঞ্চির উপর পা তুলে বসেছিলেন ক্রফট্‌স্··· প্রায়েদকে বসবার জায়গা দেওয়ার জন্য তিনি পা নামালেন।

বেঞ্চিতে ক্রফট্‌সের পাশে বসল প্রায়েদ।

শ্রীমতী ওয়ারেনের শান্ত আচরণ এবার অশান্ত হয়ে উঠল। তাঁকে না জানিয়ে মেয়েটা এত রাত পর্যন্ত বাইরে ঘুরে এল। তার উপর এই বাউণ্ডুলে ছেলেটাকে তাঁর মেয়ে নাই দিচ্ছে। ছেলেটা আবার আবদার ধরেছে যে, ভিভিকে সে বিয়ে করবে। এমন অসঙ্গত আবদার শুনলে কোন মায়ের মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে? ঝগড়া করার জন্য তাঁর মন মুখিয়ে উঠল।

বললেন—এতক্ষণ কোথায় ছিলে, ভিভি?

মাথার টুপিটা খুলে ভিভি অগোছালভাবে এক কোণে টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জবাব দিল—পাহাড়ে।

আমাকে না জানিয়ে তুমি এমনিভাবে চলে গেলে। তোমার কি হল না হল তা' আমি কি করে জানব? এবং তার উপর রাত নামছে।

মায়ের কথায় কান না দিয়ে ভিভি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। বলল—এবার খেয়ে নাও সবাই তাহলে?

শ্রীমতী ওয়ারেন ছাড়া আর সবাই আসন ছেড়ে উঠে পড়ল।

ভিভি আবার বলল—মনে হচ্ছে, এখানে সকলের জায়গা হবে না।

তখনও শ্রীমতী ওয়ারেনের মেজাজ শান্ত হয় নি। তিক্ত কণ্ঠে বললেন—আমি কি বলেছি তা শুনতে পেয়েছ, ভিভি?

সকলের একসঙ্গে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা কি ভাবে করবে তা'মনে মনে ভাবছিল ভিভি। ঠাণ্ডা মেজাজে জবাব দিল—হ্যাঁ, মা, শুনেছি। তারপর লোক গুনল, ছ'জনের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বসবার জায়গার মতন খেতে দেওয়ার জন্য বাসনের অভাবও রয়েছে।

তাই আবার বলল ভিভি—দেখুন, সকলকে এক সঙ্গে খেতে দেওয়া যাবে না, দুজনকে অপেক্ষা করতে হবে। শ্রীমতী এলিসনের এই বাড়ীতে চারজনকে পরিবেষণ করা যায় এমন বাসন আর ছুরি-কাঁটা আছে।

প্রায়েদ বলে উঠল—ঠিক আছে, আমার জন্য এখন ভাববেন না।

ভিভি তার কথা শুনে বলল—দেখুন মিস্টার প্রায়েদ, আপনি অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ে হেঁটেছেন, নিশ্চয় আপনার ক্ষিধে পেয়েছে। আপনাকে এখুনি খেতে বসতে হবে। আমি নিজে অপেক্ষা করব। আমার সঙ্গী হিসাবে আর একজনকে দরকার। ফ্রাঙ্ক তোমার কি খুব ক্ষিধে পেয়েছে?

জবাব দিল ফ্রাঙ্ক—একেবারেই না। ক্ষিধে বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না একদম।

ক্রফটসের দিকে ফিরে শ্রীমতী ওয়ারেন বললেন—তোমারও ত ক্ষিধে পায়নি জর্জ। তুমি অপেক্ষা করতে পার।

ওহো থাম। চায়ের পর থেকে আমার পেটে আর কিছু পড়েনি।

কেন, স্যাম একটু অপেক্ষা করতে পারে না? রেগে জবাব দিল ক্রফটস্।

তরল কণ্ঠে অমনি বলে উঠল ফ্রাঙ্ক—আমার বেচারা বাবাটাকে অনশনে রাখবেন?

ছেলের কথা বলার ঢঙ এবং কণ্ঠস্বর রেভারেণ্ডকে বিরক্ত করে তুলল।

বললেন—আমার ব্যাপারে আমাকে কথা বলতে দাও, বাপু। আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় অপেক্ষা করতে রাজী।

ভিভি রান্নাঘরের দরজা খুলল। তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। সে নিজে আর ফ্রাঙ্ক অপেক্ষা করবে। অবশিষ্ট চারজন প্রথমে খাওয়া সারবে।

শ্রীমতী ওয়ারেন ভিতরে গেলেন। অন্য তিনজন তাঁকে অনুসরণ করলেন।

এই ব্যবস্থায় প্রায়েদ সায় দিতে পারছিল না। তার মন খুঁত খুঁত করছিল। কিন্তু কি করে সে বাধা দেবে? তার স্বভাবের অমায়িকতা তার ভাব প্রকাশের পথে বড় বাধা। তাই নীরবে সে ওদের সঙ্গে রান্নাঘরে প্রবেশ করল।

রান্নাঘরের ভিতরে চারজনের বসার পক্ষে যথেষ্ট কম জায়গা।

ভিভির তা নজরে পড়ল। বলল—মিস্টার প্রায়েদ, কোণের দিকে আর একটু সর বসুন। বড্ড ঠাসাঠাসি হল। দেখবেন, আপনার কোটে যেন দেওয়ালের চূণ না লাগে। ঠিক আছে। এবার আপনারা বেশ সোয়াস্তিতে বসেছেন ত?

প্রায়েদ বলল—ধন্যবাদ। বেশ ভালভাবেই বসেছি।

শ্রীমতী ওয়ারেন বললেন—মাঝের দরজাটা খুলে রাখ ভিভি! না, বাইরে বড় ঠাণ্ডা। দরজাটা বন্ধ করেই দাও।

মায়ের কথা শুনে বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল ভিভি। মা তাকে সন্দেহ করে। তাকে কি মা কচি-খুকি মনে করেছে। সে যেন কিছুই

বোঝে না, জানে না। আশ্চর্য! কেন মা তাকে এত সন্দেহ করবে? এত বয়স পর্যন্ত ত ভিভি মা-ছাড়া, অভিভাবক-ছাড়া হয়ে পড়াশুনা করেছে, লণ্ডন শহরে থেকেছে। মায়ের মনে যদি এত সন্দেহ দানা বেঁধেছে তখন মা কেন তাকে স্বাধীনভাবে বাস করতে দিয়েছেঁ? আগল-হীন জীবনে তাকে বড় হতে দিয়েছে? তাকে ত মা সঙ্গে সঙ্গে রাখলে পারত!

ভিভি সজোরে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

তারপর বিরক্তি তিক্ত মনে নজরে পড়ল মায়ের শালখানা আর টুপিটা পড়ে আছে মেঝের উপর। সে' দুটো গুছিয়ে জানালার তাকে তুলে রাখল।

ফ্রাঙ্ক নিঃশব্দে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খুশি মনে বলল—যাক্ বাঁচা গেল! এতক্ষণে ওদের হাত থেকে রেহাই পেলাম। আচ্ছা, ভাভাস্থর, আমার বাবাকে কেমন লাগল?

ভিভির মন তখনও খাপছাড়া ভাবনায় আচ্ছন্ন, তবু গম্ভীর কণ্ঠে বলল—ওর সঙ্গে খুব কম কথা বলেছি। খুব যে একজন সক্ষম লোক হিসাবে তাঁকে মনে হল না। তেমন কাজের লোক নন উনি।

দেখ, বুড়োকে যতটা বোকা বলে মনে হয় উনি ততটা বোকা নন। এখানকার গীর্জার অধ্যক্ষ উনি, নিজের চাল বজায় রাখতে গিয়ে আরো বোকামি করে ফেলেন। তুমি হয়ত ভাবছ, আমি তাঁকে অপছন্দ করি। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ওঁর মনটা ভাল। তোমার সঙ্গে ওর কেমন বনিবনা হবে মনে হচ্ছে? ফ্রাঙ্ক প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিল।

ভিভির মন তখনও খাপছাড়া। বলল আগের মতন গম্ভীর কণ্ঠে—আমার ভবিষ্যৎ-জীবনের সঙ্গে ওঁর যে বিশেষ একটা সম্বন্ধ থাকবে এমন আমার মনে হচ্ছে না। এবং এক প্রায়েদ ছাড়া মায়ের আর কোন বন্ধুর সঙ্গেও থাকবে না কোন সম্বন্ধ।

সত্যিকথা, ভিভি?

হ্যাঁ, নিছক সত্যিকথা।

আচ্ছা, তোমার মা বেশ মজার লোক। তবে তাঁকে দেখে একটু ভয়ও হয়, হয় না? এবং ক্রফট্‌স্! ওহো, ক্রফট্‌স্! সত্যি! বলতে বলতে ভিভির পাশে এসে বসল ফ্রাঙ্ক।

কি একটা দল, ফ্রাঙ্ক!

সত্যি, ভাভাস্সুর!

মনের খাপছাড়া ভাবটুকু এখন লুপ্ত…এখন মন ভরা শুধু ঘৃণা। মায়ের উপর, মায়ের চারধারের মানুষগুলোর উপর। বলল এক সময় ভিভি—ওদের মতন যদি নিজেকে ভাবতাম…যদি ভাবতে পারতাম যে, খাওয়া-বসা ছাড়া আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই, আদর্শ নেই… নেই কোন চরিত্র…আমি শুধু একটা মেরুদণ্ড শূন্য কর্মহীন জীব, তবে আর এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ না করে ঠিক হাতের একটা ধমনী কেটে রক্ত ঝরিয়ে আত্মহত্যা করতাম।

হাসল ফ্রাঙ্ক। মেয়ে-মনের এক অন্ধ আবেগ ছাড়া এ আর কিছুই নয়। মুখে যা বলা যায় তা কি সব সময় করা যায়! একটা বিশেষ সময়ের আবেগের তাড়নায় যা বলা যায়, আবেগের অন্তে সেই কথা-গুলোকে পাগলামি বলে মনে হয়।

তাই ফ্রাঙ্ক বলল—না, কিছুতেই তা করতে না। যাদের পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন হয় না তারা কেন পরিশ্রম করবে? আহা, তাদের মতন ভাগ্য যদি আমার হত! আমি বেঁচে যেতাম! না, ওদের চাল-চলনেই আমার শুধু আপত্তি। এবং এটাই নয়, ওদের চাল-চলন একেবারে ঢিলেঢালা, সেটাতেই আমার বিরক্তি!

দেখ, ক্রফট্‌সের মতন তুমি যদি কোন কাজ-কর্ম না কর তবে ক্রফট্‌সের মতন বয়সে তোমার চাল-চলন খুব একটা ভাল হবে? জিজ্ঞাসা করল ভিভি।

ফ্রাঙ্কের কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর। আচমকা ভিভিকে জড়িয়ে ধরে তার মুখখানা দু'হাতে নিজের দিকে তুলল ফ্রাঙ্ক। বলল—হবে, আলবৎ

হবে। আমার ভিভামকে বক্তৃতা দিতে হবে না। বুঝলে, আমাকে, তোমার এই ছোকরা প্রেমিককে, শোধরানো যায় না!

এক ঝটকায় নিজেকে ফ্রাঙ্কের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিল ভিভি। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের আর একদিকে চলে গেল। বলল—যাও এখান থেকে। আজ রাতে ভিভামের মেজাজ খারাপ!

ফ্রাঙ্ক তার পিছু পিছু এগিয়ে গেল। বলল—কি নিষ্ঠুর তুমি!

মেঝেতে পা ঠুকল ভিভি। ধমক দিল—থাম! একটু গম্ভীর হও। আমিও গম্ভীর!

ভাল! এস, পাণ্ডিত্য ফলানো যাক্! মিস ওয়ারেন, আপনি কি অবগত আছেন যে, তরুণ-তরুণীদের প্রেমের ব্যাপারে উপবাসী রাখাই আধুনিক জগতের আজকের অর্ধেক অসুস্থতার কারণ। এবং এটাই চিন্তাবিদদের ধারণা। এখন, আমি···

বড় জ্বালাচ্ছ তুমি! ভিভি উঠে পড়ল।

তারপর এগিয়ে গিয়ে ভিতরের দিকে দরজাটা দিল খুলে। বলল—তোমাদের ওখানে ফ্রাঙ্কের একটু জায়গা হবে? ও খাওয়ার জন্য আমাকে জ্বালাতন করছে!

ভিতরের ঘর থেকে ছুরি-কাঁটার আর গ্লাসের টুঙ্-টাঙ্ আওয়াজ ভেসে আসছে, ···শ্রীমতী ওয়ারেন টেবিলের বাসন সরাতে সরাতে ডাকলেন—নিশ্চয়! এখানে এস! আমার পাশে জায়গা আছে। মিস্টার ফ্রাঙ্ক ভিতরে এস।

রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে ফ্রাঙ্ক বলল—ভিভামের ছোকরা প্রেমিক এর জন্য ঠিক শোধ নেবে।

শ্রীমতী ওয়ারেন আবার রান্নাঘরের ভিতর থেকে ডাকলেন—ভিভি, তুমিও এস। তুমিও ছেলেমানুষ। তোমারও নিশ্চয় ক্ষিধে পেয়েছে।

খাওয়ার পালা চুকেছে।

ক্রফট্‌স্ উঠে এসে দরজা খুলে ধরলেন।

ভিভি তাঁর পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

শ্রীমতী ওয়ারেন বেরিয়ে এলেন। তাঁর মেজাজ প্রসন্ন নয়। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—একি জর্জ, তুমি চলে এলে! তুমি ত কিছুই খেলে না। তোমার কি শরীর খারাপ?

পকেটের মধ্যে দু'হাত ভরে ক্রফট্‌স্ অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। বিষণ্ণ। সে ভারি গলায় বলল—আমি একটু মদ পান করতে চাই।

আমি কিন্তু পেট ভরে খাওয়া পছন্দ করি। কিন্তু খানিকটা ঠাণ্ডা মাংস, এক টুকরো পনীর আর লেটুসে কি হবে। বলতে বলতে শ্রীমতী ওয়ারেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে একখানা চেয়ারে অলস দেহে বসে পড়লেন।

আচ্ছা, ওই অলস কুত্তার বাচ্চাটাকে তুমি নাই দিচ্ছ কেন?

সচকিতা হয়ে উঠলেন শ্রীমতী। বললেন—দেখ, জর্জ আমার ওই মেয়ে সম্বন্ধে তুমি কি ভাবছ বলত? ওকে তুমি যে নিরীক্ষণ করছ তা আমার নজরে পড়েছে। মনে রেখ, তোমাকে আর তোমার দৃষ্টিকে আমি জানি।

ওকে নিরীক্ষণ করার মধ্যে দোষের কিছু নেই, আছে কি?

তোমার মধ্যে কোন রকম বোকামি দেখলে ঠিক তোমাকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেব, বলছি। একটুও দেরী করব না। তোমার ওই বিশাল দেহ আর জীবনের চেয়ে আমার মেয়ের একটা কড়ে আঙ্গুল আমার কাছে বেশি মূল্যবান।

ক্রফট্‌স্ শুধু একগাল হাসল এসব শুনে।

লোকটাকে ব্যাপারটা বোঝাতে না পেরে লজ্জিত হলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। একজন অভিনেত্রীর মা তিনি। অথচ এই লোকটার চরিত্র তিনি শোধরাতে পারলেন না। তাই বিরক্তি আর লজ্জায় রেগে গেলেন। বললেন চাপা গলায়—মনে রেখ, ওই কুত্তার বাচ্চাটাও তোমার চেয়ে বেশি সুযোগ এখানে পাবে না।

যে কোন মেয়ের জন্য যে কোন পুরুষের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে ?

তবে তোমার মতন লোকের মনে নয়।

তোমার মেয়ের কত বয়স ?

তার কত বয়স তা তোমার জানার প্রয়োজন নেই।

এটা তুমি এত গোপনে রাখছ কেন ?

কারণ এটাই আমি পছন্দ করি।

জান ত, এখনো আমার বয়স পঞ্চাশ পেরোয় নি। এবং আমার সম্পত্তির পরিমাণ এখনো আগের মতন অটুট রয়েছে···

এবার তার কথায় বাধা দিয়ে শ্রীমতী ওয়ারেন বলে উঠলেন—হ্যাঁ। তুমি যেমন চরিত্রহীন তেমন কৃপণ।

বাধা মানলেন না ক্রফট্‌স্। বলতে লাগলেন—এবং এমন নয় যে, প্রতিদিন জমিদার-গিন্নী রাজপথে ছড়াছড়ি যাচ্ছে। আমার মতন অবস্থার কোন লোক তোমাকে তার শ্বাশুড়ি করতে চাইবে না। তাহলে তোমার ওই মেয়ে কেন আমায় বিয়ে করবে না ?

তোমাকে !

আমরা তিনজনে তখন আরামে থাকতে পারব। তোমার মেয়ের আগে আমি মারা যাব এবং বিধবা হয়ে তোমার মেয়ে প্রচুর সম্পদের মালিক হবে। তবে কেন নয় ? ওই বোকাটার সঙ্গে বেড়াবার সময় থেকেই ওই কথাটা আমার মাথায় ঘুরছে।

দারুণ বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন শ্রীনতী ওয়ারেন।

বললেন—হ্যাঁ, জানি। ঠিক এ ধরনের চিন্তাই ত তোমার মাথায় গজাবে।

পায়চারি করতে করতে থামলেন ক্রফট্‌স্।

দু'জনে পরস্পরের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। শ্রীমতী ওয়ারেনের চোখে-মুখে বিস্ময় আর ঘৃণার চিহ্ন···আর ক্রফট্‌সের মুখে হাল্‌কা হাসির স্পর্শ এবং দৃষ্টিতে শ্বাপদসুলভ লালসা।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল।

কিন্তু শ্রীমতী ওয়ারেনের চোখে-মুখে সমবেদনার কোন চিহ্ন না দেখে ক্রফট্স্ দারুণ বিচলিত হলেন। বললেন—দেখ কিটি, তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। আমার কাছে তোমার বকধার্মিক সাজবার প্রয়োজন নেই। আমিও আর কোন প্রশ্ন তুলব না, তোমারও জবাব দেওয়ার দরকার নেই। আমার সব সম্পত্তি আমি তোমার মেয়ের নামে লিখে দেব, আর যদি খুব বেশি না হয় তবে বিয়ের দিনে চাও যদি তবে তোমার নামেও একখানা চেক লিখে দেব।

বিস্ময়ে এবং ঘৃণায় যেন বাকরোধ হল শ্রীমতী ওয়ারেনের। বটে! আমি হলাম বকধার্মিক। আমি সমাজের নীচতলার জীব···কারণ সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে আমি দেহ বিক্রয়ের জীবিকা গ্রহণ করেছি। সম্পদ আমার আছে···অজস্র সম্পদ। কিন্তু নেই সমাজে পদমর্যাদা। আর তুমি? তুমি পুরুষ···সমাজের নোঙরা ঘেঁটে সম্পদশালী হয়ে উঠেছ। কিন্তু তবু সমাজ তোমাকে ত্যাগ করেনি। বৃদ্ধ শয়তান তুমি, তবু সমাজে তোমার পদ মর্যাদার এতটুকু হানি ঘটেনি। আজ তাই আমার মেয়েকে অঙ্কশায়িনী করার জন্য তুমি লালায়িত হয়ে উঠেছ! এও ত আমার মেয়ের জীবনে হয়ে উঠবে এক ধরনের স্বৈরিণী-বৃত্তি।

চরিত্র? চরিত্র আমারও নেই, তোমারও নেই স্যার জর্জ! আমি যদি দুশ্চরিত্রা হই তবে তুমি চরিত্রহীন। জীবনের একই নৌকোর আমরা দু'জনেই যাত্রী। সমান অবস্থা দু'জনেরই। অথচ লণ্ডন-সমাজের এমনই হাল যে, সে কিছুতেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমাদের দু'জনকে দেখবে না···সুযোগ দেবে না। কারণ আমি নারী আর তুমি পুরুষ। আমি যদি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চাই তবে সমাজে অনর্থক সোরগোল উঠবে, দুরপনেয় কলঙ্ক মাথায় চাপবে। আর তুমি হাত ধুয়ে সমাজে ফিরে যেতে পারবে। তোমার পদমর্যাদা থাকবে

অটুট···তার গায়ে এতটুকু চিড় ধরবে না। উঠবে না কোন সোরগোল, রটবে না কোন কলঙ্ক। তুমি বিয়ে-থা করে আবার স্বাভাবিক জীবন গড়ে তুলবে। চাই কি, কোন খবরের কাগজে আমাদের জীবিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুলতে পারবে। কিংবা লর্ড সভার সভ্য হয়ে অতীত জীবনের কথা ভুলে যাবে।

তাই, তাই তুমি, স্যার জর্জ ক্রফট্‌স্ তোমার লালসার হাত বাড়িয়েছ আমার মেয়ের দিকে। ভেবেছ স্বৈরিণীর মেয়ে তার আবার পদমর্যাদা কি! সে অর্থের কাঙালিনী। জীবনে স্বাদ-আহ্লাদ, প্রেম-ভালবাসা বলে কিছু নেই, কিছু থাকবে না। কামুক পুরুষের লালসা নিবৃত্ত করাই হবে তার কাজ, তার পেশা, তার জীবিকা।

ভাবনার পোকাগুলো কিলবিল করছিল শ্রীমতী ওয়ারেনের মাথায়।

এক সময় তিনি বললেন—অথর্ব বুড়োদের শেষ জীবনে যে হাল হয় তোমারও তাহলে সেই মতিগতি হল, জর্জ ?

ক্রফট্‌স্ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন শ্রীমতী ওয়ারেনের দিকে। উচ্চারণ করলেন দু'টো শব্দ—জাহান্নামে যাও।

একটা মুখের মতন জবাব দেওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। কিন্তু জবাব দেওয়ার সময় পেলেন না। সহসা রান্নাঘরের দরজাটা খুলে গেল। ওদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে। ওদের সাড়া-শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ওরা এবার এ ঘরে আসছে।

শ্রীমতী ওয়ারেন নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলেন। স্থির হয়ে বসলেন।

কিন্তু ক্রুদ্ধ, বিচলিত ক্রফট্‌স্ নিজেকে সামলাতে পারলেন না। টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে তাই তিনি সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরে ঢুকলেন সবার আগে রেভারেণ্ড। খাওয়া-দাওয়ার শেষে মনে

খুশির ভাব। এদিক-ওদিক দেখে বললেন—এ কি! স্যার জর্জ কোথায় গেলেন?

শ্রীমতী ওয়ারেন চেয়ার ছেড়ে উঠে ফায়ার-প্লেসের দিকে এগিয়ে গেলেন। আগুনের দিকে মুখ করে রেভারেণ্ডের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। তখন তিনি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছেন। বললেন—পাইপ টানতে বাইরে গেছে।

রেভারেণ্ড নিজের টুপিটা হাতে নিয়ে শ্রীমতী ওয়ারেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এ ঘরে ঢুকল ভিভি। পিছনে ফ্রাঙ্ক। গভীর ক্লান্তিতে নিকটের একখানা চেয়ারে বসে পড়ল ফ্রাঙ্ক।

শ্রীমতী ওয়ারেন তাকালেন ভিভির দিকে। এখন নতুন দৃষ্টিতে দেখছেন তিনি তাকে। ক্রফট্সের লালসা তাঁর মাতৃ-হৃদয়কে উদ্বেল করে তুলেছে। সস্নেহে তিনি বলে উঠলেন—আচ্ছা খুকি, পেট ভরে খেয়েছ ত?

ফ্রাঙ্কের দিকে ফিরে তাকে আদর করে জবাব দিল ভিভি—জান ত মিসেস এ্যালিসন কি ধরনের রান্না করে? আহা বেচারা ফ্রাঙ্ক! মাংস সবটা ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই না? রুটি, পনীর ও জিঞ্জার বিয়ার ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় ছিল না? মাখন যা কিনে আনে তাও অতি বাজে। আমাকেই দোকান থেকে একটু ভাল মাখন কিনে এনে রাখতে হবে।

হ্যাঁ, তাই এনো। দোহাই তোমার। বলে উঠল ফ্রাঙ্ক।

মাখনের কথাটা এখুনি লিখে রাখতে হবে নইলে সে কিনে আনতে ভুলে যাবে। ভিভি তাই লেখার টেবিলে গিয়ে মাখনের অর্ডার-স্লিপ লিখল।

এতক্ষণে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রায়েদ। রুমালেই মুখ মুছছিল। কেননা সে খাওয়ার টেবিলে তোয়ালে পায়নি। তাই

রুমালখানা তোয়ালের মতন ব্যবহার করেছিল। এ ঘরে ঢোকার পর তার মনে হল ঘরের মধ্যে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

রেভারেণ্ড ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—ফ্রাঙ্ক, এবার আমাদের ঘরে ফেরার কথা ভাবার বোধহয় সময় হয়েছে। আমাদের বাড়িতে অতিথিদের রাত্রিবাসের কথা এখনো তোমার মা জানতে পারেন নি।

এবার যেন বলবার একটা সুযোগ লাভ করল প্রায়েদ। বলল—ভয় হচ্ছে, আমরা বোধ হয় বড় বেশি বিরক্ত করছি।

ফ্রাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—একেবারেই না। মা তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবেন, তিনি সত্যিকারের একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। শিল্পকলার প্রতিও তিনি অনুরাগিণী। এবং এখানে বাবা ছাড়া বছরের পর বছর আর কারো সঙ্গে তাঁর বড় একটা দেখা হয় না।

প্রায়েদ জবাব দিল না, শুধু হাসল। ফ্রাঙ্ক একদম ছেলেমানুষ!

ফ্রাঙ্কের কথা তখনো ফুরোয় নি। বাবার দিকে ফিরে সে বলল—বাবা আপনি বুদ্ধিজীবী নন, নন শিল্পী, তাই নয়? কাজেই আপনি এখুনি প্রায়েদকে নিয়ে বাড়ি যান। এবং আমি এখানে শ্রীমতী ওয়ারেনের সঙ্গে বসে একটু গল্প করি। বাগান থেকে ক্রফট্স্‌কে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বুল-ডগটার খাসা সঙ্গী মিলবে।

থমথমে অবস্থাটার একটা কারণ বুঝতে পারল প্রায়েদ। বুঝতে পারল যে, ছেলেমানুষ ফ্রাঙ্কের মাথায় সেই কারণটার কথা ঢুকছে না। তাই ড্রেসিং-টেবিল থেকে নিজের টুপিটা তুলে নিয়ে সে ফ্রাঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর বলল—এবার আমাদের সঙ্গে চল, ফ্রাঙ্ক। শ্রীমতী ওয়ারেন বহুদিন ধরে মেয়েকে দেখেন নি। এবং এতক্ষণ ধরে আমরা মা আর মেয়েকে মুহূর্তের জন্যও একলা থাকতে দিই নি।

ঠিক! ঠিক বলেছে প্রায়েদ। মনটা নরম হল ফ্রাঙ্কের। প্রশংসা-ভরা দৃষ্টিতে সে প্রায়েদের দিকে তাকাল। তারপর বলল—নিশ্চয়!

কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। এবং এই কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। সত্যি প্রায়েদ, তুমি একজন খাঁটি ভদ্রলোক। আর সব সময় তাই। তুমি আমার চিরজীবনের আদর্শ!

উঠে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। বয়স্ক দুজন পুরুষের মাঝখানে সে। প্রায়েদের কাঁধে হাত রেখে সে আবার বলল—আহা! এই বাজে লোকটার বদলে তুমি যদি আমার বাবা হতে!

দারুণ লজ্জায় লাল হলেন রেভারেণ্ড। তীব্রকণ্ঠে বললেন—থাম, বাপু, থাম। আজকাল বড় অভদ্র হয়ে উঠছ!

সশব্দে হেসে উঠলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। বাপের উপযুক্ত ছেলে হয়ে উঠেছে। বললেন—ওকে তোমার একটু সামলানো উচিৎ, স্যাম। বিদায়! এই যে, জর্জকে ওর টুপি আর লাঠিখানা দিয়ে দিও।

রেভারেণ্ড জর্জের টুপি আর লাঠি হাতে নিয়ে শ্রীমতীর সঙ্গে করমর্দন করলেন। ভিভির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে করমর্দন করে শুভরাত্রি জানালেন। তারপর ছেলেকে কঠোর কণ্ঠে আদেশ করলেন—ফ্রাঙ্ক, এখুনি এস।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রেভারেণ্ড।

বিদায়, প্রাদি। বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

বিদায়, কিটি! বলল প্রায়েদ।

গভীর স্নেহে তারা পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর প্রায়েদকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরে এখন শুধু ফ্রাঙ্ক আর ভিভি। সবাই বেরিয়ে গেছে।

ফ্রাঙ্ক বলল—ভিভাম্ আমাকে একটা চুমু দাও।

না, আমি তোমায় ঘৃণা করি! তীব্রকণ্ঠে কথাগুলো আওড়ে লেখার টেবিল থেকে কয়েকখানা বই আর খাতা নিয়ে ঘরের মাঝখানে রাখা টেবিলে পড়তে বসল। তার একপাশে ফায়ার-প্লেসে গনগনে আগুন।

দুঃখিত! বিষণ্ণ মুখে বলল ফ্রাঙ্ক। টুপি আর রাইফেল তুলে নিল হাতে।

শ্রীমতী ওয়ারেন ঘরে ফিরে এলেন।

তাঁর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ফ্রাঙ্ক তাঁর হাত ধরে হাতে একটা চুম্বন এঁকে দিল।

এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। তার কানের উপর ঘুষি মারার একটা ইচ্ছা হল। ফ্রাঙ্কের নজর এসব এড়িয়ে গেল। সে দুষ্টুমির হাসি হেসে সশব্দে দরজা বন্ধ করে ছুটে পালাল।

বাইরে জোছনা-ছড়ানো রাত। হিমেল পরিবেশ।

রাত বাড়ছে। ঘরের মধ্যে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছে।

এখন ঘরে কেবল দুজন···মা আর মেয়ে।

শ্রীমতী ওয়ারেন এবার মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁরই মেয়ে, অথচ মেয়েকে যেন তিনি চেনেনই না। একই পৃথিবীর দুই মেরুতে দু'জনের বাস। ওই মেয়ের চেয়ে ওই পুরুষদের বরং তিনি বেশি চেনেন। ওদের সঙ্গে গল্প-গুজব করতে তিনি একটুও ক্লান্তি বোধ করেন না। মেয়ের সঙ্গে এখন তিনি কিভাবে কথা শুরু করবেন তা' তিনি ভাবতেই পারছেন না। ওর ওই ছোট্ট মাথার মধ্যে এই মুহূর্তে কি ভাবনা কিলবিল করছে তা' তিনি অনুমান করতেই পারছেন না। তবে কি বলে কথাবার্তা শুরু করবেন? ভিভি তাঁর সন্তান, কিন্তু সে তাঁর মতন নয়। ওই বয়সে তিনি নিজে যেমন ছিলেন তেমন নয়। একেবারে আলাদা। ওর মতন বয়সের অনেক মেয়েকে নিয়ে তাঁকে কারবার করতে হয়। তারা

আসে অর্থ রোজগারের জন্য তাঁর কাছে। পুরুষের সঙ্গী হয়ে অর্থ রোজগারের ধান্দা থাকে তাদের। তিনি তাদের আশ্রয় দেন, সাহায্য করেন, তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাদের তিনি চেনেন, তাদের মনের আবেগ এবং বাসনা তিনি বোঝেন। কিন্তু ভিভি তাদের কারো মতন নয়। ভিভি স্বতন্ত্র। ভিভির শিক্ষা-দীক্ষা, কালচার, আচরণ একেবারে স্বতন্ত্র। তাই ভিভি তাঁর মেয়ে হলেও তাঁর কাছে অপরিচিতা।

এখন পুরুষরা ঘর থেকে চলে গেছে, সন্ধ্যেটা তাঁর একঘেয়ে মনে হবে। সময় নিশ্চল হয়ে থাকবে। বিশ্রী লাগবে। তবু তার জন্যে তিনি তৈরী, একখানা চেয়ারে বসে পড়ে তিনি বললেন—খুকি, জীবনে এমন বকতে কোন লোককে দেখেছ কোনদিন ? ছোকরা কি বিরক্তিকর নয় ? দেখ বাছা, ভেবে দেখলাম ওকে আর তোমার আসকারা দেওয়া উচিৎ নয়। ও একদম একটা বাজে নিষ্কর্মা ছোকরা।

আরো কিছু বই আনার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠল ভিভি। বলল—আমারও তাই ভয়। এবার ওকে ছাড়তে হবে। তবে ওর জন্য আমার মন খারাপ হবে। যদিও জানি ওর জন্য মন খারাপ করার কোন মানে হয় না, ও তার যোগ্য নয়। অবশ্য ওই ক্রফট্‌স্ লোকটাকেও আমার খুব যোগ্য বলে মনে হচ্ছে না, তাই নয় ?

হাতের বইগুলো ভিভি টেবিলের উপর ছুঁড়ে রাখল।

মেয়ের উদাসীনতা দেখে বড় বিরক্ত হলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। বললেন—পুরুষদের কতটুকু জান যে তাদের সম্বন্ধে এভাবে কথা বলছ বাছা ? স্যার জর্জ ক্রফট্‌স্ আমার বন্ধু, কাজেই মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে। এর জন্য তুমি তৈরী থেকো।

ভিভি অবিচলিত ! সে চেয়ারে বসে একখানা বই খুলল। বলল—কেন ? তুমি কি ভাবছ আমরা বহুদিন একসঙ্গে বাস করব ? মানে তুমি আর আমি ?

বিস্ময়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। এক সময়ে

বললেন—নিশ্চয় থাকব, যতদিন না তোমার বিয়ে হয়। আর তুমি কলেজে ফিরে যাচ্ছ না।

আমার জীবন-চর্যার ধরনের সঙ্গে তোমার কি বনিবনা হবে মা? আমার সন্দেহ আছে।

তোমার জীবন-চর্যা! কি বলছ তুমি?

ছুরি দিয়ে একখানা বইয়ের পাতা কাটতে কাটতে ভিভি বলল—মা, তোমার কি কোনদিন মনে হয়নি যে অন্য লোকের মতন আমারও জীবন-চর্যার একটা ধরন আছে?

এসব কি আজেবাজে কথা বলছ? স্কুল-কলেজে একটা কেউকেটা হয়েছ বলে কি নিজের স্বাধীনতা জাহির করতে চাইছ? বোকামি কর না, বাছা।

ব্যাস? এ সম্বন্ধে আর কিছু কি তোমার বলবার আছে, মা?

প্রথমে হতবাক হয়ে গেলেন শ্রীমতী ওয়ারেন, তারপর রেগে গেলেন। মেয়েটা বড় জেদি হয়ে উঠেছে ত? তীব্রকণ্ঠে তিনি বললেন—চুপ কর, বলছি। এভাবে একটার পর একটা প্রশ্ন কর না, বাপু!

মায়ের ধমকানিতে কান দিল না ভিভি। সে নিজের কাজ করতে লাগল নীরবে।

তুমি আর তোমার জীবন-চর্যা! তারপর আর কি বলবে? ভিভির দিকে তাকিয়ে আবার বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন। ভিভি কিন্তু নীরব।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন শ্রীমতী ওয়ারেন—তোমার জীবন-চর্যা গড়ে উঠবে আমার খুশি মতন, আর তাই হবে। ওই যে তুমি ট্রাইপোস না কি যেন বল তাই পাওয়ার পর থেকে তোমার এসব চাল আমি লক্ষ্য করছি। যদি মনে কর যে, তোমার এসব চাল আমি সহ্য করব তবে ভুল করেছ। আর যত তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শোধরাতে পারবে ততই মঙ্গল।

ভিভি কিন্তু একদম নীরব। সে গভীর মন দিয়ে পড়ছে।

শ্রীমতী ওয়ারেন বিড়বিড় করে বকতে লাগলেন—এ বিষয়ে আমার

আর কি বলবার আছে, বটে! তারপর রাগে-ক্ষোভে তীব্রকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন—জানো, কার সঙ্গে কথা বলছ?

ভিভি মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল মা, বইয়ের পাতায় নজর রেখে বলল—না। কে তুমি? কি তোমার কাজ?

পাজি. বেহায়া মেয়ে কোথাকার! দারুণ রাগে ধমক দিলেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

ভিভি বলল—প্রত্যেকেই জানে আমার খ্যাতি কতটুকু, আমার সামাজিক মর্যাদা কি এবং কি পেশা আমি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি আমার মা অথচ তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আচ্ছা, তোমার আর স্যার জর্জ ক্রফট্‌সের সঙ্গে যে জীবনযাত্রাতে আমাকে যোগ দিতে বলছ তার ধরনটা কি বলতো শুনি?

ভিভি, সাবধানে কথা বল! এরপর একটা সাংঘাতিক কিছু করার জন্য আমাকে দুঃখিত হতে হবে, তুমিও দুঃখ পাবে।

মায়ের এ ধরনের কথা শোনার পরও ভিভির মেজাজ বেশ ঠাণ্ডা। সে হাতের কাছে খোলা বইগুলো সরিয়ে রাখল। মাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল—থাক এসব কথা এখন তোমার মেজাজ আগে ঠাণ্ডা হোক, মাথা ঠিক হোক। দেখ মা, তোমার শরীরটা ঠিক করা দরকার। নিয়মিত হাঁটা-চলা আর একটু টেনিস খেললেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমার শরীরে আর কিছু নেই। আজ পাহাড়ে হাঁটার সময় বিশ গজ যেতে তুমি বারবার দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁফিয়েছ। আর তোমার কব্জিতে চর্বির ডেলা জমেছে। দেখ ত আমার গুলো। ভিভি নিজের দু'হাত মায়ের চোখের সামনে তুলে ধরল।

অসহায়ভাবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে এবার ফোঁপাতে শুরু করলেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ভিভি। ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের মতন মা এবার কাঁদতে শুরু করেছে। যুক্তিতে না পেরে মা কাঁদছে মেয়ের মন গলাবার জন্য···না, কিছুতেই মায়ের এই চেষ্টা বরদাস্ত করবে

না ভিভি। তাই বিরক্ত হয়ে বলল—দোহাই তোমার মা, এখন কান্নাকাটি করতে বসো না। আর যা' খুশি কর। কান্নাকাটি আমি একদম সহ্য করতে পারি না। এভাবে কাঁদলে আমি বাড়ি থেকে সোজা বেরিয়ে যাব।

আর কাঁদতে সাহস হল না শ্রীমতী ওয়ারেনের। করুণকণ্ঠে বললেন—আমার সঙ্গে কেন এমন ব্যবহার করছ, ভিভি! আমি ত তোমার মা। মা হিসেবে তোমার উপর কি আমার কোন অধিকার নেই?

আবার সেই কর্তৃত্বের অহঙ্কার! মায়ের অধিকার জাহির করার চেষ্টা! মেয়ের মানসিক ইচ্ছা, অনিচ্ছার দিকে নজর নেই, কেবল অনুযোগ আর অনুযোগ! আমি তোমার মা, খাইয়ে-পরিয়ে, লেখা-পড়া শিখিয়ে বড় করেছি তোমায়। এখন তুমি আমার হাতের একটা যন্ত্র···আমার ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তোমার হাঁটা-চলা, শোওয়া-বসা, জীবনধারা এমন কি ইচ্ছা-অনিচ্ছাটুকুও নিয়ন্ত্রিত হবে। এমন কি উত্তর-জীবনে মেয়ে কাকে বিয়ে করবে তাও বলে দেবে মা, পছন্দ করবে মা। যেন মেয়ে মায়ের একটা জীবন্ত ইচ্ছা-পুতুল!

না, এসব একেবারেই সহ্য করবে না ভিভি।

তাই বিরক্ত হয়ে সে শুধাল—তুমি কি আমার মা?

শ্রীমতী ওয়ারেন হতভম্ভ হয়ে গেলেন, বললেন—আমি কি তোমার মা! ওহো ভিভি!

ভিভির মন-ঝরনা বুঝি মুক্তি পেল এতদিনে। অবিরাম ধারায় ছুটে চলল পাথরের দেওয়াল ভেঙ্গে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল মায়ের কাছে ভিভি—তাহলে আমাদের আত্মীয়রা কোথায়? কোথায় আমার বাবা? আমাদের পরিবারের বন্ধুরাই বা কোথায়? তুমি মায়ের অধিকার আমার কাছে দাবী করছ, চাইছ আমার জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করতে, যাকে দেখলে লণ্ডন-সমাজের সবচেয়ে জঘন্য চরিত্রের লোক বলে চেনা যায় তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ, তার সঙ্গে

মিলিত হতে আমাকে চাপ দিচ্ছ। তোমার এই দাবী প্রতিরোধ করার কষ্ট সহ্য করার আগে আমি জানতে চাই যে, আমাদের আত্মীয়দের, আমার বাবার, পরিবারের বন্ধুদের সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে কি-না!

প্রশ্নের পর প্রশ্ন! এই ভয়ানক অসহনীয় অবস্থা!

দুঃখে লজ্জায় মেঝের উপর ভেঙ্গে পড়লেন শ্রীমতী ওয়ারেন। বললেন আর্তকণ্ঠে—ওহো না, না। থাম, থাম ভিভি। আমি তোমার মা, শপথ করছি আমি তোমার মা। আমার নিজের সন্তান তুমি, এভাবে তুমি আমাকে আঘাত করতে পার না। এটা স্বাভাবিক নয়। বিশ্বাস কর আমাকে, করবে না? তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর!

কে আমার বাবা?

তুমি জান না, ভিভি, তুমি কি জানতে চাইছ। তোমায় তা' আমি বলতে পারব না।

এবার আরো দৃঢ় কণ্ঠে বলল ভিভি—হ্যাঁ, যদি ইচ্ছা কর তবে তা বলতে পার। আমার তা' জানার অধিকার আছে। এবং আমার যে সে অধিকার আছে তা' তুমি ভালভাবেই জান। ইচ্ছে হলে তুমি বলতে অস্বীকার করতেও পার। কিন্তু তেমন যদি কর তবে কাল সকালেই তুমি আমাকে শেষ দেখবে, মা।

ওহো, তোমার মুখে এসব কথা শুনে আমার গা শিউরে উঠছে, ভিভি। এমন কথা, তুমি বল না। কখ্‌খনো আর বলবে না।

ভিভি নিষ্ঠুরভাবে বলল—হাঁ, এক মুহূর্তও দ্বিধা করব না চলে যেতে যদি এ ব্যাপারে তুমি আমাকে তাচ্ছিল্য কর। কি করে নিশ্চিত হব যে ওই নিষ্ঠুর জানোয়ারটার দূষিত রক্ত আমার শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে না?

দারুণ রাগে আর ঘৃণায় কাঁপছিল ভিভির সারা দেহ।

না, না। শপথ নিয়ে বলছি ও নয়। এবং আজ পর্যন্ত তুমি যাদের

সঙ্গে পরিচিত হয়েছ, তাদের কেউ নয়। এ ব্যাপারে অন্তত আমি নিশ্চিত।

মায়ের মুখখানা এসব কথা বলবার সময় লাল হয়ে উঠছিল ভিভি তখন কঠোর দৃষ্টিতে মায়ের মুখ নিরীক্ষণ করছিল। বলল—অন্তত এই ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত, তাই না মা! বুঝেছি, তুমি অতটুকুই জান, তার বেশি জান না।

দু'হাতে মুখ ঢাকলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। কাঁদতে লাগলেন। তারপর এক সময় হাত সরিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। লজ্জায়-ঘৃণায়-ভাবনায় তার মন ভরে রয়েছে। নিজের জঘন্য জীবনের ইতিবৃত্তের পসরা মাথায় নিয়ে মেয়ের সামনে আজ তিনি দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মেয়ে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে। এমন নারকীয় অবস্থার সামনে কোন দিন পড়তে হবে তা তিনি ভাবেন নি।

অনেক হয়েছে আর নয়। ভিভি সহসা বলল—যাক্, আজ রাতের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। আচ্ছা, সকালে ক'টার সময় তুমি খাও, মা? সকাল সাড়ে আটটার সময় কি তোমার পক্ষে বড় তাড়াতাড়ি হবে?

শ্রীমতী ওয়ারেনের মন থেকে অস্বাভাবিকতা তখনো কাটে নি। তিনি উদভ্রান্ত, বললেন—হায় ভগবান! তুমি কি ধরনের মেয়ে, ভিভি।

ভিভি এখন শান্ত। একটু আগের উত্তেজনা তার মন থেকে লোপ পেয়েছে।

তাই ঠাণ্ডা গলায় বলল—সংসারে বেশির ভাগ মেয়ে যেরকম সে-রকমই মনে হচ্ছে। নইলে কি করে যে সব চলছে তা বুঝতে পারতাম না, মা। এস। উঠে দাঁড়াও। ঠিক আছে।

হাত ধরে মাকে তুলল ভিভি।

আমার সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার করছ তুমি, ভিভি! মা বললেন মেয়েকে।

এবার বিছানায় শু'তে গেলে কেমন হয়, মা? রাত দশটা বেজে গেছে।

শুতে গিয়ে আমার কি লাভ? ভাবছ কি আমি ঘুমোতে পারব?

কেন পারবে না? আমি বেশ ঘুমোব।

সহসা দারুণ রাগে জ্বলে উঠলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। ধৃষ্টতা দেখ মেয়ের? এতক্ষণ ধরে মাকে যা' মুখে এসেছে বলেছে। এর পরেও বুঝি মাকে ঠাট্টা করার জন্যই বলছে, কেন পারবে না? আমি বেশ ঘুমোব! বটে! এমনভাবে কথা শোনবার পর কোন মানুষের চোখে ঘুম আসে? কথার ছুরি চালিয়ে তাঁর ছোট্ট ভিভি তাঁর হৃদয়কে যে খান্ খান্ করে দিয়েছে। শুধু রাগ নয়, তাঁর মনে দারুণ ধিক্কার, অনুশোচনার আগুন জ্বলে উঠল। এমন আগুনের জ্বালায় ত ওই মেয়েটা জীবনে কখনো পোড়ে নি! জীবনের কতটুকু দেখেছে সে? কতটুকু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছে? এই নিদারুণ কষ্টের সংসারে জীবন অতিবাহিত করার জন্য কত অসহনীয় জ্বালায় পুড়তে হয় তা' ও জানবে কি করে? ও কি দেখেছে কেমনভাবে দাবদাহে জলহীন প্রান্তরে গাছের পাতাগুলো শুকিয়ে একটি একটি করে ঝরে পড়ে? তারপর···তারপর সেই আগুন-ঝরা প্রান্তরে সেই ন্যাড়া গাছটার ডাল-পালা দুলিয়ে হা-হা করে ছুটে যায় আগুনের হল্কার মতন দুরন্ত হাওয়া। ঠিক, ঠিক ওই ন্যাড়া গাছটার মতন অবস্থা আজ শ্রীমতী ওয়ারেনের। আজ দয়াহীন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তিনিও একান্তভাবে অসহায়। তাঁর অতীত তাঁর জীবনকে নিঃশেষিত করে ফেলেছে···বর্তমান জীর্ণ কলঙ্কময়···আর ভবিষ্যতের সমস্ত আশা-ভরসা দলিত-পিষ্ট।

কিন্তু না, তবু ভেঙ্গে পড়লে চলবে না।

তাঁর মন থেকে মায়ের স্নেহ, পরিশীলিত ভদ্রতা এবং কর্তৃত্বের খোলসটা খ'সে পড়ল। স্বাভাবিক গণবধূদের মতন তিনি তীব্রকণ্ঠে বলতে লাগলেন—তুমি! তোমার হৃদয় বলে কিছু নেই, ভিভি। ওহো, এসব আমি বরদাস্ত করব না। সহ্য করব না এই অবিচার, এভাবে আমার উপর কর্তৃত্ব করবার, কথা বলার অধিকার কে তোমাকে দিয়েছে? নিজের সম্বন্ধে তুমি আমার কাছে গর্ব করছ···কিন্তু এই গর্ব করার সুযোগ

কে দিয়েছে তোমাকে। আমি কি সুযোগ পেয়েছিলাম? লজ্জা করছে না তোমার এভাবে কথা বলতে, অহঙ্কারী, কুসন্তান কোথাকার!

মাকে এমনভাবে কথা বলতে শুনে ঘাবড়ে গেল ভিভি। মা যে এমন তীব্র আক্রমণ করতে পারে তা' সে ভাবতেই পারে নি। তার মনে আত্মবিশ্বাসের জোর কমে গেল। তার জবাবগুলো কেমন ফাঁকা ফাঁকা শোনাল।

কাঁধ নাচিয়ে বলল ভিভি—মুহূর্তের জন্যও ভেব না মা যে, আমি নিজেকে তোমার চেয়ে বড় মনে করি। তুমি মায়ের চিরন্তন কর্তৃত্ব দেখিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলে এবং আমি একজন সম্মান-যোগ্য মেয়ের আভিজাত্য নিয়ে তার জবাব দিতে চেষ্টা করেছি। তোমাকে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি, তোমার এসব আজেবাজে কাজ আমি সহ্য করব না। এবং এসব ছেড়ে যদি দাও তবে আমার কথাও তোমাকে সইতে হবে না। দেখবে, তোমার নিজস্ব মতামত এবং জীবনধারাকে আমি তখন সম্মান করে চলব।

আমার নিজস্ব অভিমত এবং আমার জীবনধারা! কি কথা বলছে শোন! তুমি কি ভাবছ যে, আমি তোমার মতন করে মানুষ হয়েছি? আমি কি আমার জীবনধারা বাছবার, পছন্দ করবার সুযোগ পেয়েছি কোনদিন? তুমি কি ভাবছ, যা আমি করছি তা' পছন্দ করি বলে করছি? কিংবা এটা ঠিক বলে ভেবেছি? অথবা স্কুল-কলেজে যাওয়ার সুযোগ লাভ করলে আমিও কি মহিলা হতে পারতাম না ভেবেছ? বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

প্রত্যেকের জীবনে একটা পছন্দ আছে, মা। নিতান্ত গরীবের মেয়ে অবশ্য বাছবিচার করবার সুযোগ পায় না যে, সে ইংলণ্ডের রাণী হবে, না হবে নিউনহ্যাম কলেজের অধ্যক্ষা···তবে সে ঘুঁটে-কুড়োনী হবে কিংবা হবে ফুলওয়ালী এটা সে নিজে পছন্দ করতে পারে। নিজে যা হয়ে ওঠে তার জন্যে লোকে সব সময় পরিবেশকে দায়ী করে, পরিবেশকে আমি

বিশ্বাস করি না। এই সংসারে যারা বড় হয় তারা পরিবেশ অন্বেষণ করে নেয় আর না হয় পরিবেশ তৈরী করে।

শ্রীমতী বললেন—ওহো, এভাবে কথা বলা খুব সোজা, তাই না? দেখ, আমার পরিবেশ এবং অবস্থা কি ছিল তা কি শুনতে চাও?

হাঁ, তোমার বরং আমাকে বলাই ভাল, মা। তুমি কি বসবে না?

ওহো, বসব। ভয় পেও না! নতুন উৎসাহে চেয়ারখানা সামনে টেনে এনে শ্রীমতী ওয়ারেন বসলেন।

তারপর তিনি শুধালেন—জান, তোমার দিদিমা কি ছিলেন?

মায়ের উৎসাহ দেখে অভিভূতা হল ভিভি। বলল—না, জানি না।

জানি, তুমি তা ত জান না। নিজেকে তিনি বিধবা বলে পরিচয় দিতেন এবং মিণ্টের পাশে ছিল তার একখানা মাছ-ভাজার দোকান। চার মেয়েকে নিয়ে তিনি এই দোকানের আয়ে সংসার চালাতেন। আমরা দু'জন ছিলাম সহোদরা। আমি আর লিজ। আমাদের দু'জনের চেহারাই ছিল সুন্দর আর আঁটসাঁট। মনে হয়, আমাদের বাবা ছিলেন পয়সাওয়ালা লোক, ভাল খাওয়া-দাওয়া করতেন। মা বলত যে, আমাদের বাবা ছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু আমি তা জানতাম না। অন্য দু'জন সৎ-বোন। অপুষ্ট দেহ তাদের। কুৎসিত চেহারা, দারুণ খাটতে পারত। সৎ, হতভাগ্য বেচারা ওরা। মা না থাকলে আমরা একদিন ওদের মেরেই ফেলতাম। সতী বলে ওরা সম্মান পেত। কিন্তু সতীত্বের জন্য তারা কি পেয়েছিল জীবনে? ওদের একজন সীসের কারখানায় সপ্তাহে বারো ঘণ্টা কাজ করত, সপ্তাহে তার রোজগার ছিল কেবল নয় শিলিং। সীসের বিষে নীল হয়ে সে একদিন মারা গেল। সে ভেবেছিল তার হাত-দু'খানা কেবল পক্ষাঘাতে পড়ে যাবে। কিন্তু সে মারা গেল। অন্য বোনটার সঙ্গে ডেপ্‌টফোর্ড ইয়ার্ডের একজন সরকারী মজুরের বিয়ে হয়ে ছিল। তাকে সবাই আমাদের আদর্শ বলে দেখাতো। সপ্তাহে তার রোজগার ছিল আঠারো শিলিং। ওই বোনটা এতেই তার তিনটে ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করত। সেও বেশি দিন না।

লোকটা মদ খাওয়া শুরু করতেই সব খতম হয়ে গেল। শুধু এইটুকুর জন্য সতী হওয়া, তাই নয়?

মায়ের জীবনের এই দিকটা এতদিন জানা ছিল না ভিভির। এত দরিদ্র-অবস্থায় মানুষ হয়েছে তার মা? এমন কুৎসিত আর জঘন্য ছিল সেই পরিবেশ? এটা ভাবতেই পারে না ভিভি। বলল—তোমরা এবং তোমাদের বোনেরা এ রকম বুঝি ভাবতে?

তোমায় বলতে পারি যে, লিজ তা ভাবত না। তার দারুণ মনের জোর ছিল। আমরা দু'জনে গীর্জের স্কুলে পড়াশুনা করতাম। সমবয়সী যারা ঘুরে বেড়াত, পড়াশুনা করত না। এই স্কুলে পড়ার জন্য আমরা দেমাক নিয়ে কথা বলতাম, বলতাম আমরা ভদ্রমহিলা। আমরা ওখানেই ছিলাম। তারপর এক রাতে লিজ পালাল, আর এল না। মাস্টারণী ভাবত আমিও একদিন লিজের মতন পালাব। তাই গীর্জের পাদ্রী প্রায়ই এসে আমাকে বোঝাত, সাবধান করে দিত যে, লিজ ওয়াটারলু ব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরবে। বেচারা! এমনিভাবে মরবে এটাই জানত পাদরি। কিন্তু নদীতে ডুবে মরার চেয়ে সীসের কারখানা সম্বন্ধে আমার মনে ছিল বেশি ভয়। আর আমি না হয়ে তুমি হলে তোমারও একই অবস্থা হত। গীর্জের পাদরি এক রেস্তোঁরায় আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দিল। পরিচারিকা হলাম। সেখানে মদ বিক্রী হত না, তবে লোকে যার যা খুশি নিয়ে আসত। এর পর ওয়াটারলু স্টেশনে এক ভাঁটিখানায় হলাম মদ-পরিবেষণকারিণী, ওখানে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা ধরে মদ পরিবেষণ করতাম আর গ্লাস ধু'তাম। খাওয়া-দাওয়া ছাড়া সপ্তাহে চার শিলিং ছিল আমার বেতন। আমার কাছে এটা ছিল এক দারুণ পদোন্নতি। এক হিমেল জঘন্য রাতে আমি ক্লান্ত দেহে ভাঁটিখানায় ছিলাম বসে, ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছিল, এমন সময় পশমের পোশাকে দেহ ঢেকে আধ-বোতল স্কচ কিনতে ঢুকল এক যুবতী, সে লিজ ছাড়া আর কেউ নয়, দিব্যি সুসজ্জিত আর আরামে-লালিত চেহারা। পকেটে একরাশ স্বর্ণমুদ্রা।

গম্ভীর গলায় বলল ভিভি—কে ? আমার মাসি লিজ্জি !

হাঁ। মাসি হওয়ার পক্ষে খুবই যোগ্যা। উইনচেস্টারে গীর্জের পাশে একখানা বাড়ীতে লিজ এখন থাকে। সে সেখানে একজন সম্মানীয়া ভদ্রমহিলা এখন। বল-নাচের আসরে সে এখন যোগ দেয়। না, ধন্যবাদ তোমাকে, লিজকে নদীতে ঝাঁপ দিতে হয়নি। ব্যবসায়ে তার চমৎকার মাথা ছিল···প্রথম থেকেই সে টাকা জমাচ্ছিল···তার যা পেশা ছিল তাকে তেমন দেখাত না···কখনো মাথা গরম করত না অথবা হাতে সুযোগ পেলে সুযোগ ছাড়ত না। বুঝতে পেরেছিল আমি খুব সুন্দরী হয়ে উঠব, তাই বলল—কি করছিস এখানে, বোকা কোথাকার ? অন্যলোকের মুনাফা বাড়াবার জন্যে নিজের দেহ এবং স্বাস্থ্য খতম করছিস ! ব্রাসেলসে নিজের জন্য একখানা ঘর নেওয়ার ইচ্ছায় লিজ টাকা জমাচ্ছিল, তাই ভাবল আমরা দু'জনে জমালে আরো তাড়াতাড়ি টাকা জমবে। কাজেই সে আমাকে পেশা শুরু করার জন্য কিছু টাকা ধার দিল। খুব তাড়াতাড়ি জমিয়ে আগে তার দেনা শোধ করলাম। এবং তারপর তার ব্যবসার অংশীদার হলাম। কেন একাজ করেছি ? জান, ব্রাসেলসের বাড়ীখানা সত্যি চমৎকার। এ্যানি জেন যে সীসের কারখানায় বিষাক্ত হয়ে মারা গিয়েছিল সেখানকার চেয়ে ব্রাসেলসের বাড়ীখানা অনেক ভাল। সেই মদ বিক্রি-না-হওয়া রেস্তোঁরায় অথবা ওয়াটারলুর ভাঁটিখানায় কিংবা বাড়ীতে আমার সঙ্গে যে ধরনের নোংরা, জঘন্য ব্যবহার করা হত, ব্রাসেলসে আমাদের বাড়ীর কোন যুবতীর সঙ্গে তেমন ব্যবহার আমরা করতাম না। তুমি কি বলছ, ওদের সঙ্গে থেকে চল্লিশ পেরোবার আগে বুড়ি হওয়া আমার উচিৎ ছিল ? একনাগাড়ে অনেক কথা বলে থামলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। উত্তেজনায় আবেগে তখন তিনি হাঁফাচ্ছিলেন। নিজের গ্লানিময় জীবনের কাহিনী আজ নিজের মুখে নিজের মেয়ের কাছে বলতে হচ্ছে তাঁকে। একি ভাগ্যের পরিহাস !

এ অভিজ্ঞতা দুঃখের তবে এর জন্য তাঁর মনে কোন অনুশোচনা নেই।

মায়ের জীবন-কথা শুনতে শুনতে ভিভির মনে কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠল। বলল—না। কিন্তু ওই পেশা তুমি গ্রহণ করলে কেন, মা? অর্থ জমিয়ে ভালভাবে দেখা-শোনা করতে পারলে সব ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায়।

মৃদু হাসলেন শ্রীমতী ওয়ারেন মেয়ের কথা শুনে। এতদিন ধরে বুকের অন্তরালে জমিয়ে রাখা অসীম দুঃখের স্পর্শে সেই হাসি বিষণ্ণ। বললেন—হাঁ, অর্থ জমাতে পারলে। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন ব্যবসা করে মেয়েমানুষ হাতে টাকা জমাবে? তুমি যদি সপ্তাহে চার শিলিং রোজগার কর তবে ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ পরবার পর তা থেকে কিছু জমাতে পারবে কি? পারবে না তুমি। অবশ্য তুমি যদি সরল নারী হও আর যদি কিছু রোজগার করতে না পার তবে, অথবা তুমি যদি গান গাইতে পার, কিংবা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে পার বা খবরের কাগজে লিখতে পার তবে পারবে। কিন্তু সেটা ভিন্ন ব্যাপার। অথচ লিজ কিংবা আমি কেউ এসব ব্যাপার জানতুম না। আমাদের যা কিছু সবই ছিল এই দেহ, যা দিয়ে আমরা পুরুষদের মন ভোলাতে পারতাম। তুমি কি ভাবছ, আমরা আমাদের সুন্দর দেহ নিয়ে অপরের দোকান চালাতে কিংবা ভাঁটিখানার মদ-পরিবেষণকারিণী বা পরিচারিকা হয়ে তাদের মুনাফা করে দেওয়ার মতন বোকা ছিলাম? নিজেরা অনশন করার মতন মজুরি পেয়ে তাদের মুনাফা লোটার সুযোগ করে দেব যখন নিজেরাই নিজেদের দেহ নিয়ে ব্যবসা করতে পারি? নিশ্চয় তা করতাম না।

ব্যবসার দিক দিয়ে বিচার করলে তোমরা ঠিকই করেছিলে, মা। বলল ভিভি।

হাঁ। অথবা অন্য দিক দিয়ে বিচার করলেও সেই একই কথা। কোন অভিজাত ঘরের নারী কোন ধনীর মন কেড়ে তাকে বিয়ে করে তার অর্থের সুযোগ নেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে? যেন বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে কোন কাজের ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ গড়ে ওঠে।

ওহো, সংসারে এই যে মনকে চোখ ঠারবার লীলা চলছে তা দেখে আমার মন অসুস্থ হয়ে ওঠে, তাই লিজ আর আমাকে খাটতে হত, জমাতে হত অর্থ এবং ব্যবসার হিসাব কষতে হত ঠিক অন্যদের মতন। নইলে কোন অপদার্থ মাতাল আর নষ্ট মেয়েমানুষের মতন হত-দরিদ্র হয়ে থাকতাম আর ভাবতাম এর জন্য দায়ী আমাদের কপাল। চিরকাল ধরে আমরা কেবল হা-হুতাশ করতাম। এ ধরনের মেয়ে-মানুষদের আমি ঘৃণা করি। ওদের চরিত্র বলে কিছু নেই। যদি কোন মেয়েমানুষকে আমি ঘৃণা করি তবে তা করি তার চরিত্র না থাকার জন্য। বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

এবার শান্ত হও, মা। সরল মনে সোজাসুজি জবাব দাও। যাকে তুমি চরিত্র বলছ তার বিচারে তুমি যেভাবে অর্থ উপার্জন করছ সেই উপায়টাকে কি ঘৃণা করতে শেখনি?

শ্রীমতী ওয়ারেন জবাব দিলেন—কেন? নিশ্চয়। খেটে টাকা রোজগার করাটা সবাই অপছন্দ করে। কিন্তু তবু তাদের করতেই হয়। তা সে পছন্দ করুক বা নাই করুক। মাঝে মাঝে এক একটা মেয়েকে দেখে দুঃখ অনুভব করেছি···বেচারাকে হয়তো সামান্য অর্থ রোজগারের জন্য ক্লান্ত দেহ আর ভাঙা মন নিয়ে তখন এমন এক পুরুষের মন যোগাতে চেষ্টা করতে হচ্ছে যাকে সে একটুও পছন্দ করে না, ভালবাসে না···আর সেই আধা-মাতাল, মদে চুর-চুর বোকা পুরুষটা তখন মেয়েটাকে পীড়ন করতে করতে ভাবছে যে, সে তাকে প্রচুর অর্থ দিচ্ছে এর বদলে। চেষ্টা করছে পুরুষটা অর্থ দিয়ে ভালবাসা আদায় করতে। হাসপাতালে কিংবা অন্য জায়গায় কোন সেবিকা যেমন ভাল-মন্দ সব কিছু মানিয়ে নিয়ে যেভাবে রুগীর সেবা করে তেমনিভাবে সেই মেয়ে-মানুষটাকে ভাল-মন্দ সব কিছু সহ্য করতে হয়। ঈশ্বর জানেন, আনন্দের জন্য এমন ধরনের কাজ কোন মেয়েমানুষ করে কি-না। অথচ সাধু সদাশয় ব্যক্তিদের কথা শুনলে মনে হয় যে, এ কাজটায় আয়াস ও আরামের শেষ নেই।

তবু তোমার কাছে কাজটা যোগ্য বলে মনে হয়েছে, এতে পয়সা আছে মনে করেছ, মা।—বলল ভিভি।

শ্রীমতী ওয়ারেন বললেন—নিশ্চয়, দরিদ্র-ঘরের যুবতীর কাছে এটা যোগ্য কাজ, যদি সেই যুবতী প্রলোভনের ফাঁদে পা না দেয়, সুন্দরী হয় এবং বুঝেসুঝে চলতে পারে। অন্য যে কোন কাজের চেয়ে এটা তার কাছে ভাল কাজ। সব সময় ভেবে দেখেছি একটা কাজের সুযোগ তাদের থাকা উচিৎ। মেয়েরা একটা ভাল কাজের সুযোগ পাবে না এটা ঠিক নয়, ভিভি। আমার মনের কথা, না থাকাটা অন্যায়। ঠিক হোক বা বেঠিক হোক একটা সুযোগ থাকা প্রয়োজন। এবং মেয়েরা সে সুযোগ গ্রহণ করবে। অবশ্য এটা কোন মহিলার পক্ষে যোগ্য নয়। যদি তুমি একাজ গ্রহণ কর তবে বোকামি করবে। কিন্তু আমি যদি এ কাজ ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করতাম তবে বোকামি করতাম।

মায়ের কথা শুনে মুগ্ধ হল ভিভি। ধীরে ধীরে বলল—আচ্ছা, মা, ধর তোমার সেই জঘন্য দিনগুলোর মতন আমরা দু'জনে এখনও হতঃ-দরিদ্রের অবস্থায় রয়েছি, তাহলে তুমি কি নিশ্চিত করে বলতে পার যে, তুমি আমাকে ওয়াটারলুর ভাঁটিখানায় কাজ নিতে বলতে না কিংবা বলতে না কোন মজুরকে বিয়ে করতে অথবা কারখানায় কাজ নিতে?

শ্রীমতী ওয়ারেন রুষ্ট হলেন। বললেন—নিশ্চয় না। আমাকে তুমি কি ধরনের মা মনে করেছ! এমন অনশন আর দাসত্বের মধ্যে কি করে তুমি আত্মসম্মান বজায় রাখতে? এবং আত্মসম্মান ছাড়া একটি নারীর কি দাম আছে? কি-বা আছে তার জীবনের মূল্য? অন্য নারীদের সামনে ভাল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন তারা পারল না অথচ আমি পারলাম স্বাধীনভাবে আমার মেয়েকে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে? কারণ আমি নিজেকে সব সময় শ্রদ্ধা করি আর সংযত হয়ে চলি। কেন আজ লিজ একটা গীর্জা-শহরে বাসস্থান গড়তে পেরেছে? সেই একই কারণ। যদি সেই পাদরির বোকামিতে কান দিতাম তবে আজ আমরা কোথায় থাকতাম? দেড় পেনি দৈনিক মজুরিতে অপরের

ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতাম আর শেষ জীবনে আমাদের আশ্রয় স্থল হত কারখানার পঙ্গু-আবাসে। দেখ বাছা, সংসার যারা চেনে না তাদের কথায় মাথা খারাপ কর না। নারীর পক্ষে সুন্দরভাবে জীবন যাপনের একটা উপায় আছে, তা হচ্ছে তার খরচ চালাতে পারবে এমন পুরুষের মন যুগিয়ে থাকা। সমাজে সেই পুরুষের যদি যুবতীটির মতন মর্যাদা হয় তবে সে তাকে বিয়ে করতে পারে···আর যুবতীটির মর্যাদা যদি অনেক কম হয় তবে সে তা আশা করতে পারে না। সে তা আশা করবে কেন? এটা তার জীবনকে সুখকর করে তুলবে না। মেয়ে আছে লণ্ডন সমাজের এমন কোন মহিলাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করে দেখ সেও তোমাকে একই কথা বলবে···কেবল আমি তোমাকে সোজাসুজি বললাম আর সে তোমাকে বলবে ঘুরিয়ে। এটুকুই কেবল প্রভেদ।

বিমুগ্ধ মন ভিভির। সে একদৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়েছিল।

বলল—মাগো, তুমি এক বিচিত্র নারী। সারা ইংলণ্ডের নারীদের চেয়েও তুমি সবলা। কিন্তু সত্যিই কি তোমার মনের কোণে কোথাও এতটুকু সন্দেহ কিংবা লজ্জা নেই?

নিশ্চয়, বাছা। ভদ্র-আচরণের কথা উঠলে লজ্জিত হতে হয়, নারীদের কাছে এই লজ্জা সকলে আশা করে। এমন অনেক জিনিস আছে যা মেয়েরা অনুভব করে না, তবু অনুভব করছে এমন ভান তাদের করতে হয়। আর আমি সোজা কথাটা বলে ফেলতুম বলে লিজ আমার উপর রাগ করত। সে বলত যে, সংসারে মেয়েদের চোখের সামনে যথেষ্ট ঘটনা ঘটছে তাই দেখে তাদের শেখা উচিৎ, কোন কিছু তাদের বলবার দরকার হয় না। তবে তখন লিজ একেবারে নিখুঁত মহিলা। এই ভদ্র আচরণ বাস্তবিক তার মধ্যে সহজাত ছিল। অথচ আমার আচরণ ছিল কিছুটা অভদ্রের মতন। তোমার পাঠানো ছবি দেখে আমি খুব খুশি হতাম কেননা তুমি ঠিক লিজের মতন হয়ে উঠেছ। তোমার মধ্যে ঠিক ওর মতন ভদ্র ও কঠিন আচরণ গড়ে উঠছে। কিন্তু মুখে এক এবং মনে আর এক এই আচরণ আমি কিছুতে বরদাস্ত করতে পারি না।

এমন ভণ্ডামি করে কি লাভ হয়? সংসার যখন নারীদের জন্য এই ব্যবস্থা করে রেখেছে তখন অন্য ব্যবস্থার ভান করার কি দরকার? না, সত্যি আমি কোনদিন লজ্জিত হইনি। বরং মনে করেছি যে আমার গর্ব করার যথেষ্ট অধিকার আছে কারণ আমরা সব কিছু বুঝে-সুঝে হিসেব করে চালিয়েছি, মেয়েগুলোকে কত আরামে রেখেছি এবং কেউ কোনদিন আমাদের গাল দিতে পারেনি। অনেক মেয়েই ত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিতা। একজন ত এক রাষ্ট্রদূতকে বিয়ে করে চলে গেছে। লোকে আমাদের কি মনে করবে তাই সাহস করে এসব কথা আর কাউকে বলি না।

বলতে বলতে শ্রীমতী ওয়ারেন থামলেন। রাত অনেক হয়েছে। দেহ-মন দুই-ই বড় ক্লান্ত। নিজের মনের অবরুদ্ধ কথাগুলোকে এমন ভাবে বলতে পেরে তিনি যেন খানিকটা সোয়াস্তি লাভ করলেন। এবার হয়ত আরামে ঘুমোতে পারবেন। হাই তুলে তিনি বললেন—মা গো মা, বড় ঘুম পাচ্ছে দেখছি!

এখন দেখছি রাতে আমারই ঘুম আসবে না, মা! বলল ভিভি।

টেবিলটার কাছে সে এগিয়ে গেল। মোমবাতিটা জ্বালাল। বড় আলোটা দিল নিভিয়ে···ঘরের মধ্যে এখন অনেকটা অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাইরের দিকের দরজাটা খুলল। বাইরে ফুটফুটে চাঁদের আলো···এক ঝলক ঘরের মধ্যেও ঢুকল। ব্লাক-ডাউনের দিক থেকে শরতের চাঁদ উঠে আসছে··সমস্ত প্রকৃতি বুঝি সেই জোছনা-ধারায় অবগাহন করছে।

মুগ্ধ-মন ভিভি বলল—দরজায় খিল দেওয়ার আগে ঘরে একটু ঠাণ্ডা বাতাস আসুক। দেখ, দেখ! কি সুন্দর রাত!

খোলা দরজা দিয়ে বারেকের জন্য বাইরে নজর বুলিয়ে আনলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। বললেন—হাঁ, বাছা। কিন্তু সাবধান, রাতের সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে মৃত্যুর পরোয়ানা ডেকে এনো না।

কি বাজে বকছ! তাচ্ছিল্যভরে বলে উঠল ভিভি।

আবার যেন ঝগড়া করার জন্য মুখিয়ে উঠলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। বললেন—হাঁ, আমি যা বলি তাই তোমার কাছে বাজে বকা হয়।

সবেগে মায়ের দিকে মুখ ফেরাল ভিভি, মায়ের হৃদয়াবেগ-প্রসূত বাস্তব-অভিজ্ঞতার কাছে তার সুশিক্ষিত, ভদ্র আচরণ-সিদ্ধ মন পরিপূর্ণ পরাজিত। তার মা এক বিচিত্র নারী! জীবনে অজস্র ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও তার মা অটল। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে লড়াই করার জন্যই পাপকে পাপ জেনেও মা সেই পাপের পঙ্কিলতায় অবগাহন করেছেন··· তাঁর মতন নারীর জীবনে এমনি পঙ্কিল জীবন স্বাভাবিক···নিষ্ঠুর এক বাস্তব সত্য। এই অবস্থাকে তাই সহজ ভাবেই মেনে নিয়েছেন। এতটুকু লজ্জিত নন তিনি। তবু মায়ের কণ্ঠস্বরে এই অনুযোগের স্পর্শ কেন?

ভিভি ধীর কণ্ঠে বলল—না মা, ঠিক তা' নয়। যদিও আমি এর উল্টোটা চাইছিলাম তবু আজ রাতে তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ। এস এখন থেকে আবার আমাদের ভাব।

কিন্তু করুণভাবে মাথা নেড়ে বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন—তাহলে উল্টোটাই হয়েছে। আর আমার হার মানাই উচিৎ ছিল বোধ হয়। নিজের কাছে বরাবর হার মেনে এসেছি, এখন থেকে তোমার কাছে হার মানতে হবে তাহলে।

মায়ের মনে তবে অজস্র অভিমান দানা বেঁধেছে!

ভিভি মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। বলল—মা-মণি, ওসব কথা আর ভেব না। শুভ-রাত।

তোমাকে আমি ভালভাবে মানুষ করেছি, করিনি?

হাঁ, তা করেছ।

আর এর জন্য তুমি তোমার বেচারা বুড়ি মায়ের সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করবে, করবে না?

আবার মাকে আদর করে, চুম্বন দিয়ে ভিভি বলল—হাঁ, মা। তাই করব। শুভ-রাত!

শ্রীমতী ওয়ারেন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন।

পরের দিন।

সকাল বেলা। শরৎকাল। সকালের মিষ্টি রোদে যেন খুশি হয়ে উঠেছে হাস্‌লমিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ। নিস্তরঙ্গ আর মন্থর জীবন। পাহাড়ের কোলে ক্ষেতভরা কোথাও বা সবুজের সমারোহ, আবার কোথাও বা অকর্ষিত প্রান্তর। সবুজ বনানীর মাথার উপর সাদা সাদা মেঘ-খণ্ডগুলোর নিরন্তর আনাগোনা।

নুড়ি বিছানো লালচে রাজপথের ধারেই সরকারি গীর্জার অধ্যক্ষের বাগান আর বাড়ী।

পাঁচ'শ বছরের পুরনো হাস্‌লমিয়ার এই গীর্জাটা গথিক্-স্থাপত্যের এক দুর্লভ নিদর্শন। পাহাড়ের কোলে এক শান্ত পরিবেশে গীর্জাটার অবস্থান। সুবিশাল উপাসনা-গৃহ···সুদীর্ঘ খিলানওয়ালা জানালায় জানালায় জাফরির অলঙ্করণ। গর্ভ-গৃহে আলো-আঁধারির মাঝে রক্ষিত মহামানবের বিশাল ছবি···ঈষৎ আনত মস্তকে কণ্টক-মুকুট। দুধারে প্রলম্বিত হস্তদ্বয় লৌহ-কিলক-লাঞ্ছিত। রক্ত-ধারা ঝরে পড়ছে মোহ-মদির-কলঙ্কিত ধরণীর বুকে। মহামানবের মুখে করুণাঘন ক্ষমা-সুন্দর হাসি। যেন তিনি আজও অবিরাম বলে চলেছেন—হে ঈশ্বর! তুমি ওদের ক্ষমা কর! ওরা জানে না ওরা কি করছে।

গীর্জার সুউচ্চ ও প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে নামলেই সুবিস্তৃত বাঁধানো চত্বর।

এবং চত্বরের পশ্চিম দিকের সীমানার শেষে গীর্জা অধ্যক্ষের বাগান ও বাড়ী। চারধারে সীমানা-প্রাচীর। রাজপথের দিকে একটা কাঠের ফটক। খুব বেশি চওড়া নয় ফটকটা···একখানা ঘোড়ার গাড়ী কোন রকমে ঢুকতে পারে ভিতরে। ফটকের গায়ে একটা ঘণ্টা বাঁধা···ঘণ্টা-সংলগ্ন স্প্রিং ফটকের বাইরে প্রলম্বিত। অতিথি-অভ্যাগত এই ঘণ্টা বাজিয়ে নিজের আগমন-বার্তা জানান। গাড়ী-প্রবেশের পথ বাগানের মাঝখান দিয়ে এসে বাঁদিকে বেঁকে মিশেছে একটা গোলাকার পাথর-বাঁধানো চত্বরে। এবং এই চত্বরের উল্টোদিকেই অধ্যক্ষের বাড়ীর দেউড়ি। সামনের ছোট মাঠের উপর একটা ইউগাছ···তার ডাল-পালা সুন্দরভাবে ছাঁটা। গাছের ছায়ায় বসবার জন্য একখানা বেঞ্চি পাতা। উল্টোদিকের বাগান ঝোপের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঘাসের উপর একটা সূর্য-ঘড়ি। তার এক পাশে একখানা লোহার চেয়ার।

সূর্য-ঘড়ির কাছেই চেয়ারখানায় বসে ফ্রাঙ্ক সকালের খবরের কাগজ পড়ছে। কাগজের কয়েকখানা পাতা রেখেছে সূর্য-ঘড়ির উপর।

বাড়ীর ভিতর থেকে রেভারেণ্ড স্যামুয়েল গার্ডনার বেরিয়ে এলেন। তাঁর দু'চোখ রক্তবর্ণ···দেহ যেন জ্বরে কাঁপছে।

ফ্রাঙ্ক কাগজ থেকে মুখ তুলে বাপের দিকে তাকাল। কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল।

কিন্তু ছেলেকে বাগানে দেখে পাদরির মুখে অসোয়াস্তির রেখা ফুটে উঠল।

তরুণ ফ্রাঙ্কের স্বভাবই এমনি যে রসিকতা করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। মানে না লঘু-গুরু। এত বেলায় বাবাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখে তাই ফ্রাঙ্ক বলল—সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। গীর্জের পাদরি-সাহেবের প্রাতঃরাশ খেতে নামার উপযুক্ত সময় বটে।

ঠাট্টা কর না, ফ্রাঙ্ক। আমার শরীরটা একটু···। কাঁপা গলায় তিনি বললেন।

মেজাজ একটু খারাপ, তাই না?

না, সকাল থেকে শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে। তা, তোমার মা কোথায়?

ভয় পাবেন না। মা এখানে নেই। বেসিকে নিয়ে এগারটার গাড়ীতে মা শহরে গেছেন। ক'টা কথা আপনাকে বলতে বলেছেন। এখন কি কথাগুলো বলব, নাকি প্রাতঃরাশের পরে বলব? জানতে চাইল ফ্রাঙ্ক। খবরের কাগজখানা তখন তার হাতে।

আমার প্রাতঃরাশ হয়ে গেছে, বাপু। আমার অবাক লাগছে, বাড়ীতে আজ অতিথিরা আসছেন আর তোমার মা গেলেন শহরে। এটা তাঁদের কাছে বিচিত্র মনে হবে।

আবার রসিকতায় তরল হল ফ্রাঙ্কের কণ্ঠস্বর।

বলল—ভেবে-চিন্তেই তিনি শহরে গেছেন। ক্রফট্স্ যদি এ বাড়ীতে আর কয়েক দিন থাকে এবং আপনি প্রতি রাতে ভোর চারটে পর্যন্ত জেগে বসে নিজের দুরন্ত যৌবনকালের গল্প তাকে শোনান তবে একজন বুদ্ধিমতী গৃহিণী হিসাবে মাকে এক পিপে হুইস্কি আর কয়েক শ' বোতল সোডার অর্ডার তাঁর দিয়ে আসাই ত উচিৎ।

স্যার জর্জ যে এত বেশি মদ পান করেন তা'ত বুঝতে পারিনি।

তা বোঝার মতন অবস্থা তখন আপনার ছিল না, বাবা।

তবে কি তিনিও অত্যধিক মদ্যপান করেছেন কাল রাতে? হয়ত যৌবনকালের কাহিনী বলতে বলতে নিজেকে তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। অতীত-স্মৃতি সাময়িকভাবে মনকে বিকল করে। তাঁরও বুঝি সেই অবস্থা হয়েছিল। বেদনা-মধুর সেই স্মৃতির জ্বালা ভোলবার জন্যই তিনি কাল রাতে অত্যধিক মদ্যপান করেছিলেন। কিন্তু সরকারি গীর্জার এক অধ্যক্ষের পক্ষে এমনভাবে মদ্যপান করাটা খুবই গর্হিত কাজ।

লজ্জিত কণ্ঠে রেভারেণ্ড বললেন—তুমি কি বলছ, আমি··· ?

ফ্রাঙ্ক কিন্তু শান্ত। বলল—এর আগে কোন গীর্জার পাদরিকে আমি এ অবস্থায় দেখিনি, বাবা। কাল রাতে আপনার যেসব

অতীত গল্প আপনি শোনাচ্ছিলেন তা বড় সাংঘাতিক। আমার মনে হচ্ছে মায়ের সঙ্গে প্রায়েদের যদি ভালভাবে আলাপ না হত তাহলে সে কখ্খনো আপনার সঙ্গে এক বাড়ীতে রাত কাটাতে চাইত না।

বিমনা হলেন ছেলের কথা শুনে রেভারেণ্ড। তাহলে মদ্যাসক্ত অবস্থায় নিজের অতীত জীবনের অনেক কথাই তিনি বেফাঁস বলে ফেলেছেন। মদ স্মৃতি-মন্থনকে সাহায্য করে···মনের আড়াল যায় টুটে। কিন্তু এর জন্য দায়ী পরিবেশ এবং কিটি ভাভাসুরের আকস্মিক আবির্ভাব···ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে অবরুদ্ধ স্মৃতিগুলো উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। মনে পড়েছিল তরুণী কিটির দেহ ঘিরে সেই প্রজ্বলিত রূপবহ্নি···আর এক অনভিজ্ঞ তরুণের বহ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আকুল প্রয়াস। কিটি স্বৈরিণী···তা হোক, তবু তিনি তাকে ভালবেসে ছিলেন। প্রথম জীবনের সেই ভালবাসা সে ত ভোলা যায় না—ভুলতে পারে না কোন মানুষ।

এখন নিজেকে সংযত করে পরিস্থিতিকে সামাল দিতে ব্যগ্র হলেন রেভারেণ্ড।

বললেন—বাজে বক্‌বক্ কর না, বাপু। স্যার জর্জ ক্রফট্‌স্ আমার অতিথি। একটা কোন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলতেই হবে। এবং তিনি ওই একটা বিষয় শুধু জানেন। আচ্ছা, মিস্টার প্রায়েদ কোথায় গেলেন?

মা আর বেসিকে নিয়ে তিনি স্টেশনে গেছেন।

ক্রফট্‌স্ কি ঘুম থেকে উঠেছেন?

হাঁ। জবাব দিল ফ্রাঙ্ক।

আচ্ছা, কাল বিকেলের ওই ঘটনার পর ওয়ারেনরা কি আশা করবে যে, আমরা আজ তাদের নিমন্ত্রণ করব? দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জানতে চাইলেন রেভারেণ্ড।

এসব ব্যাপার তাঁর ছেলে যে তাঁর চেয়ে বেশি জানে তা রেভারেণ্ডের কাছে অজানা নয়।

তাঁদের ত নিমন্ত্রণ এর মধ্যে করা হয়ে গেছে, বাবা।

কি! কি বলছ? রেভারেণ্ড অবাক হয়ে গেলেন।

সকালে খেতে খেতে ক্রফট্‌স্‌ খবর দিল যে, আপনি না-কি তাকে বলেছেন শ্রীমতী ওয়ারেন ও ভিভিকে আজ সকালে এখানে নিয়ে আসতে। আরও বলেছেন যে, তাঁরা যেন এ বাড়ীকে নিজের বাড়ী বলে মনে করেন। তার পরেই মায়ের মনে হল, আজ এগারটার গাড়ীতে বেসিকে নিয়ে তাঁর একবার শহরে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সবেগে মাথা নাড়লেন রেভারেণ্ড। বললেন—কখ্‌খনো না। আমি তাঁদের নিমন্ত্রণ করিনি। ভাবিই নি নিমন্ত্রণের কথা।

বাবার অবস্থা দেখে করুণা জাগল ফ্রাঙ্কের মনে।

বলল—কাল রাতে কি ভেবেছিলেন আর কি বলেছিলেন তা এখন কি করে মনে পড়বে বাবা আপনার?

বাপ আর ছেলের বাক্যালাপে বাধা পড়ল।

ফটক ঠেলে ভিতরে এল প্রায়েদ। সে স্টেশন থেকে ফিরে আসছে।

সুপ্রভাত, রেভারেণ্ড! বলল প্রায়েদ।

সুপ্রভাত! প্রাতঃরাশের সময় দেখা করতে পারিনি বলে ক্ষমা চাইছি। আমার শরীরটা···।

পাদরিদের গলায় রোগ হয় বেশি বক্তৃতা দিতে হয় বলে। তবে সুখের বিষয় বাবার এটা স্থায়ী রোগ নয়।

ফ্রাঙ্কের এ ধরনের রসিকতা অনেক সময় প্রায়েদের খারাপ লাগে। সে তাই আলাপের ধারা বদলাবার জন্য বলল—আপনার বাড়ীখানা বড় সুন্দর জায়গায়, রেভারেণ্ড। সত্যি চমৎকার!

সত্যি চমৎকার! আপনার যদি ভাল লাগে তবে ফ্রাঙ্ক আপনাকে চারধারাটা দেখিয়ে আনতে পারে, মিস্টার প্রায়েদ। আমাকে ক্ষমা করবেন আপনার সঙ্গী হতে পারব না বলে। আমার স্ত্রী এখন বাড়ী নেই। তার ফেরার আগে গীর্জেয় আমার আজকের ভাষণটা লিখে ফেলতে চাইছি। কিছু মনে করবেন না ত, মিস্টার প্রায়েদ? রেভারেণ্ড বললেন ধীরে ধীরে।

নিশ্চয় না। আমার সঙ্গে এত ভদ্রতা করার দরকার নেই।

ধন্যবাদ! দেউড়ি পার হয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন রেভারেণ্ড।

প্রায়েদ বলল—আচ্ছা, প্রতি সপ্তাহে একটা করে ধর্মীয় ভাষণ লেখা বেশ অদ্ভুত কাজ, তাই না?

যদি কাউকে লিখতে হয় তবে নিশ্চয় অদ্ভুত। কিন্তু উনি ত নিজে লেখেন না, ভাষণ কেনেন। এখন উনি গেলেন একটু সোডাওয়াটারের খোঁজে।

বাপের স্বভাবের প্রতি খোঁচা দিয়ে কথা বলল ফ্রাঙ্ক। এটা ভাল লাগল না প্রায়েদের। সে তাই বলল—দেখ ফ্রাঙ্ক, বাপের প্রতি আরও শ্রদ্ধা নিয়ে তোমার কথা বলা উচিৎ। ইচ্ছে করলে তুমি যথেষ্ট ভদ্র হতে পার তা আমি দেখেছি।

বাপ আর ছেলের সম্বন্ধ মধুর হওয়াই স্বাভাবিক। একজন স্নেহ করবে এবং অন্য জন শ্রদ্ধা জানাবে। স্নেহ এবং শ্রদ্ধা মধুরতা সৃষ্টি করবে। কিন্তু ফ্রাঙ্ক আর রেভারেণ্ডের মধ্যে এমন কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে এই মধুর সম্পর্ক চিড় খেয়েছে। ওরা পরস্পর আর পরস্পরকে সহ্য করতে পারছে না।

প্রায়েদের কথা শুনে ফ্রাঙ্ক মৃদু হাসল।

বলল—দেখ প্রাদি, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে এই বাবার সঙ্গে আমাকে একই বাড়ীতে বাস করতে হয়। দুজন যখন একসঙ্গে বাস করে তা তারা বাপ এবং ছেলে অথবা স্বামী এবং স্ত্রী কিংবা ভাই এবং বোন হলেও কিছু এসে যায় না…তখন তারা বিকালে দশ মিনিটের জন্য বেড়াতে

আসা মিষ্টি ভদ্রতাটুকু বজায় রাখতে পারে না! তাই বলছি যে, বাবার অনেক সাংসারিক গুণ আছে ঠিকই কিন্তু তিনি ভেড়ার মতন অস্থিরমতি ও গাধার মতন চালবাজ···।

না, না। ফ্রাঙ্ক ওসব বল না। মনে রেখ, উনি তোমার বাবা।

হাতে কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল ফ্রাঙ্ক। সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বলল—তার জন্য তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর যথেষ্ট বাহাদুরিও আছে। মনে রেখ তিনি ওই ক্রফট্স্‌কে বলেছেন ওয়ারেনদের আজ এ বাড়ীতে আনতে! নিশ্চয় তিনি তখন মাতাল হয়েছিলেন। আমার মা যে এক মুহূর্তের জন্যও শ্রীমতী ওয়ারেনকে সহ্য করবেন না এটাও জেনে রেখ। তার মা আবার শহরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ভিভির এখানে আসা উচিৎ নয়।

খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে তার উপর নজর বুলোতে বুলোতে প্রায়েদ বলল—কিন্তু তোমার মা ত শ্রীমতী ওয়ারেনের সম্পর্কে কিছুই জানেন না, জানেন কি?

তা জানি না। তবে যেভাবে তিনি শহরে চলে গেলেন তাতে মনে হয় জানেন। তবে সাধারণভাবে মা এসব গ্রাহ্য করেন না কেননা অনেক বিপদে পড়া মেয়েকে মা সাহায্য করেন, তাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। তবে তারা আসলে সবাই ভদ্র। আর সেখানেই রয়েছে পার্থক্য। এটা সন্দেহাতীত যে, শ্রীমতী ওয়ারেনের অনেক গুণ আছে, কিন্তু তিনি বড় দজ্জাল। মা এর জন্য কিছুতেই তাঁকে বরদাস্ত করতে পারবেন না। কাজেই···ওহো এই যে···। লতে বলতে ফ্রাঙ্ক বচমকে উঠে দাঁড়াল।

রেভারেণ্ড বাড়ীর ভিতর থেকে সবেগে বেরিয়ে এলেন।

জানালা দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছেন ক্রফট্স্‌ ওয়ারেনদের নিয়ে এখানে আসছে। অথচ তাঁর স্ত্রী বাড়ী নেই। এখানে এখন অভ্যাগতদের দেখাশোনা করবে কে? তার ওপর অভ্যাগতরা আসছেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী বাড়ী থেকে এ সময় চলে গেলেন এর জন্য কি কৈফিয়ৎ তিনি দেবেন! তিনি বেশ বিপদেই পড়েছেন।

ফ্রাঙ্ক, দেখলাম শ্রীমতী ওয়ারেন মেয়েকে নিয়ে এদিকে আসছেন, সঙ্গে রয়েছে ক্রফট্স্। তোমার মায়ের সম্পর্কে ওদের কাছে কি বলব বল ত? বললেন পাদরি।

ফ্রাঙ্ক বাবাকে এ সময় উৎসাহিত করার জন্য বলল—টুপি মাথায় দিয়ে এগিয়ে যান, ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। বলুন, ওদের এ বাড়ীতে পেয়ে আপনি খুব খুশি। আর ফ্রাঙ্ক বাগানে রয়েছে। তবে এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখার জন্য তার মা আর বেসি হঠাৎ শহরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তারা থাকতে পারল না এর জন্য তারা খুব দুঃখিত। এবং আপনার আশা, রাতে শ্রীমতী ওয়ারেনের ভাল ঘুম হয়েছে।...এবং, এবং...সত্যি কথাটা ছাড়া আর যা খুশি বলবেন। বাকিটা ছেড়ে দিন ভাগ্যের ওপর।

কিন্তু পরে তাদের হাত থেকে কি করে মুক্তি পাব?

বাড়ীর মধ্যে যেতে যেতে ফ্রাঙ্ক শুধু বলল—ওসব ভাববার এখন সময় নেই।

এই ছেলেটাকে নিয়ে কি যে করি, মিস্টার প্রায়েদ! কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটা ফেলটের টুপি নিয়ে বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফ্রাঙ্ক। এবং সেই টুপিটা বাবার মাথায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে ফটকের দিকে নিয়ে যেতে যেতে সে বলল—যান। এখন ওঁদের অভ্যর্থনা জানান। বলবেন যে, আমি আর প্রায়েদ বাগানে আছি।

রেভারেণ্ডের মনে দ্বিধা। কিন্তু তিনি অবাধ্য হলেন না। ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ফ্রাঙ্ক এবার বলল—দেখ প্রায়েদ, ওই বুড়িকে যেমন করেই হোক শহরে ফেরৎ পাঠাতেই হবে। আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বল ত, ওই মা আর মেয়েকে এক সঙ্গে দেখে তোমার কি একটুও ভাল লাগছে?

ওহো, কেন ভাল লাগবে না?

আকর্ণবিস্তৃত হাসি ছড়িয়ে পড়ল ফ্রাঙ্কের মুখে। তারপর বিকৃত মুখে বলল—আমার ভাল লাগে না। ওর ছোটলোকমি দেখলে তোমার গা শিউরে ওঠে না, প্রায়েদ? ওই শয়তান জঘন্য-স্বভাবের বুড়ি করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই এই সংসারে, ওর প্যাশে ভিভি···ওঃ একেবারে অসহ্য···

থাম। ওরা আসছে।

রেভারেণ্ড ফটক খুলে ধরল।

ভিভির কোমর জড়িয়ে ধরে শ্রীমতী ওয়ারেন ফটক পেরিয়ে বাগানে এসে থামলেন এবং পাদরির বাড়ীখানা দেখতে লাগলেন।

ফ্রাঙ্ক কয়েকটা কথা এমন মৃদুকণ্ঠে প্রায়েদকে বলল যা ওঁরা কেউ শুনতে পেলেন না।

দেখেছ প্রাদি, ভিভিও সত্যি সত্যি বুড়ির কোমর জড়িয়ে ধরেছে। কি রকম বিশ্রী দেখাচ্ছে। আর ধরেছে ডান হাতে। তার মানে ভিভিই প্রথমে তার মাকে জড়িয়ে ধরেছে। এঃ তাহলে ভিভিও ভাবে গদগদ হয়েছে! হায় ভগবান! এসব দেখেও তোমার গা কি শিউরে উঠছে না?

প্রায়েদ কোন জবাব দিল না।

সাময়িক বিতৃষ্ণার ভাব থেকে নিজের মনকে মুক্ত করল ফ্রাঙ্ক। ভান করল ওদের দেখে দারুণ উৎসাহিত হয়ে ওঠার। দ্রুতপদে ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে শ্রীমতী ওয়ারেনকে বলল—আপনাকে এ বাড়ীতে দেখে দারুণ আনন্দ হচ্ছে, শ্রীমতী ওয়ারেন। এই শান্ত ধর্ম-মন্দিরের পরিবেশে আপনাকে খাসা মানাচ্ছে। অপূর্ব!

কই, আমার ত মনে হচ্ছে না! ছেলেটা কি বলছে শুনেছ, জর্জ? বলছে, এই শান্ত ধর্ম-মন্দিরে আমাকে না-কি খাসা মানিয়েছে।

ক্রফট্‌স্ তখনও ফটক পেরিয়ে ভিতরে আসেন নি।

রেভারেণ্ড ফটক খুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বিরস মুখে চারধার দেখতে দেখতে ক্রফট্‌স্ খুব ধীরে সুস্থে ভিতরে

এলেন। ভাবখানা এমন যে, এত তাড়া কিসের! হাতে সময় ত রয়েছে প্রচুর।

বললেন রেভারেণ্ড—তোমাকে সব জায়গায় খাসা মানায়, কিটি!

রসিকতা করার এমন সুযোগ হাত ছাড়া করল না ফ্রাঙ্ক। তাই তরল-কণ্ঠে বলল—সাবাস, বাবা, সাবাস! এবার লাঞ্চ খাওয়ার আগে খুব একচোট হৈ-চৈ করে নেওয়া যাক। প্রথমে চলুন এই গীর্জাটা দেখা যাক। এখানে প্রত্যেকেই গীর্জেটা আগে দেখে নেয়। জানেন, এই গীর্জেটা ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটা প্রাচীন গীর্জা। বাবা এই গীর্জেটা খুব ভালবাসেন। তাই এটাকে সারাবেন বলে ছ'বছর আগে অনেক চাঁদা তুলেছিলেন। তারপর এটার একেবারে পুরোপুরি সংস্কার করেছেন। মেরামত করিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য প্রায়েদ আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে।

প্রায়েদ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—নিশ্চয়। সংস্কার এবং মেরামতের পর বলবার মতন কিছু থাকলে বলতে পারব।

ঠিক এমন যে হবে তা ভাবতেই পারেন নি রেভারেণ্ড। আশা করেন নি ওয়ারেনরা মা আর মেয়ে আজ সকালে অতিথি হয়ে তাঁর বাড়ীতে আসবেন। এখন মনে পড়ছে কাল রাতে মদের ঝোঁকে তিনি ক্রফট্‌স্‌কে বলেছিলেন ওদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতে। সেই কথা রেখেছেন ক্রফট্‌স্‌। রেভারেণ্ড খুশি। ওঁদের অতিথি হিসাবে পেয়ে রেভারেণ্ড এখন বিগলিত।

বললেন—স্যার জর্জ এবং শ্রীমতী ওয়ারেন গীর্জে দেখতে যান এবং দেখে যদি খুশি হন তবে আমি দারুণ আনন্দিত হব।

চল তাহলে, দেখার কাজ সেরে আসি। বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

আমার কোন আপত্তি নেই। ক্রফট্‌স্‌ আবার ফটকের দিকে পা বাড়ালেন।

না, না। ওদিকে নয়। আমরা মাঠের ভিতর দিয়ে যাব। এদিকটা ঘুরে যাব। নিশ্চয় আপনাদের অসুবিধা হবে না। রেভারেণ্ড

বেড়া-ঘেরা বাগানের সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে ওঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

এদিকটায় লোকজনের চলাচল কম। তাঁর বাড়ী থেকে সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই পথ দিয়ে গীর্জার চত্বরে পৌঁছানো যায়।

ঠিক আছে। ক্রফট্‌স্‌ও তাঁদের সঙ্গে চললেন।

প্রায়েদও তাঁদের সঙ্গে গেল।

কিন্তু ভিভি গেল না। সে বাগান থেকে নড়ল না। তাকিয়ে তাকিয়ে সে তাঁদের চলে যেতে দেখল। তার মুখে একটা কঠিন ভাব ফুটে উঠল।

ফ্রাঙ্ক বলে উঠল—একি তুমি যাবে না, ভিভি ?

ভিভি মনে মনে ফুঁসছিল। ফ্রাঙ্কের ধৃষ্টতা তাকে দারুণ আঘাত করেছে। তাই সে জবাব দিল—না, যাব না। দেখ ফ্রাঙ্ক, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। একটু আগে ধর্ম-মন্দিরের বাগান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তুমি আমার মাকে নিয়ে রসিকতা করেছ। ভবিষ্যতে এ ধরনের কথা বলতে তোমাকে নিষেধ করছি। তোমার মাকে যেমন সম্মান করে কথা বল এর পর থেকে আমার মা সম্পর্কে সে-ভাবেই কথা বলবে।

তবু ফ্রাঙ্কের মন থেকে রসিকতার ভাবটুকু দূর হল না। সে বলল—দেখ ভিভি-সোনা, তোমার মা তাতে একটু খুশি হবেন না। তোমার মা আর আমার মা দু'জনে দু ধরনের মানুষ, কাজেই দু'জনের সঙ্গে দু'রকমের ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু আজ তোমার কি হয়েছে বল ত ? কাল রাতে ত তোমার মা আর তাঁর দলবল সম্পর্কে আমরা দু'জনে এক মত ছিলাম। অথচ আজ এখুনি দেখলাম তুমি তোমার মাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে গদগদ হওয়ার ঢঙ করছ !

লজ্জিত হল ভিভি। জানতে চাইল—কি বললে, ঢঙ ?

আমার ত তাই মনে হল, ভিভি। তোমাকে আজই প্রথম একটা বাজে কাজ করতে দেখলাম।

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছিল ভিভি। বলল—ঠিক বলেছ, ফ্রাঙ্ক। আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। তবে তাতে ফল কিছু বদলায় নি। কাল আমি ছিলাম একটা বোকা আর নীতিবাগীশ।

আর আজ? জানতে চাইল ফ্রাঙ্ক।

বারেক চোখ নাচাল ভিভি। তারপর ভিভির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—আজ আমি আমার মাকে তোমার চেয়ে ভালভাবে চিনেছি, ফ্রাঙ্ক।

ভগবান না করুন। তরলকণ্ঠে বলল ফ্রাঙ্ক।

তার মানে? কি বলছ তুমি?

দেখ ভিভি, লম্পট আর চরিত্রহীন নর-নারীর মধ্যে একটা দলগত মিল আছে, তারা পরস্পরকে জানে, কিন্তু সেটা তুমি জানো না। তোমার চরিত্র খুবই জোরালো। তাই তোমার মায়ের সঙ্গে আমার ওখানেই মিল, কাজেই তাঁকে আমি যত ভালভাবে চিনি, জানি, বুঝি, ততটা তুমি জান না···কখনও জানতেও পারবে না। ফ্রাঙ্ক ধীরে ধীরে বলল।

ভিভি যেন সব জানে, বোঝে এমনি জোরাল গলায় বলে উঠল—বাজে বকো না। সব ভুল বলছ তুমি। তাঁর সম্বন্ধে তুমি কিছু জান না। যে বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে মাকে আজীবন লড়াই করতে হয়েছে তা যদি জানতে···

তার মুখের কথা, মনের কথাগুলো যেন শেষ করল ফ্রাঙ্ক—তাহলে বুঝতে পারতাম কেন তিনি এরকম, তাই না? তাতে কি বা পার্থক্য হত? অনুকূল পরিবেশ হোক বা না-হোক, এটা ঠিক ভিভি, তুমি তোমার মাকে কিছুতে সহ্য করতে পারবে না।

এবার রাগল ভিভি। বলল—কেন পারব না?

কেননা তিনি একজন বৃদ্ধা স্বৈরিণী, ভিভি। আর কখন তুমি যদি আমার সামনে জড়িয়ে ধর তবে এই অসহ্য ন্যাকামির প্রতিবাদে

আমি তখ্খুনি নিজেকে নিজে গুলি করব। এই ধরনের ন্যাকামি একেবারেই আমি বরদাস্ত করতে রাজি নই।

তাহলে হয় তোমার সম্পর্ক আর না হয় মায়ের' সম্পর্ক আমাকে ছাড়তে হবে, তাই না?

ফ্রাঙ্ক আবার শান্ত ও ধীরকণ্ঠে বলল—তার ফলে ওই বৃদ্ধা মহিলাকে বড় অসুবিধায় পড়তে হবে, ভিভি। না, ভিভি। যেমন করেই হোক, তোমার এই ছোকরা প্রেমিকটি তোমার সঙ্গেই লেগে থাকবে, ভিভি। কিন্তু এই আমি পাছে তুমি ভুল কর এই জন্যে চিরকাল উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে। তাতে কোন লাভ হবে না ভিভি। তোমার মাকে সহ্য করা অসম্ভব ব্যাপার। তিনি হয়ত ভালমানুষ তবে বদ মহিলা, একেবারেই বদ।

ফ্রাঙ্ক···! তীব্র ঝাঁজালো কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল ভিভি।

দারুণ রাগে সে তখন ফুলছিল। তার সারা দেহ কাঁপছিল।

ওর রাগ দেখেও ফ্রাঙ্ক এতটুকু দমল না। বদলালো না নিজের অভিমত। হোক তার বয়স কম, তবু এই ছন্নছাড়া জীবনে এর মধ্যে লণ্ডন সমাজের অনেক কিছু সে জেনেছে, চিনেছে। এমন ধরনের বহু স্বৈরিণী রমণীর সঙ্গে সে মিশেছে···তাদের জীবন-চর্যা, তাদের চাল-চলন, কথাবার্তার ঢঙ সম্পর্কে লাভ করেছে অজস্র অভিজ্ঞতা। তাই কিটি ওয়ারেনকে দেখেই সে অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে, আন্দাজ করে নিয়েছে। অথচ এই মায়েরই মেয়ে ভিভি···কিন্তু দু'জনের জীবনধারা একেবারে ভিন্নমুখী। কলঙ্কিনী মায়ের এক নিষ্পাপ কন্যা।

তারপর সে বলল—বদ বলে কি পৃথিবীশুদ্ধ সবাই মাকে পরিত্যাগ করবে? তাঁর কি বাঁচার কোন অধিকার নেই? বলতে বলতে ইউ-গাছের নীচেকার বেঞ্চিতে সে বসল। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগল।

বেঞ্চির উপর ভিভির পাশে বসল ফ্রাঙ্ক। সে নিজেও আশঙ্কিত। কলঙ্কিনী মা আর তার বন্ধু ওই জর্জ ক্রফট্স্ এমন ফুলের মতন সুন্দর

এই মেয়েটিকে তারা নষ্ট করবে। লণ্ডন-সমাজের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে ভিভি।

ফ্রাঙ্ক এক সময় বলল—ভয় নেই ভিভি। তোমার মা কোনদিন পরিত্যক্ত হবেন না।

বোধ হয়, তাঁকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হব আমি।

এবার মৃদুকণ্ঠে সোহাগ জানাল ফ্রাঙ্ক। তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল।

বলল—না, মায়ের সঙ্গে তোমার বাস করা হবে না, এই যে মা আর মেয়েতে ছোট্ট ঘরোয়া দল করতে চাইছ, তা টিকবে না। কেবল আমাদের ছোট্ট দল যাবে ভেঙ্গে।

ফ্রাঙ্কের আদরে ভিভির মন গলল। সে মুগ্ধা। বলল—ছোট্ট দল বলতে কি বলছ?

সে একটা ক্লান্ত শিশুর মতন ভিভিকে কোলে তুলে নিল। বলল—অরণ্যের আড়ালে দু'টি মানব-শিশু···ভিভি আর ক্ষুদে ফ্রাঙ্ক। চল, আমরা ওই অরণ্যের আড়ালে চলে যাই। পাতার শয্যায় নিজেদের দেহ ঢাকি।

ধাত্রীর মতন ফ্রাঙ্কের দেহ দোলাতে দোলাতে ভিভি গভীর আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলল—গাছের নীচে, হাতে হাত, গভীর তন্দ্রা নেমে আসছে দু'চোখে।

বিদুষী মেয়ের সঙ্গী এক নির্বোধ ক্ষুদে বালক! বলল ফ্রাঙ্ক।

ছোট্ট মিষ্টি সুন্দর বালকটির সঙ্গিনী একটা বদ মেয়ে।

বড় শান্ত জীবন, ক্ষুদে বালকটি তার মূর্খ বাপের হাত থেকে মুক্ত, মেয়েটি মুক্ত তার মায়ের···।

ফ্রাঙ্কের মাথা দু'হাতে নিজের বুকের উপর টেনে নিল ভিভি। ভালবাসায় ভরপুর তার মন। বিগলিত কণ্ঠে বলল—চুপ। ক্ষুদে মেয়েটি এখন তার মায়ের কথা ভুলতে চায়।

এই মুহূর্তে নীরব দু'টি হৃদয়। তারা চপলতা হারিয়েছে। মুগ্ধ দু'টি মন পরস্পরের সান্নিধ্যে প্রেম আলিঙ্গনে বন্দী। নিথর পরিবেশ। সমাজ-সংসার, বাস্তব, অবাস্তব সব কিছু তারা এই ক্ষণের জন্য বিস্মৃত। প্রিয়কে বেঁধেছি বাহু-ডোরে···প্রিয়াকে পেয়েছি কোলে। দোলা লেগেছে মনে। ওরা দুলছে···নীরব দু'টি মন দুলছে, সুখে, ভালবাসায়।

এক সময় তন্দ্রা টুটে গেল ভিভির। নিজেকে গুছিয়ে নিল।

বলল—দেখ সোনা, আমরা দু'টো কি বোকা! এস! উঠে বস! হায় ভগবান! তোমার চুলগুলোর কি অবস্থা হয়েছে, দেখ।

ফ্রাঙ্ক তখনও আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে ভিভিকে। নীরব মুখে মিষ্টি এক টুকরো হাসি শুধু।

ভিভি ওর চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে আদুরে গলায় বলল—আচ্ছা, যখন কেউ দেখছে না তখন সব বড়োরাই কি এমনি ছেলেমানুষি করে না-কি! আমি নিজে যখন ছোট ছিলাম তখন এমন ত কখনও করিনি।

আমিও করি নি, ভিভি। রাণী আমার! তুমিই আমার জীবনের প্রথম খেলার সঙ্গিনী!

খুশিতে উচ্ছল ভিভি। আনন্দে মাতোয়ারা ফ্রাঙ্ক।

সহসা ভিভির হাতে চুম্বন করতে গিয়েও থামল ফ্রাঙ্ক। সতর্ক নজর বুলিয়ে চারধারটা দেখল। নজরে পড়ল ক্রফট্‌স্‌ বাগানের আগড় ঠেলে এগিয়ে আসছে। না, লোকটা তাকে এতটুকু শান্তি দেবে না। ঠিক এই সময়েই তাকে এখানে আসতেই হবে!

ফ্রাঙ্ক হতাশ হয়ে আওড়াল—ওহো, জঘন্য।

কেন জঘন্য, গো? শুধাল ভিভি।

চুপ! শয়তান ক্রফট্‌স্‌টা এখানে আসছে। বলতে বলতে ফ্রাঙ্ক ভিভির কাছ থেকে দূরে সরে বসল।

তোমার সঙ্গে কি কয়েকটা কথা বলতে পারি, মিস ভিভি? সহসা বলল ক্রফট্‌স্‌।

ভিভি লক্ষ্য করল, ক্রফট্‌স্ তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে চাইছে। তার সম্ভাষণে তাই দূরত্বের ব্যবধানটুকু সে পরিত্যাগ করেছে, এমনভাবে কথা বলছে যেন সে তার পরিচিত জন। যেন তার সঙ্গে এভাবে কথা বলার অধিকার তার আছে। বিরক্ত হয়ে ভুরু কোঁচকালো ভিভি।

তবু ভদ্রতার খাতিরে বলল—নিশ্চয়!

ক্রফট্‌স্ এবার ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাল। বলল—আমাকে মাপ কর, গার্ডনার। যদি কিছু মনে না কর ত বলি, ওরা তোমার জন্য গীর্জেয় অপেক্ষা করছে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে দেরি হল না ফ্রাঙ্কের। তাকে ভিভির কাছ থেকে সরাতে চাইছে শয়তানটা। ভিভিকে সে এমন কিছু বলতে চায় যা অপরে না শোনে। তার ভিভিকে কি বলবে শয়তান? একবার মুহূর্তের জন্য ভাবল, না ওই শয়তানটার খেয়াল মেটানোর জন্য সে উঠে যাবে না এখান থেকে, ছাড়বে না ভিভির সান্নিধ্য। তারপর মন বদলে গেল ফ্রাঙ্কের। সে বেঞ্চি থেকে উঠে পড়ল।

বলল—গীর্জেয় ছাড়া অন্য কোথাও গিয়ে আপনাকে খুশি করছি, ক্রফট্‌স্। দেখ ভিভাম, যদি আমাকে দরকার হয় তবে ফটকের ঘণ্টাটা বাজিও।

সহজ মনে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল ফ্রাঙ্ক। সে হাবে-ভাবে এতটুকু বিচলিত নয়।

কিন্তু ক্রফট্‌স্ তাকে সহজভাবে নিতে পারলেন না। এই বেকার বাউণ্ডুলে ছোকরা অমন একটা সুন্দরী যুবতীর মন জয় করে নিয়েছে এই চিন্তা তাঁর মনকে অহরহ বিচলিত করে তুলছে। তাই ফ্রাঙ্ক তাঁর কাছে দু'চক্ষের বিষ। ধূর্তমিভরা দৃষ্টি দিয়ে ফ্রাঙ্ককে চলে যেতে দেখলেন। তারপর ঘনিষ্ঠভাবে ভিভির দিকে তাকিয়ে ক্রফট্‌স্ বললেন—মিস ভিভি, বড় সুন্দর একটা ছোকরা, ওই ফ্রাঙ্ক। তবে দুঃখের কথা, ওর অর্থ নেই, না?

আপনি কি তাই ভাবছেন?

আর করবেই বা কি, বল? পেশাহীন জীবন। সম্পত্তিও নেই কিছু। ওর মুরোদই বা কতটুকু?

ওর অসুবিধের কথা আমি জানি, স্যার জর্জ।

ভিভি তাঁর ঠিক মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে দেখে স্যার জর্জ ক্রফট্‌স্ বড় বেকায়দায় পড়লেন। মেয়েটা যে এত চালাক তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। তাই নিজের বেকায়দা অবস্থাটা সামাল দেওয়ার জন্য তিনি বললেন—ওহো, কথাটা ঠিক তা নয়। কিন্তু যেহেতু আমরা সংসারে বাস করি তাই কথাটা ওঠে। অর্থই হচ্ছে সব কিছু।

কোন জবাব দিল না ভিভি। এটা ঠিক যে ফ্রাঙ্ক গরীব, সে বেকার। পাদরি পিতার সংসারে সে নিঃশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে। অর্থবান মানুষদের চোখে সে নিষ্কর্মা…একটা বাতিল মানবক। কিন্তু এ ত সাময়িক ব্যাপার। আজ ফ্রাঙ্ক বেকার, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেও যে সে বেকার হয়ে বসে থাকবে এমন কথা কে জোর করে বলবে! তাছাড়া ফ্রাঙ্ক ভিভির জীবনে তার নিজস্ব সমস্যা…ফ্রাঙ্ককে সে জীবনে কিভাবে গ্রহণ করবে সেটাও তার নিজস্ব ব্যাপার। ক্রফট্‌সের মতন একটা মানুষ তার নিজস্ব ব্যাপারে মাথা গলাক তা সে একেবারেই চায় না। মাকেও সে তার ব্যাপারে মাথা গলাতে দিতে রাজী নয়। স্বাভাবিকভাবেই ভিভি তাই বিরক্ত হল।

বলল—খুব সুন্দর!

কেবল এই দু'টো শব্দ উচ্চারণ করে ভিভি তার মনের বিরক্তি প্রকাশ করতে চাইল।

ভিভির সাহস দেখে যেন ক্রফট্‌স্ খুব খুশি হয়েছে আর সেই খোশমেজাজি ভাব প্রকাশ করার জন্যই ক্রফট্‌স্ বেঞ্চির উপর ভিভির পাশে বসল এবং বলল—দেখ মিস্ এই কথাগুলো বলার জন্য আমি এখানে আসিনি। এখন শোন, মিস্ ভিভি, আমি

বেশ ভালভাবেই জানি, কোন যুবতীর মনের মানুষ আমি হওয়ার আর যোগ্য নই।

সত্যিই, তাই নাকি, স্যার জর্জ ?

না। এবং সত্যি কথা বলতে কি আমি তা হতেও চাই না। তবে আমি যখন কিছু বলি তখন তার একটা অর্থ থাকে। যখন মনে যে আবেগ অনুভব করি তখন তা করি গভীরভাবে। এবং যখন কোন কিছুর দাম দিই তখন যথেষ্ট দাম দিই। আমি এ ধরনেরই মানুষ, মিস্ ভিভি। বেশ জোরালো কণ্ঠে কথাগুলো বললেন স্যার জর্জ।

নিশ্চয় এর জন্য আপনি প্রশংসার পাত্র। বলল ভিভি।

ওহো, নিজের প্রশংসা প্রচার করার জন্য আমি এসব বলছি না। ভগবান জানেন আমার বহু দোষও আছে। আর সে ব্যাপারে আমার চেয়ে সচেতন আর কেউ নেই। জানি আমি নিখুঁত চরিত্রের মানুষ নই। মাঝ-বয়সী একজন ভদ্রলোক হওয়ার একটা সুবিধা আছে! কেননা আমি যুবকও নই এবং নই সুদর্শনও! কিন্তু আমার মনে আছে একটা সহজ আদর্শ এবং সেটা খুবই ভাল আদর্শ। মানুষে মানুষে আছে এক ধরনের সম্মানবোধ আর নারী ও পুরুষের মধ্যে বিশ্বস্ততা। এই ধর্ম অথবা ওই ধর্মের মধ্যে নেই কোন বাছ-বিচারের অবসর, কিন্তু একটা মাত্র বিশ্বাসের অস্তিত্ব রয়েছে যে জিনিসটা কল্যাণধর্মী। বক্তৃতার ঢঙে কথাগুলো বলে থামলেন স্যার জর্জ।

যেন রসিকতার ছোবল মারার জন্য ভিভি বলল—আমরা নই, আমাদের জ্ঞানের অতীত কোন শক্তি আমাদেরকে শুভ বুদ্ধির পথে চালিত করছে, তাই না ?

ভিভির কথাগুলো কিন্তু ক্রফট্সের মনে গভীরভাবে আঘাত হানল তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন—নিশ্চয়। আমরা নই, আমাদের জ্ঞানাতীত কোন শক্তি। আমি কি বলতে চাইছি তা বোধ হয় তুমি বুঝেছ। আচ্ছা, এবার কাজের কথাটা বলা যাক। তুমি হয়ত একটা

ধারণা করেছ যে, আমি টাকা-পয়সা খুব উড়িয়ে বেড়িয়েছি। কিন্তু তা আমি করি নি। যখন প্রথম সম্পত্তি হাতে পাই তখনকার থেকে এখন আমি অনেক বেশি ধনী। সংসার সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা ছিল তার ফলে একটা ভাল ব্যবসায়ে আমি আমার টাকা খাটিয়েছি অথচ সেই ব্যবসাটা সাধারণ লোকের নজরে পড়ে নি। এবং আমি যাই হই না কেন টাকা-পয়সার দিক থেকে আমি একদম নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ মানুষ।

এসব কথা আপনি আমাকে বলছেন বলে আমি খুব কৃতজ্ঞ, স্যার জর্জ।

ওহো, আচ্ছা, মিস ভিভি। আমি যা বলতে চাইছি তা বুঝতে না পারার ভান করার তোমার প্রয়োজন নেই। বিয়ে-থা করে এবার আমি লেডি ক্রফট্‌সের সঙ্গে সংসার করতে চাই। তুমি আমাকে এভাবে সোজাসুজি মনের কথা বলতে দেখে বোধ হয় নির্বোধ ভাবছ, তাই না? ক্রফট্‌স্ অবশেষে মনের ভাব প্রকাশ করে ভিভির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পাশে বসা এই লোকটার কাছ থেকে সরে যাওয়ার উদগ্র-কামনা জাগল ভিভির মনে। তাই সে বেঞ্চি থেকে উঠে পড়ে সূর্য-ঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে বলতে লাগল— একেবারেই না। বরং এত সোজাসুজি আপনি কথা বলছেন বলে আমার বুঝতে সুবিধা হয়েছে। আমি আপনার প্রস্তাব বুঝতে পেরেছি···টাকা-পয়সা, সামাজিক মর্যাদা, লেডি ক্রফট্‌স্ হওয়ার সম্ভাবনা এবং এমনি আরও সব। যদি কিছু মনে না করেন ত আমি বলব, না। এসব চাই না।

ভিভি এমন প্রস্তাবে রাজী নয়। তা না হোক। স্যার জর্জ ক্রফট্‌স্ একটুও হতাশ হলেন না। বেঞ্চির উপর একটু জায়গা পেয়ে আরাম করে বসলেন। তিনি যেন জানেন যে, পূর্বরাগের পালা যখন চলে তখন প্রথম দিকে এ ধরনের অস্বীকৃতি প্রেমের চিরকালের রীতি।

তাই তিনি নিরাশ নন। আরো উৎসাহ নিয়ে বললেন—আমার কোন তাড়াতাড়ি নেই। পাছে গার্ডনার ছোকরা তোমায় ফাঁদে ফেলে তাই আমার কথাগুলো জানিয়ে রাখলাম। প্রস্তাবটা শুধু পেশ করে রাখলাম।

এবার তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল ভিভি—না-ই হচ্ছে আমার চরম কথা, ওকথা আমি কখ্খনো ফেরাব না।

ভিভির কথায় অভিভূত হলেন না ক্রফট্‌স্। হাসলেন। হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে লাঠি দিয়ে ঘাসের উপর বসা এক বেচারা পোকাকে খোঁচা মারলেন। ধূর্তমিভরা দৃষ্টিতে তাকালেন ভিভির দিকে। মুখে শেয়ালের মতন যেন ধূর্ত-হাসি।

অসহিষ্ণু ভিভি মুখ ফিরিয়ে নিল।

এবার ক্রফট্‌স্ বললেন—দেখ, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। পঁচিশ বছরের বড়, তার মানে সিকি শতাব্দী। চিরকাল ত আমি বেঁচে থাকব না। আমার মৃত্যুর পর তুমি যাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পার তার ব্যবস্থা করে যাব।

ভিভি ভিন্ন চরিত্রের মেয়ে। তার মন গলল না।

বলল—ওসব লোভের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমার আছে, স্যার জর্জ। আমার এই জবাবটা চরম বলে মেনে নিলে কি আপনার পক্ষে ভাল হবে না? আমার এই মতের সামান্যতম পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই।

ক্রফট্‌স্ হচ্ছেন সেই ধরনের মানুষ যিনি জীবনে সিদ্ধিলাভ করেছেন। বহু মানুষের সংস্পর্শে এসে অজস্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। জানেন, সময় অনেক কিছুর সুরাহা করে। তাড়াতাড়ি করতে গেলে বা ব্যস্ততা দেখালে অনেক কিছু হাতছাড়া হয়। তাই মনে মনে ঠিক করলেন যে, ভিভির জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন। কিন্তু অপেক্ষা করাটাও ত নিরাপদ নয়! ফ্রাঙ্ক সুদর্শন তরুণ··· তার ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে পারে তরুণী ভিভি। এর বিরুদ্ধে কি

ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন স্যার জর্জ? ভাবতে লাগলেন। ভালবাসা? প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা অমন একটি সুন্দরী তরুণী তাঁর মতন একটি রূপহীন প্রৌঢ় পুরুষকে ভালবাসতে পারে না। সামাজিক মর্যাদা? স্যার জর্জ একজন জমিদার···ধনী জমিদার। লণ্ডন-সমাজের মর্যাদার আসন তাঁর জন্য চিহ্নিত। তাঁর সামাজিক মর্যাদা খুবই মূল্যবান। শ্রীমতী ওয়ারেনের কাছে সেই মর্যাদার যথেষ্ট দাম থাকলেও তার মেয়ে সে দাম দিতে রাজী নয়।

দারুণ বিরক্তিতে একটা ডেইজি-গাছের ঝাড়ে হাতের লাঠির আঘাত হানলেন ক্রফট্স্ এবং বেঞ্চি থেকে উঠে এগিয়ে গেলেন ভিভির দিকে।

বললেন—ঠিক আছে, এতে কিছু এসে যায় না। তোমাকে এমন একটা কথা বলতে পারি যাতে দ্রুত তোমার মন বদলে যাবে। কিন্তু আমি তা বলব না। সত্যিকারের ভালবাসা দিয়ে আমি তোমার মন জয় করতে চাই। আমি তোমার মায়ের একজন কল্যাণকামী বন্ধু ছিলাম। ছিলাম কিনা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। আমার সাহায্য এবং পরামর্শ না পেলে তোমার সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কিছুতে তিনি রোজগার করতে পারতেন না, অবশ্য যে টাকা আমি আগাম অনুদান দিয়েছিলাম তার কথা বলছি না। যেভাবে আমি তাঁকে সাহায্য করেছি এমনভাবে আর কেউ তাঁকে সাহায্য করবে না। প্রথম থেকে শেষ অবধি এই ব্যবসায়ে চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের মতন অর্থ নিয়োগ করেছি।

তাঁর দিকে অবাক-নয়নে তাকিয়ে থেকে ভিভি শুধাল—তাহলে আপনি কি বলছেন যে, আপনি আমার মায়ের ব্যবসার অংশীদার?

ক্রফট্স্ খুশি হলেন। মেয়েটা তাহলে এতক্ষণে কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছে। আরে, তিনি যদি কিটিকে প্রয়োজনীয় অর্থ না দিতেন তাহলে আজ এতবড় ব্যবসা গড়ে তুলতে পারত না সে। তাহলে ভিভিকে এমনভাবে মানুষ করা তার পক্ষে সম্ভব হত না।

এই যে আজ বড় বড় কথা বলছে মেয়েটা···কোথায় শিখতো এসব কথা সে, যদি কিটি ভাভাসুর আজও বন্দর-এলাকায় একটা ছন্নছাড়া স্বৈরিণী রমণী হয়েই থাকত। মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন স্যার জর্জ। এই মুহূর্তে এসব কথা ভাবতে তাঁর খুব ভাল লাগছে।

বললেন—হাঁ। বলতে গেলে এটা একটা পারিবারিক ব্যাপার, কাজেই পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে সমস্ত গণ্ডগোল আর জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, এটা একবার ভেবে দেখ। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ ত, একেবারে অপরিচিত মানুষের কাছে তিনি তাঁর জীবনের সব ব্যাপার খুলে বলতে চাইবেন কিনা।

এটা আর আমার কাছে কঠিন কাজ বলে মনে হচ্ছে না কেননা এই ব্যবসা ত গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে এবং মূলধন তুলে নেওয়া হচ্ছে যখন। বলল ভিভি।

ভিভির কথাগুলো শুনে থামলেন ক্রফট্স্। অবাক হলেন।

বললেন—গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে? একেবারে দুর্দিনেও যে ব্যবসায়ে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ লাভ আসে সেই ব্যবসা গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে! কখনো না! তোমায় একথা কে বলল?

ভিভির মুখের রঙ ফ্যাকাসে হল। কোন রকমে শুধাল—আপনি বলছেন ওটা এখন···? সহসা থামল ভিভি। সে আর কথা বলতে পারছে না। ব্যবসা তাহলে এখনও চলছে। মা তাহলে ইচ্ছে করে তার কাছে মিথ্যে বলছে। মা বলছে, একটা ব্যবসার সঙ্গে রয়েছে মায়ের যোগ। আবার স্যার জর্জ বলছেন, খুব লাভজনক একটা ব্যবসার কথা। কিন্তু এটা কিসের ব্যবসা? ব্যবসার চেহারা কি, সওদাই বা কি···কিছুই জানে না ভিভি। অথচ এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে এই ব্যবসার উপরই তার আর তার মায়ের ভবিষ্যৎ-জীবন নির্ভর করছে।

উদ্বেগে ভাবনায় ভিভির দেহ টলছে। সে সূর্য-ঘড়ির উপর হাত রেখে দেহের টাল সামলাল। আবার জানতে চাইল—কোন ব্যবসার কথা আপনি বলছেন ?

ক্রেফট্স্ আমতা আমতা করে বললেন—দেখ, মিস ওয়ারেন, আমাদের সমাজে, মানে জমিদারদের সমাজে, এটা হয়ত ঠিক যে, এই আমার ব্যবসাটাকে খুব ভদ্র ব্যবসা কেউ বলবে না। জান, তুমি যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ কর তবে আর আমার ব্যবসা বলব না, বলব আমাদের ব্যবসা। এর পিছনে কোন রহস্য আছে বলে একদম ভেব না। অবশ্য তোমার মা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন তাই নিশ্চয় তুমি জেনেছ যে, এটা খুব সহজ এবং সৎ একটা ব্যবসা। বহুদিন ধরে তোমার মা আমার পরিচিত। অনুচিত কোন কাজে হাত দেওয়ার আগে তিনি বরং নিজের হাত কেটে ফেলবেন তবু অন্যায় কোন কাজ করবেন না···এমন ধরনের নারী তিনি। যদি চাও তবে এর সম্বন্ধে আরো অনেক কথা তোমাকে খোলাখুলি বলতে পারি। বিদেশে বেড়াতে গিয়ে নিশ্চয় দেখেছ যে, ভাল হোটেলে জায়গা পাওয়া কত কষ্টকর।

বিদেশে হোটেলের স্মৃতি মনে পড়তে ভিভি বিরক্ত হল।

বলল—হাঁ। তারপর বলে যান।

ব্যস! এই হোটেলের কথাই সব। ব্যবসা চালাবার প্রতিভা তোমার মায়ের আছে। ব্রাসেলস্ নগরীতে আমাদের ছুটো হোটেল আছে। অস্টেও শহরে আছে একটা। ভিয়েনায় একটা এবং বুদাপেস্তে ছুটো। অবশ্য এ ব্যবসায়ে আরো অনেকে আছে। তবে মূলধনের বেশির ভাগ টাকা দিয়েছি আমরা। আর তোমার মা ছাড়া আর কাউকে দিয়ে এই ব্যবসা পরিচালনা করা যায় না, তোমার মা ডিরেক্টার হিসাবে অপরিহার্য। সাহস করেই বলছি, তোমার নিশ্চয় নজরে পড়েছে যে, তোমার মা খুব বেশি বিদেশে ভ্রমণ করেন। কিন্তু বুঝেছ যে, একথা তুমি সমাজে বলতে পারবে না।

হোটেলের নাম একবার করলেই লোকে ধরে নেবে যে, তুমি ভাঁটিখানার বা বারবণিতালয়ের মালিক। অজ্ঞ লোকদের মতন তুমিও নিশ্চয় তোমার মায়ের সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলবে না, বলবে কি? আর সেজন্যই ব্যবসার কথাটা আমরা গোপন রাখি। একটা কথা, ব্যাপারটা তুমিও নিজের মনেই রেখ, রাখবে না? এতদিন ধরে এটা যখন গোপন রয়েছে তখন এটাকে গোপন রাখাই ভাল।

ভিভি তীব্রকণ্ঠে বলল—আর এই ব্যবসায়ে আপনি আমাকে যোগ দিতে বলছেন?

ওহো, না। একেবারেই না। আমার স্ত্রী কখনো ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে না। এখন যেমন আছ তুমি তেমনি থাকবে সব সময়।

আমি আছি! মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি?

এখন যেমন এই ব্যবসার উপস্বত্ব ভোগ করছ, তেমনি। এই টাকা থেকেই ত তোমার শিক্ষা, পোশাক-আশাক ইত্যাদির খরচ যোগান হয়। মিস ভিভি, এই ব্যবসার কথা শুনে ওভাবে নাক তুলো না। এই ব্যবসা না থাকলে কোথায় থাকত তোমার নিউনহাম এবং গার্টন? কিভাবে সেখানে পড়াশুনা করার সুযোগ পেতে?

ক্রফট্সের প্রায় কোলের কাছ থেকে ছিটকে সরে গেল ভিভি। মায়ের গোপন ব্যবসার চরিত্রটা এখন পরিষ্কারভাবে তার চোখের সামনে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। আর এই লোকটা মায়ের ব্যবসার অংশীদার। মায়ের বুদ্ধি আর এই লোকটার মূলধনে তাদের ব্যবসা আজ জমজমাট। পাপের ব্যবসা···সমাজের পঙ্কিল পরিবেশে অর্থ উপার্জন করাই শ্রীমতী ওয়ারেনের জীবিকা। ইউরোপের নামকরা শহরগুলোর বুকে একটা বা দুটো করে তারা গড়ে তুলেছে পঙ্কিল আস্তানা। হোটেল নয় কেবল···হোটেলের নামের আড়ালে এক একটা বারবণিতালয়।

ছিটকে দূরে সরে গিয়ে ভিভি ফুঁসে উঠল—সাবধান। আপনাদের ব্যবসার স্বরূপ আমি বুঝতে পেরেছি।

ক্রফট্সের মন রাগে বিষিয়ে উঠল। কটু কথা বলার দুরন্ত ইচ্ছাটা কোনরকমে দমন করে ক্রফট্স্ বললেন—কে বলল তোমায় এসব কথা।

আপনার ব্যবসার অংশীদার। আমার মা।

রাগে কালো হয়ে গেল ক্রফট্সের মুখমণ্ডল। তীব্র স্বরে বললেন—ওই বুড়ি…

ঠিক তাই। জবাব দিল ভিভি।

কিন্তু এ সময় রাগ দেখালে ত চলবে না, ভাবলেন ক্রফট্স্। মনের রাগ মনে পুষে রাখতে হবে, প্রকাশ করা যাবে না। তাই কোন রকমে রাগ দমন করে মনে মনে অশ্লীল গালাগালি আওড়ালেন। তিনি বুঝলেন যে, এ সময় মেয়েটির উপর দরদ দেখালে কাজ হবে। রাগের বদলে তাই দরদের রঙীন টুপিটা পরে নিলেন ক্রফট্স্। যেন তিনি ভিভির কত আপনজন এমন একটা ভান করলেন।

বললেন—তোমার প্রতি তোমার মায়ের আর একটু দরদ থাকা উচিত ছিল। কখখনো এসব কথা আমি তোমার মাকে বলতাম না।

রসিকতা করার এমন সুযোগটুকু হাতছাড়া করল না ভিভি।

তাই বলল সে—মনে হয় বলতেন আমাদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ; প্রয়োজন মত আমাকে জব্দ করার জন্য ওটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতেন।

এবার গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ক্রফট্স্ বললেন—না, না। তেমন ইচ্ছে আমার কোনদিন ছিল না, এখনও নেই। ভদ্রলোক হিসাবে শপথ করে বলছি, কখখনো তা করব না।

ভিভি অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। পরিহাস-তরলকণ্ঠে প্রতিবাদ করার ইচ্ছা তার মনে এক সময় স্তিমিত হল, শান্ত হল। বিবেকের দংশনে তার মন এখন ক্ষত-বিক্ষত। সে সংযতভাবে বলল—এতে কিছু এসে যাবে না। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, আজ এখান থেকে বেরবার পর আমাদের পরিচয় শেষ হয়ে যাবে।

কেন? তোমার মাকে সাহায্য করেছি বলেই কি এটা হবে?

বিবেকের দংশন এবার মানসিক দুঃখ সৃষ্টি করল। ম্লানকণ্ঠে বলল ভিভি—আমার মা খুবই গরীব ছিল তাই যে-কাজ মা করতে বাধ্য হয়েছিল তার পিছনে ছিল যথেষ্ট কারণ। আপনি ছিলেন অজস্র ধন-সম্পদের মালিক, তবু আপনি এ কাজ করেছিলেন শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ মুনাফার জন্য। তাই আপনি হচ্ছেন একজন ঘুঘু বদমাস, আর সেটাই আমার বিশ্বাস। আপনার সম্পর্কে এটাই আমার ধারণা।

ক্রফট্স্ শুধু ভিভির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি একটুকুও অ-খুশি হলেন না। বরং ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলে ভিভি এই যে মুক্তকণ্ঠে তাঁর কথাগুলো বলল এবং যার ফলে সহজভাবে কথা বলার সুযোগ এসেছে এতে তিনি আনন্দিত হলেন। এতদিন লোকে তাঁর ধনসম্পদ দেখে অবাক হয়েছে, তাঁর প্রশংসা করেছে। তাঁর করুণা এবং সাহায্য চেয়েছে। আজ প্রথম নিজের চরিত্রের সমালোচনা নিজের কানে শুনলেন। সমাজের অঙ্গে কর্দম লেপন করে তিনি যে ধন আহরণ করেছেন তা একটি মেয়ে মুক্তকণ্ঠে, দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর মুখের উপর বলছে। এর জন্য তাঁর রাগ হওয়ার কথা। কিন্তু কই রাগ ত তাঁর হচ্ছে না! বরং আনন্দ হচ্ছে। গর্ব অনুভব করছেন। হাসতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তাই ক্রফটস্ হেসে উঠলেন—হা, হা, হা, হা। বললেন—বলে যাও, মিস্ ভিভি, বলে যাও। এতে আমার মনে কোন আঘাত লাগছে না তবে তুমি আনন্দ পাচ্ছ। এই ব্যবসায়ে আমার টাকা খাটাবো না কেন? অন্য লোকদের মতন আমিও মূলধন নিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করি। আশা করি তুমি ভাবছ না যে, একাজ করে আমি আমার হাত নোংরা করছি। শোন আমার মামা বেলগ্রাভিয়ার ডিউক এক সন্দেহজনক উপায়ে টাকা রোজগার করেন তাই বলে কি তুমি তাকে মেশবার উপযুক্ত লোক বলে মনে করবে না? ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপের জমিদারিতে কিছু বদমাস আর পাপী বাস করে। তারা ভাড়া দেয়

তাহলে আর্চবিশপকে কি সমাজ থেকে ছেঁটে ফেলা যায়? নিউনহামে তুমি ক্রফট্স্ স্কলারশিপ পেতে সে কথা তোমার মনে আছে? ওটা আমার ভাইয়ের দেওয়া, সে পার্লামেন্টের একজন সভ্য। সে তার কারখানা থেকে শতকরা বাইশ ভাগ মুনাফা অর্জন করে। ছ'শ মেয়ে কাজ করে তার কারখানায়···তাদের একজনও বেঁচে থাকার মতন প্রয়োজনীয় মজুরি পায় না। পরিবারে আর কেউ যখন তাদের সাহায্য করে না বল ত কি করে তারা সংসার চালাচ্ছে? তোমার মাকে বরং জিজ্ঞাসা করো। সমাজে আর সবাই যখন বিবেকবান মানুষ হিসাবে যা পাচ্ছে এবং যে ভাবে পাচ্ছে তাই পকেটস্থ করছে তখন তুমি কি চাও শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ মুনাফা অর্জনের সুযোগ আমি ত্যাগ করব? না আমি তেমন বোকা নই। দেখ, নীতি নিয়ে অত বাছবিচার করতে গেলে এ দেশে থাকা চলবে না, ভদ্র সমাজের সঙ্গে তোমার সব সংস্রব তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

থামলেন ক্রফট্স্। লণ্ডন-সমাজের উঁচুতলার এক কুৎসিত রূপ তিনি প্রকাশ করলেন।

এই তার দেশ! এই তার সমাজ! নীতি-আদর্শ- ভদ্রতা······ সব কিছুর মুখোশ খসে পড়া এক জঘন্য পরিবেশ! সমাজের অঙ্গে অঙ্গে প্রকটিত দুর্নীতির বিষাক্ত ক্ষত। ধনী আরো ধন উপার্জন করছে শোষণের মাধ্যমে···আর দরিদ্র আরো দারিদ্র্যের জ্বালায় অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। হায় রে! এই সভ্যতার, এই সমাজের, এই শিক্ষার আমরা বড়াই করি।

ভিভির মনে বিবেকের দংশন আরো তীব্র হয়ে উঠল।

বলল সে—আরো বলুন, সারজর্জ, আমার খরচের টাকাটা যে কোথা থেকে আসছে তাও আমি জানতে চাই নি, বলুন। আমার বিশ্বাস, আমিও আজ আপনারই মতন বদ এবং অসৎ। অপরাধ আমারও কম নয়।

প্রসঙ্গটা যেভাবে শুরু হয়েছিল এখন তা যেন একেবারে বদলে গেল।

ভীত হলেন ক্রফট্‌স্। তাই আশ্বস্ত কণ্ঠে বললেন—অবশ্য ব্যাপারটা তাই। এবং এটা ভালই হয়েছে। এতে ক্ষতিটাই বা কি হচ্ছে?

কিন্তু ভিভির হাবভাব বা মুখের চেহারা এতে একটুকুও বদলাল না।

ক্রফট্‌স্ এবার প্রসঙ্গটাকে হালকা করতে চাইলেন। তাই পরিহাস তরল কণ্ঠে বললেন—এখন সব কিছু শোনার পর আমাকে আর নিশ্চয় অত বদমাস মনে হচ্ছে না, তাই ত?

আপনাদের মতন আমিও মুনাফার ভাগ নিয়েছি। আপনার সম্বন্ধে আমার মতামতও আপনাকে জানিয়েছি, স্যার জর্জ।

আবার ভিভির সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হলেন ক্রফট্‌স্। বললেন—হ্যাঁ, নিশ্চয় তুমি ত বলেছ। দেখ, আমাকে আর তোমার ততটা বদ মনে হবে না। আমার বিদ্যে-বুদ্ধি ততটা তীক্ষ্ণ না হলেও সৎ মানবিক অনুভূতি রয়েছে আমার মধ্যে। এই সংসারে যা কিছু অসৎ যা কিছু নীচ···ক্রফট্‌স্ পরিবার চিরকাল তা ঘৃণা করে এসেছে। এ ব্যাপারে তোমারও নিশ্চয় সমর্থন আছে। আমার একটা কথা তুমি বিশ্বাস কর ভিভি, এই সংসারটাকে নিন্দুকরা যতই খারাপ বানাক না কেন আসলে সংসার মোটেই তত খারাপ নয়। তুমি নিজে যতক্ষণ না সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লাগছ ততক্ষণ সমাজ তোমার সম্বন্ধে কোন বেয়াড়া প্রশ্ন তুলবে না। বরং যদি কোন বেয়াদপ প্রশ্ন তোলে তবে লোকে তাকে পিটিয়ে শায়েস্তা করবে। সবাই যেটা বেশি সন্দেহ করে সমাজে সেটাই সবচেয়ে বেশী গোপনে থাকে। এমন সমাজের লোক-জনদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব যেখানে কোন ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা ভুলেও কোনদিন এই ব্যবসার ব্যাপার বা তোমার মায়ের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করবে না। আমি ছাড়া সমাজে এমন নিরাপদ স্থান আর কেউ তোমায় দিতে পারবে না ভিভি।

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে থামলেন ক্রফট্‌স্। তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ভিভির উপর। তাঁর কথাগুলো ভিভির মনে কোন ভাবান্তর আনতে পেরেছে কিনা সেটাই তিনি দেখছেন। বিষধর সাপকে বাঁশীর

সুরে মুগ্ধ করে সাপুড়ে···কিন্তু তার নজর থাকে সাপের চোখের দিকে। ভিভি বিষ-না-ভাঙ্গা এক জঙ্গলে বিষধর সর্পিণী।

দারুণ কৌতূহল নিয়ে ভিভিও দেখছিল স্যার জর্জকে।

বলল—মনে হচ্ছে আপনি ভাবছেন আমাকে খুব জমিয়ে ফেলেছেন, তাই না?

তবে আমার সম্পর্কে আগে তোমার যে ধারণা ছিল তা একটু বদলেছে, এটাই ভাবছি।

শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ভিভি—আপনি যে একটা ভাবনার যোগ্য মানুষ তাই আমি ভাবতে পারছি না একেবারে। মনে করতে পারছি না কি করে সমাজ আপনার মতন লোককে সহ্য করছে এবং আপনাকে রক্ষা করছে আইন যখন প্রতি দশ জনের মধ্যে নটি যুবতী আপনার এবং আমার মায়ের হাতে পড়ছে। আমার মা···এক অকথ্য মেয়েমানুষ! আর আপনি···তার জুলুমবাজ মহাজন!

ভিভির কথা শুনে জ্বলে উঠলেন ক্রফট্স্। তীব্রস্বরে তিনি বলে উঠলেন—গোল্লায় যাও···।

আপনার বলার প্রয়োজন নেই। সেখানেই ত আছি আমি।

ভিভি উঠে গিয়ে ফটকের ছিটকিনি খুলল বাইরে চলে যাওয়ার

তার পিছনে পিছনে এগিয়ে এলেন স্যার জর্জ। ফটক খোলায় বাধা দেওয়ার জন্য তিনি উপরের খিলটা চেপে ধরলেন। না, কিছুতেই তিনি ভিভিকে চলে যেতে দেবেন না। এ যা মেয়ে একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে আর কোনদিন তিনি তাঁকে দখলে পাবেন না। অথচ এই মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করার বড় সাধ তাঁর মনে। ওর বুড়ি, বিগত যৌবনা মাকে নিয়ে ব্যবসা করা যায়। রাত বাসরে মদের বোতল হাতে সঙ্গিনী করা যায়···কিন্তু বিয়ে? কখখনো তা সম্ভব নয়···নৈব নৈব চ। বিয়ের জন্য চাই এমন একটা ফুটন্ত সুন্দরী···হোক সে বার-বণিতা-তনয়া।

রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন ক্রফট্‌স্‌—ক্ষুদে শয়তানি, ভেবেছিস কি তোর এই সব ঢঙ আমি সহ্য করব ?

ভিভি অনড়। বলল—থামুন, বাড়াবাড়ি করবেন না, ঘণ্টার আওয়াজ শুনে এক্ষুনি কেউ ছুটে আসবে।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভিভি ঘণ্টায় আঘাত হানল। সজোরে বেজে উঠল ঘণ্টা।

আপনা থেকে পিছনে ফিরলেন ক্রফট্‌স্‌। মনে ভয়ের শিহরণ।

এবং ঠিক তখখুনি বন্দুক হাতে নিয়ে ফ্রাঙ্ক দেউড়ি দিয়ে ছুটে এল বাগানে। এবং খুশি ঝরা কণ্ঠে ফ্রাঙ্ক বলল—বন্দুকটা তুমি নেবে ভিভি, না-কি আমি চালাব ?

ফ্রাঙ্ক, তুমি আমাদের কথা শুনছিলে বুঝি ? জানতে চাইল ভিভি।

বাগানে ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। বলল—ঘণ্টার আওয়াজ শুধু কানে গেছে। কান পেতে ছিলাম তোমাকে যাতে না অপেক্ষা করতে হয়। আপনার চরিত্র মাহাত্ম্য তাহলে আমি ঠিকই ধরেছিলাম, ক্রফট্‌স্‌।

এবার ফ্রাঙ্ককে ধমক দিলেন ক্রফট্‌স্‌—জান, বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে তোমার মাথায় ভাঙতে পারি।

সাবধানে ক্রফট্‌সের দিকে এগিয়ে গেল ফ্রাঙ্ক। বলল—অমন কাজ করবেন না। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপারে আমি বড় অসাবধানী। নির্ঘাৎ মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। আর এই অসাবধানতার জন্য করোনারের কোর্ট থেকে আমাকে বকুনি খেতে হবে।

ফ্রাঙ্কের হাতে বন্দুক। একটা মারাত্মক অবস্থা যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে। ভাত হল ভিভি। তাড়াতাড়ি ফ্রাঙ্কের কাছে গিয়ে সে বলল—বন্দুক রাখ, ফ্রাঙ্ক। ওটার কোন প্রয়োজন নেই।

ঠিক বলেছ ভিভি। ওঁকে বরং কুস্তিতে কাবু করলে আরো খেলোয়াড়সুলভ কাজ হবে। হাসতে হাসতে বলল ফ্রাঙ্ক।

ফ্রাঙ্কের কথার হুল ক্রফট্‌সের মনে বিঁধল। অঙ্গভঙ্গী করে তিনি তাকে ভয় দেখালেন।

কিন্তু ফ্রাঙ্ক তাতেও একটুও ভয় পেল না। বরং মজা পেল। বলল —দেখুন ক্রফট্‌স্, আমার ম্যাগাজিনে পনরটা বুলেট আছে। আপনার বপু যেখানে চাঁদমারি এবং তা রয়েছে আমার এত কাছে, কাজেই সোজা-সুজি আপনাকে গুলি করতে আমার অসুবিধা হবে না।

ক্রফট্‌স্ জবাব দিলেন—না, না। তোমার ভয় পাওয়ার দরকার হবে না। তোমাকে আমি স্পর্শ করছি না।

এই পরিস্থিতিতে এটা আপনার মহানুভবতা। ধন্যবাদ।

বিষধর সাপ এবার ছোবল মারার সুযোগ পেয়েছে। ফণা তুলে এখন সে দুলছে।

স্যার জর্জ ক্রফট্‌স্ এক ভয়ঙ্কর বিষধর। এবার ধীরে ধীরে বললেন তিনি—যাওয়ার আগে তোমাদের একটা কথা বলে যাচ্ছি। তোমরা পরস্পরকে পেয়ার কর তাই খবরটা তোমাদের ভাল লাগবে। মিস্টার ফ্রাঙ্ক, তোমার সৎ-বোনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ওই হচ্ছে রেভারেণ্ড স্যামুয়েল গার্ডনারের বড় মেয়ে। আর মিস্ ভিভি, এই হচ্ছে তোমার সৎ-ভাই। আচ্ছা চলি। সুপ্রভাত।

ফটক পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন ক্রফট্‌স্।

দারুণ বিস্ময়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ফ্রাঙ্ক। হাতের বন্দুক তুলে নিশানা ঠিক করলো, বলল—ভিভ, করোনারের কোর্টে সাক্ষী দিও যে, এটা একটা দুর্ঘটনা।

অপসৃয়মান ক্রফট্‌সের দেহটাকেই সে নিশানা করল, কিন্তু ভিভি এগিয়ে এসে বন্দুকের নলের মুখটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরল। বলল—নাও, এবার গুলি কর।

থাম! সাবধান। বন্দুকটা হাত থেকে ফেলে দিল ফ্রাঙ্ক।

সেটা ঘাসের উপর পড়ল।

ওহো, তুমি তোমার ছোট্ট বন্ধুকে দারুণ বিপদে ফেলেছিলে। ধর যদি গুলি ছুটে যেত!

ধরলাম তাই হল। তাহলে এখন যে মানসিক যন্ত্রণা পাচ্ছি তা থেকে এই দৈহিক যন্ত্রণা কি আমাকে খানিকটা সোয়াস্তি দিত না?

ভিভির মানসিক দুঃখ বুঝতে পারে ফ্রাঙ্ক। বড় আঘাত পেয়েছে মেয়েটা। তাই তাকে ভোলাবার জন্য বলল—সোনা ভিভি, আর ও রকম কর না। মনে রেখ, বন্দুকের ভয়ে আজ ওই লোকটা জীবনে প্রথম সত্যিকথা যদি বলেও থাকে তবুও আমরা একান্তভাবে সেই গভীর বনের পথহারা দুই শিশু। আমাদের আর কোনো পরিচয় নেই। এসো, চল যাই আমরা ঝরা পাতায় আবার আমাদের দেহ ঢাকি।

হাত বাড়িয়ে সে ভিভিকে ধরতে গেল।

কিন্তু ভিভি ধরা দিল না। ঘৃণার সঙ্গে বলল—না, ওসব আর নয়। ওসব কথায় আমার গা শিউরে উঠছে।

কেন, কি হল তোমার ভিভ?

ফটকের দিকে যেতে যেতে বলল ভিভি—বিদায়!

আরে দাঁড়াও, ভিভি! লাফিয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক।

ফটকের সামনে গিয়ে ভিভি ঘুরে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ তুমি? কোথায় তোমাকে পাব? ফ্রাঙ্ক জানতে চাইল।

চান্সেরি লেনে অনরিয়া ফ্রেজারের অফিসে। বাকি জীবন ওখানেই থাকব।

ফটক খুলে ভিভি রাস্তায় বেরিয়ে গেল। ক্রফট্‌স্ যে দিকে গেছে তার উল্টো দিকে গেল।

কিন্তু আমি বলছি···দাঁড়াও। ওসব কথা ছাড়। ফ্রাঙ্ক ছুটল তার পিছনে।

সবাই হৈ-হৈ করে উঠল ফ্রাঙ্ককে দেখে।

আরে ফ্রাঙ্ক যে! এস এস!

কোথায় ছিলে এতদিন, ইয়ার? একদম হাওয়া হয়ে গিয়েছিলে?

একখানা খালি চেয়ারে বসল ফ্রাঙ্ক। বলল—কোথাও না!

পাগল! ঝুট বল না গুরু। লণ্ডনে ছিলে অথচ ক্লাবে এলে না একদিনও এমন ত হয় না, চাঁহু। আমরা ভাবলুম···।

কি ভেবেছিলে? মৃদু হেসে জানতে চাইল ফ্রাঙ্ক।

সেই মেয়েটাকে নিয়ে ভেগেছ ভিয়েনায়। তুমি সব পার গুরু।

কোন মেয়েটা? ওদের কথায় বেশ মজা পাচ্ছিল ফ্রাঙ্ক। তাই ওর কণ্ঠস্বর বেশ তরল।

সেই ভাঁটিখানার মেয়েটা।

দুর! কিছু টাকা দিতেই সব মিটে গেছে। ওর স্বামীটা একটু গোলমাল করার চেষ্টা করেছিল। তা' মেয়েটা টাকা পেয়েই খুশি। তখন কি জানতাম যে, ওটা বাঁধা গাই। এই লণ্ডন-সমাজে অমন কত গাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। মারা গেল·আমার বাবা। বেচারা রেভারেণ্ড! বলল ফ্রাঙ্ক।

তাহলে তোমার বাবা মারা গেছেন। সেখানে গিয়েছিলে?

আরে, না না। ওই মেয়েটার জন্য সব টাকা বাবাকেই দিতে হল! অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল রেভারেণ্ডের। হেসে বলল ফ্রাঙ্ক।

তা'হলে এখন আছ কোথায় গুরু?

বাড়ীতে। বাবার ঘাড়ে। আর বোধ হয় থাকা হবে না। একটা কিছু করতে হবে।

ঠিক করেছ কিছু ?

না। বাইরে চলে যাব। এখানে কিছু হবে না।

গীর্জেতে ঢুকে পড় না কেন ? রেভারেণ্ড বাবা রয়েছেন। ভাল স্থপারিশ রয়েছে।

না। ওখানে কিছু করবার ইচ্ছে নেই। তাই ত এখানে চলে এলাম।

খেলবে না-কি, গুরু ? অনেক দিন ত খেল নি।

হাঁ, হাঁ। আজ রাতভোর খেলা চলবে। চলে যাওয়ার আগে ভাগ্যকে একবার বাজিয়ে দেখে নাও। পকেটে রেস্ত আছে ত ? একজন বলে উঠল।

তাই ত এলাম। যাওয়ার আগে হয় ফতুর আর না হয় বড়লোক। ভাগ্যটাকে একবার বাজিয়ে দেখে নিই। ফ্রাঙ্ক নিজের চেয়ারখানা টেবিলের ধারে টেনে নিয়ে বসল।

তার পরণে জমকালো পোশাক। হাতের লাঠিখানা র‍্যাকে ঝুলিয়ে রেখেছে। টুপিটা টেবিলে রাখল। পকেটে সামান্য কয়েকটা মুদ্রা। আসার সময় রেভারেণ্ডের কাছ থেকে জোগাড় করে নিয়েছে।

রেভারেণ্ড অবশ্য বলে দিয়েছেন—ব্যস ! এই শেষ। এর পর আর কিছুই দিতে পারব না। নিজের পথ এবার নিজেই দেখে নাও।

নিজের পথ ত নিজেই দেখে নিয়েছিল ফ্রাঙ্ক।

কিন্তু এমন যে হবে সে ত তা কল্পনা করে নি। ভিভি ! ভিভ ! ভিভামস্। তার ভিভ। ভেবেছিল তার বাউণ্ডুলে জীবন এই সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েটির সাহচর্যে আবার সুন্দর হয়ে উঠবে। নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে তুলবে। ভিভির ভালবাসা তাকে বদলে দেবে। অর্থ আর প্রেম দুই-ই উপভোগ করবে নিশ্চিন্ত আরামে।

কলঙ্কিনী মায়ের কন্যা ভিভি!

তা'হোক! ভিভি নিজে ত কলঙ্কিনী নয়। ফুটন্ত ফুলের মতন নিষ্পাপ আর সুন্দরী সে। ভালবাসার আবেগে তার যুবতী মন কানায় কানায় ভরা!

সমাজ তাকে কি স্বীকার করে নেবে?

নাই বা করল। বনভূমির মধ্যে পথ হারানো দুটো মানব-শিশু। দুজনকে নিয়েই ত তাদের যৌথ জীবন, সমাজ, সংসার। ঝরা-পাতায় ঢাকবে তারা তাদের দেহ। তাদের ভালবাসার কাছে সমাজ-সংসার মিছে সব। সত্য তাদের ভালবাসা ··শাশ্বত তাদের প্রেম। লণ্ডনের এই ঘুণধরা সমাজটাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তারা সুখী-জীবন গড়ে তুলবে।

তার ভিভামসও তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল।

কিন্তু···।

কোথা থেকে এসে হাজির হল ওই ক্রফট্স্! আর জীবনে সব প্রথম ও একটা সত্যিকথা বলল···ভিভি না কি তার সৎ-বোন! কি আশ্চর্য! যাকে সে জীবনসঙ্গিনী করবে ঠিক করেছে সেই তার সৎ-বোন। ফ্রাঙ্ক এক গভীর হতাশা অনুভব করে।

বন্ধুরা তাস বেঁটে দিয়েছে। তিনখানা তাস তার সামনে। জানে না ওই তিনখানা তাস কি কি? তার ভাগ্য ওই তিন তাসের সঙ্গে জড়িয়ে। ওরাও কি তাকে ভিভির মতন, তার বাবার মতন কিংবা ওই শয়তান ক্রফট্সের মতন জীবন থেকে বঞ্চিত করবে?

তাস তিনখানা তুলে ওদের চরিত্র আর পরিচয় দেখতে মনে মনে ভয় পাচ্ছে ফ্রাঙ্ক।

না দেখেই সে পকেট থেকে মুদ্রা বার করে টেবিলে রাখছে। ধীরে ধীরে ওর পকেটের মুদ্রায় টান ধরছে···ফুরিয়ে আসছে। আর কয়েক রাউণ্ড হলেই ফ্রাঙ্ক ফতুর হয়ে যাবে। ঠিক যেমন করে ভিভিকে

হারিয়ে সে ফতুর হয়ে গেছে। ভিভি ছাড়া জীবন এখন তার কাছে একেবারে বিস্বাদ। জীবনের এখন কোন দাম নেই তার কাছে।

সে চলে যাবে ইতালিতে। ওখানে সুবিধা করতে না পারলে চলে যাবে আরো দূরে—আফ্রিকা কিংবা ভারতবর্ষে। ওখানেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে। লণ্ডন···সুন্দরী লণ্ডন, আর তার মনে কোন সাড়া জাগাতে পারছে না। আফ্রিকার গহন অরণ্যের মতন এই লণ্ডন নগরীও তার কাছে যেন একটা অরণ্য···জন-অরণ্য। এখানে কেউ তাকে চায় না, কেউ তাকে ভালবাসে না। অরণ্য কি মানুষকে ভালবাসে? এই অরণ্যে সে এখন পথ-হারা একটা মানব-শিশু। তার পরিচয় সে একটা মানব-শিশু। ব্যস! এর চেয়ে আর কোন বিশেষ পরিচয় তার নেই।

রেভারেণ্ড আর তাকে সাহায্য করতে রাজী নন।

এবার তুমি নিজের পথ খুঁজে নাও!

হাঁ, তাই খুঁজে নেবে ফ্রাঙ্ক! তার চোখে রেভারেণ্ড-পিতার মূল্য এখন কানা-কড়ি শুধু। পিতার যৌবনকালে লাম্পট্য আজ প্রথম তাকেই আঘাত হানল। বিষময় করে তুলল তার জীবন। ভিভি ছাড়া তার জীবনের কি মূল্য রইল! বিচিত্র এই লণ্ডন-সমাজ! বিচিত্র এর সামাজিক সংস্কার। যতক্ষণ সত্য তাদের কাছে অজানা ছিল ততক্ষণ তারা দুজনেই বনভূমিতে দুটি শিশু হতে, ঝরা পাতায় নিজেদের দেহ ঢাকতে উন্মুখ ছিল, রাজী ছিল। কিন্তু যেমনি সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ল, জানা গেল সৎ-বোন, অমনি সংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাই আর বোন···না, সমাজ আর তাদের স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসার গড়ে তোলার অধিকার দেবে না।

তার রেভারেণ্ড-পিতাই তখন ধর্মাধ্যক্ষ হিসাবে অনুশাসন শোনাবে, না, এ বিবাহ অসিদ্ধ।

ফ্রাঙ্ক নিজে এসব অনুশাসন মানতে রাজী নয়।

কিন্তু ভিভি?

সে কি রাজী হবে? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কি তার ইচ্ছার কুসুমটাকে পিষ্ট করবে না? সে কি সহজ মনে, সংস্কার মুক্ত হৃদয়ে ঠিক আগের মতন তাকে গ্রহণ করতে পারবে? সে উচ্চ শিক্ষিতা। কোন রকম সামাজিক কুসংস্কার তার মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু ফ্রাঙ্কের বিশ্বাস, তবু ভিভি পারবে না। আর পারবে না বলেই নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। নিজের রক্ত-ক্ষরিত যুবতী হৃদয়কে তার সামনে উন্মোচন করার ভয়ে পালিয়ে গেল।

এবার ফ্রাঙ্কও যাবে। দূরে, অনেক দূরে।

যেখানে আর কোনদিন ভিভামসের সঙ্গে তার দেখা হবে না।

বিরুদ্ধে আর একজনই খেলোয়াড় রয়েছে। সে দেখে খেলছে। নিশ্চয় তার হাতের তাস তিনখানার মূল্য বেশি? সে নিঃশঙ্ক। বিজয়ী হওয়া সম্পর্কে সে নিশ্চিত। কিন্তু ফ্রাঙ্ক একেবারে বেপরোয়া। তার তিনখানা তাস সে এখনো দেখেনি। না দেখেই মুদ্রা ছুঁড়ছে একদম অন্ধভাবে সে ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষছে। এটাই তার স্বভাব। সে ভাগ্যের লিখন জানতে চায়। ভিভিকেও ত জয় করেছিল সে···কিন্তু রাখতে পেরেছিল কি তাকে? পারেনি। এক দুরন্ত হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আজ তাদের দুজনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এটাও ত ভাগ্যের পরিহাস!

ভাগ্যকে নিয়ে ও খেলতে বসেছে।

হারতে হয় হারবে···জিতলে জিতব। তার জন্যে নিজের স্বভাবের বেপরোয়া-ভাব ত্যাগ কেন করবে? আর ত্যাগ করা মানেই ত হার মানা···না, হার মানবে না ফ্রাঙ্ক। চলমান জীবনের পথে হার মানার অর্থ মৃত্যু! ফ্রাঙ্ক মরতে চায় না, সমস্ত বাধা বিঘ্ন টপকে সে জীবনটার স্বাদ গ্রহণ করতে চায়।

রেভারেণ্ড-পিতা ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন, একটি ধনী-কন্যাকে জীবনসঙ্গিনী করে জীবনের চলার পথে রেস্ত জোগাড় করে নাও।

পিতার উপদেশ-বাণী মনে পড়লে হাসি পায় ফ্রাঙ্কের।

আচ্ছা, তুমি নিজে কি করেছ পিতা ?

আমার প্রয়োজন হয়নি ! ফ্রাঙ্কের নিজের মনেই রেভারেণ্ডের জবাব সৃষ্টি হয় ।

ধনী পিতার সন্তান ছিলে। সমাজের উঁচুতলায় ছিল তোমার চলাফেরা। পড়াশুনা করে নিজেকে গড়ে তোলবার সুযোগ তুমি পেয়েছিলে। তাই তোমার প্রয়োজন হয়নি। জীবিকার্জনের একটা সহজ পথ তুমি পেয়েছিলে। কিন্তু আমি ?

তুমিও পেয়েছিলে ফ্রাঙ্ক ! শহরতলিতে থাকলেও তোমার শিক্ষা-দীক্ষার ত্রুটি করা হয়নি। কিন্তু তার জন্য তোমার ভাগ্য দায়ী। তুমি ছোটবেলা থেকেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছ। লণ্ডন-সমাজের নীচতলার মানুষদের সঙ্গে তোমার বড় মাখামাখি। নিজের জীবনের সুযোগ তুমি নিজেই নষ্ট করেছ বারে বারে। জুয়া আর ভাঁটিখানা তোমার জীবনকে আজ কলঙ্কিত করে তুলেছে। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছ ফ্রাঙ্ক।

যৌবনে তুমিও ত লম্পট ছিলে পিতা ? তোমার লাম্পট্যের ফসল আমার ভিভামস্।

বাজে বকো না, বদ-ছোকরা। নিজেকে ওই সংসর্গ থেকে উপযুক্ত সময়ে সরিয়ে নিতে পেরেছিলাম।

হাঁ, এবার আমিও নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যাব, বাবা ! জানি না তাতে আমার জীবনধারা বদলে যাবে কি-না ! তবে সরে যাব···সরে যাব এই বিষাক্ত লণ্ডন-সমাজ থেকে। এখানে ভালবাসা নেই, আশা নেই, ভরসা নেই···আছে শুধু লাম্পট্যে অবাধ অবসর।

কিন্তু সরে যাওয়ার আগে আর একবার ভিভামসের সঙ্গে দেখা করবে ফ্রাঙ্ক !

ব্যস ! পকেটে আর একবার ক্ষেপণের মতন মুদ্রা আছে। গভীর মমতায় উপুড় করা তাস তিনখানার উপর হাত বুলাল। কিন্তু উল্টে

দেখার মতন জোর পাচ্ছে না সে। কি আছে ওর নীচে। ওই তাস তিনখানার নিচে?

আছে ওর ভাগ্য।

শো! ওধারের খেলোয়াড় সহসা মুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে হাঁকল!

ঠিক এইটাই চাইছিল ফ্রাঙ্ক। ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে ফতুর যদি হতেই হয় তবে নিজে থেকে সেই পরাজয়ের সম্ভাবনাকে আহ্বান করবে না। বরং প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে দ্বৈরথে নামবে।

ধীরে ধীরে তাস তিনখানা তুলে চোখের সামনে ধরল ফ্রাঙ্ক।

হরতনের বিবি! কে? এই কি তার ভিভামস্?

এবার হরতনের সাহেব! একগাল দাড়ি-গোঁফের আড়ালে গোমড়া একখানা মুখ! কে ও? স্যার জর্জ ক্রফট্স্! যেন তাকে ধমক দিচ্ছে···সাবধান, ভিভি ওয়ারেন তোমার সৎ-বোন! ওর দিকে তাকানো তোমার পক্ষে হবে অসামাজিক কাজ। ব্যস! যতটুকু এগিয়েছ আর নয়, এবার থাম।

শেষ তাস। ওর ভাগ্য এখন এই তাসখানার উপর ঝুলছে!

বেপরোয়া ফ্রাঙ্ক! এক ঝটকায় তাসখানা চোখের সামনে খুলল।

হরতনের গোলাম! কে? ওর বাবা রেভারেণ্ড স্যাম গার্ডনার! ফ্রাঙ্কের জীবনের সব সেরা বৈরী। শুধু তার কেন? ভিভামস-এরও জীবনের বৈরী এই রেভারেণ্ড। জন্মদাতা পিতা হয়েও কোনদিন নিজের সন্তানের খোঁজ করেনি। নিরীহ নিষ্পাপ একটা শিশুকে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে।

কিন্তু হাতের তাস তিনখানা দেখে ফ্রাঙ্কের হৃদয়ে আনন্দের দোলা লাগল।

হরতনের সাহেব-বিবি-গোলাম···রানিং ফ্ল্যাস!

প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে টপ রান···ইস্কাবনের টেক্কা, চিড়িতনের সাহেব আর রুইতনের বিবি।

কাজেই ফ্রাঙ্কের জয়। বোর্ডের সব মুদ্রার মালিক এখন ফ্রাঙ্ক। পকেটে মুদ্রাগুলো রাখল সে। ফতুর হওয়ার বাজী ধরে সে এখন বিজয়ী হয়েছে। আর তার অর্থের অভাব নেই। সে এখন অনেকক্ষণ ধরে খেলতে পারবে। ভাগ্যদেবী তার প্রতি প্রসন্ন।

আবার শুরু হল খেলা।

খেলা যখন ভাঙল লণ্ডনে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ তখন রোদ ঝলমল করছে।

ধীরে ধীরে কুয়াশার জালখানা মিলিয়ে যাচ্ছে। ফিটনগুলো টগ-বগিয়ে চলেছে রাজপথ কাঁপিয়ে। দিনের লণ্ডন-নগরী রাতের অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত দোকান-পাট সব খুলেছে। কফি-খানা ও চা-খানাগুলোয় অজস্র ভিড়। সকালের খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই ছুটতে চাইছে নিজের নিজের কাজে।

ক্লাব থেকে বাইরে বেরিয়ে এল ফ্রাঙ্ক।

রাতভোর বাজি ধরে তাস খেলেছে সে। উত্তেজনায় ও ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহ।

সবার আগে এক কাপ চায়ের সঙ্গে প্রাতরাশ সারতে হবে।

রাজপথে নামল ফ্রাঙ্ক।

সকাল গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

ভাড়াটে ফিটন থেকে লণ্ডনের অফিস পাড়ায় নেমে পড়ল ফ্রাঙ্ক।

চান্সেরি লেনে অজস্র ছোট-বড় অফিস···সওদাগরি সংস্থা।

ফ্রাঙ্ক ঠিকানাটা খুঁজে বার করে দোতলায় অনরিয়া ফ্রেজারের অফিসে ঢুকল।

অফিসের দরজায় কালো অক্ষরে নাম লেখা, 'ফ্রেজার এবং ওয়ারেন'। অফিস-ঘর ফাঁকা···কেউ নেই। আজ শনিবারের দুপুর গড়িয়ে পড়েছে অপরাহ্নের দিকে। ঘরের জানালাটা খোলা। দূরে লিঙ্কন সরাইখানার চিমনিটা চোখে পড়ছে। আরো দূরে আকাশ পটভূমি। ঘরের মাঝখানে একখানা বড় টেবিল···দু'জনে এই টেবিলের ধারে বসে কাজ করার সব ব্যবস্থা রয়েছে। একদিকে কেরাণীর জন্য নির্দিষ্ট টেবিল আর বসবার টুল। দেওয়ালগুলো ডিস্‌-টেম্পার করা। বাইরের করিডর থেকে এই ঘরের মধ্যে ঢোকার দরজাটার ঠিক বিপরীত দিকের দেওয়ালে আর একটা দরজা···ওটা পেরিয়ে পাশের ঘরে ঢোকা যায়।

অফিস-ঘরখানা খালি কেন? কোথায় গেল ভিভামস?

র‍্যাকে হাতের ছড়ি আর টুপি রেখে একখানা চেয়ারে বসে পড়ল ফ্রাঙ্ক। ঘরের চারধারে নজর বুলিয়ে দেখতে লাগল। ছিমছাম একখানা অফিস-ঘর। খাতা, লেজার-বই যেখানে যেটা থাকার কথা ঠিক সেখানেই সেটা রয়েছে।

এক সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ফ্রাঙ্ক। ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। ভিভির সঙ্গে দেখা করার জন্য তার মন বড় ব্যগ্র। অজানা উত্তেজনায় ভরা দেহ-মন। সেদিন সেই কাহিনী শোনার পর থেকে সোজা লণ্ডনে চলে এসেছে ভিভামস্‌। একবার মায়ের সঙ্গেও দেখা করেনি। তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য স্টেশনে গিয়েছিল ফ্রাঙ্ক।

কিন্তু ফিরে আর যায়নি ভিভি।

ফ্রাঙ্ক বলেছিল—কোথায় যাচ্ছ ভিভামস্‌?

কেন? চান্সেরি লেনে অনরিয়ার অফিসেই কাজ করব!

আর ফিরে আসবে না?

না।

মায়ের সঙ্গে একবার দেখাও করবে না?

না। আজ এই মুহূর্ত থেকে সংসারে আমি একা।

তোমাকে ছেড়ে আমি কি করব বলতে পার, ভিভামস?

হাঁ। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে যা করতে তাই করবে।

কিন্তু তুমি যে আমার মনের ধারাটাই দিয়েছ বদলে। সেই পুরোন মনটাকে আর ফিরে পাব কোথায়, বল ত?

আমাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর, ফ্রাঙ্ক। দেখবে কয়েক দিনের মধ্যে আবার তোমার জীবন সহজ হয়ে গেছে। নিজেকে আবার তুমি ফিরে পেয়েছ।

ভোলা কি এতই সহজ ভেবেছ, ভিভি। তুমি নিজে পারবে?

আনমনা হয়ে পড়েছিল ভিভি। জবাব দিতে পারেনি।

ফ্রাঙ্কের অনুরোধেও ফেরেনি ভিভি। লণ্ডনগামী গাড়ী আসতেই কামরায় উঠে পড়েছিল। খোলা জানালা দিয়ে হাত নেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণও জানিয়েছিল। কিন্তু না, ভালবাসার চুম্বনে আর রঞ্জিত করে দেওয়ার ইচ্ছা একবারও হয় নি তাদের দু'জনের কারো মনে।

সেদিনের সেই প্রশ্নের জবাব বুঝি শুনতে এসেছে ফ্রাঙ্ক!

টক্···টক্···টক্। দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ।

পায়চারি থামিয়ে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। বলল—ভিতরে আসুন। চাবি দেওয়া নেই।

ভিভি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। পরণে জ্যাকেট, মাথায় টুপি। ফ্রাঙ্ককে দেখে ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'চোখে অবাক দৃষ্টি। কঠিন কণ্ঠে বলল—এখানে কি করছ তুমি?

তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। এমনিভাবে ব্যবসা করছ বুঝি? কেরাণীর টুলখানায় বসতে বসতে বলল ফ্রাঙ্ক। তার নজর ওর উপর, চঞ্চলভাবে ঘুরছে—চঞ্চল মনও। কণ্ঠে তরল সুর···যেন তাকে উপহাস করছে।

জ্যাকেট আর মাথার টুপি খুলে ভিভি আলনায় ঝুলিয়ে রাখল···

পর্দার আড়ালে আলনাটা রাখা। বলল—ঠিক মিনিট কুড়ি আগে আমি এক কাপ চা খেতে গিয়েছিলাম। দেরি করি নি ত! তা ভিতরে এলে কি করে?

তোমার কেরাণী বোধ হয় ক্রিকেট খেলতে গেছে। তাকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।

ভিভি বলল—হ্যাঁ, শনিবারে ও প্রিমরোজ পাহাড়ে ক্রিকেট খেলতেই যায়।

তা তোমাদের এই অফিসে একজন নারী-কেরাণী রাখ না কেন?

তুমি এখানে এসেছ কেন? আবার জানতে চাইল ভিভি।

টুল ছেড়ে চঞ্চলভাবে উঠে পড়ল ফ্রাঙ্ক এবং ভিভির একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। এই নির্জন ঘরে ওকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু দেওয়ার জন্য ওর মন ছট্‌ফট্‌ করছে। কিন্তু ইচ্ছাটা দমন করল ফ্রাঙ্ক। বলল—ভিভ, চল তোমার কেরাণীর মতন আমরা দুজনেও কোথাও আজকের শনিবারটা কাটিয়ে আসি। রিচমণ্ডে গেলে কেমন হয়? তারপর সেখান থেকে কোন গানের জলসায়। শেষে পেট-পুরে খাওয়া যাবে কেমন?

খরচ করা সম্ভব হবে না। শুতে যাওয়ার আগে আমাকে এখনও ছ'ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বলল ভিভি।

পকেট থেকে একমুঠো স্বর্ণ-মুদ্রা বার করে বাজাতে বাজাতে বলল ফ্রাঙ্ক—কি, খরচ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, তাই না? আহা, এই দেখ ভিভ কত সোনা। সোনার মুদ্রা!

কোথায় পেলে এসব?

কেন? জুয়া খেলে জিতেছি, ভিভি। তাসের জুয়া।

নিজের চেয়ারে বসে টেবিলের কাগজ-পত্র দেখতে লাগল ভিভি। সে এখন নিজের কাছে ডুবে থাকতে চায়। কিন্তু মন বড় উত্তেজিত। ফ্রাঙ্ককে এখানে দেখার পর থেকে মনের উত্তেজনা আরো বেড়েছে।

বলল—বাঃ! জুয়া খেলেছ। ও ত চুরির চেয়েও নীচতা! না, আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

যাবে না ভিভি তার সঙ্গে···তার মানে ভিভি তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। তাই বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল ফ্রাঙ্ক—কিন্তু ভিভ সোনা, আমি যে তোমার সঙ্গে দু'টো কথা বলতে চাই। একান্তে বলতে চাই আমার মনের কথা।

ঠিক আছে। অনরিয়ার চেয়ারে বসে যা বলবার আছে বল, শুনছি। চায়ের পর মিনিট দশেক গল্প করতে আমার ভালো লাগে। বলল ভিভি।

চেয়ারে বসল ফ্রাঙ্ক এবং আপন মনে মৃদুকণ্ঠে কি যেন বকতে লাগল।

ঠিক তার মুখোমুখি একখানা চেয়ারে বসে আছে ভিভি। ফ্রাঙ্কের মানসিক চঞ্চলতা তাকে বিরক্ত করে তুলল। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে ফ্রাঙ্ক···আশ্চর্য! ফ্রাঙ্ক তাকে চিনতেই পারে নি এতদিন ধরে মেশামেশির পরেও। তাই বলল—দেখ, ওসব বক্‌বক্ করেও কোন ফল হবে না। আমার মনও বড় অনমনীয়। আচ্ছা, ওই চুরুটের বাক্‌সটা এদিকে ঠেলে দাও, দেবে কি?

চুরুটের বাক্‌সটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল ফ্রাঙ্ক—জঘন্য মেয়েলি অভ্যেস। জান, ভদ্রলোকেরাও আজকাল এ অভ্যেস ছেড়ে দিচ্ছে।

হাঁ। অফিসের মধ্যে এর গন্ধ তারা পছন্দ করে না। তাই আমরা সিগারেটে ধূমপান করি। এই দেখ! ভিভি চুরুটের বাক্‌সটা খুলে ধরল এবং একটা সিগারেট বার করে ধরাল। ফ্রাঙ্কের দিকেও একটা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু তেরছাভাবে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ফ্রাঙ্ক।

এবার ভিভি আরাম করে চেয়ারে বসে ধূমপান করতে করতে বলল—এবার বল তোমার কথা।

আচ্ছা, নিজের জন্য তুমি কি ব্যবস্থা করেছ তা আমি জানতে চাই।

একমুখ ধোঁয়া হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল ভিভি।

হাসল। তারপর বলল—এখানে পৌঁছবার পর মিনিট কুড়ির মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এ বছর অনরিয়া ব্যবসা খুব বাড়িয়েছে। এবং সে মনে মনে ঠিক করেছিল আমাকে তার ব্যবসার অংশীদার হওয়ার জন্য আহ্বান জানাবে আর ঠিক তখুনি আমি এখানে এসে তাঁকে জানালাম আমার কপর্দক শূন্য অবস্থার কথা। কাজেই আমি ব্যবসায় বসে গেলাম এবং তাকে পনর দিনের ছুটি ভোগ করতে পাঠালাম। আচ্ছা, আমি হাসলমিয়া থেকে চলে আসার পর কি অবস্থা এখন?

ফ্রাঙ্ক জবাব দিল—কিছু না। ওদের বলেছি একটা বিশেষ কাজে তুমি শহরে চলে গেছ।

আচ্ছা? ভিভি অবাক হয়ে বলল।

হয় তারা কোন কিছু বলার ব্যাপারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল আর না হয় ওই ক্রফট্‌স্ তোমার মাকে শান্ত করেছে। যা হোক তোমার মা কিছু বলেনি। এবং ক্রফট্‌স্‌ও কিছু বলেনি। শুধু প্রায়েদ সব শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। চায়ের আসর শেষ হতেই ওরা সবাই চলে গিয়েছিল। এবং তারপর থেকে ওদের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। ধীরে ধীরে সবকিছু বলল ফ্রাঙ্ক।

ভিভি হাওয়ায় ধোঁয়ার রিঙ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। আর তেরছা চোখে দেখছিল কেমনভাবে ধীরে ধীরে ধোঁয়ার রিঙ ভেঙ্গে ভেঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। এক সময় বলল—ঠিক আছে।

অফিসের চারধারে একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে সাহসে ভর করে শুধাল ফ্রাঙ্ক—তুমি কি এই জেলখানার মতন ঘরখানায় বন্দী হয়ে থাকবে?

সোজা হয়ে বসল ভিভি। হাত নেড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলি হাওয়া থেকে দিল সরিয়ে।

বলল—হাঁ। এ দুর্দিনেই আমি আমার ক্ষমতা আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। এবং যতদিন বেঁচে থাকব কোনদিন ছুটি নেব না।

ওর কথা শুনে ফ্রাঙ্কের মুখখানা বেঁকে গেল। বলল—হুম্!

তোমাকে বেশ সুখী মনে হচ্ছে। এবং ঠিক লোহার পেরেকের মতন কঠিন।

বিষণ্ণ সুরে বলল ভিভি—ভাগ্যিস এখানে আছি তাই ভাল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা।

এক সময় বলল ফ্রাঙ্ক—দেখ ভিভ, আমাদের একটা ব্যাখ্যা থাকা দরকার। সেদিন সম্পুর্ণভাবে ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে আমরা চলে এসেছি, আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। সে ফিরে এসে ভিভির সামনে টেবিলের উপর বসল।

সিগারেটটা ফেলে দিল ভিভি। বলল—আচ্ছা, এবার যাও।

ক্রফট্‌স্‌ কি বলেছিল তা তোমার কি মনে আছে?

হাঁ।

তাঁর এই সত্য প্রকাশ আমাদের দুজনের মধ্যকার স্বাভাবিক সম্পর্কটাকে বোধহয় একেবারে বদলে দিয়েছে। আমরা দু'জনে এখন ভাই আর বোন।

হাঁ।

তোমার কোন ভাই আছে ভিভ?

না।

তাহলে ভাই আর বোনের মধ্যে কি ধরনের টান থাকে তুমি নিশ্চয় জান না, তাই না? আমার এখন অনেক বোন, তাই সহোদরসুলভ স্নেহ কি তা আমি পুরোপুরি জানি। তোমাকে নিশ্চিত করে বলছি তোমার প্রতি তেমন স্নেহ আমার মনে একেবারেই জন্মাচ্ছে না। আমার বোনেরা চলবে তাদের খুশি মতন, আমি চলব আমার খুশিতে। এবং আর আমাদের দেখা হোক বা নাই হোক তা আমি গ্রাহ্যও করি না। সেটা হচ্ছে ভাই আর বোনের ব্যাপার। কিন্তু তোমাকে এক সপ্তাহ না দেখলে আমার জীবনে কিছুই ভালো লাগবে না। এবং সেটা ভাই আর বোনের ব্যাপার নয়। জান ক্রফট্‌স্‌ সত্য প্রকাশ করার আগে থেকেই

এটাই ছিল আমার মনের কথা ভিভ, সংক্ষেপে বলা যায় এটা হচ্ছে প্রেমের তরুণ স্বপ্ন। ফ্রাঙ্ক বলল।

এই ভালবাসার আকর্ষণে স্বপ্নে বিভোর মন তরুণ-তরুণী পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে।

অধর দংশন করল ভিভি। বলল—জান ফ্রাঙ্ক, এই একই অনুভবের আকর্ষণে তোমার বাবা আমার মায়ের পায়ে পড়েছিল। এও কি তাই?

ভালবাসা এক স্বর্গীয় ব্যস্ত। আর সেই ভালবাসাকে উপহাস করছে ভিভি। তার মধ্যে যত মলিনতাই থাক তবু ভালবাসা নিষ্পাপ। তাই গভীর বিতৃষ্ণায় ফ্রাঙ্কের মন ভরে গেল। তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। টেবিল ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল।

বলল—আমি দারুণ প্রতিবাদ জানাচ্ছি, ভিভি। রেভারেণ্ড কি করেছিলেন তুমি তার সঙ্গে আমার আচরণের তুলনা করছ। এটা তোমার অন্যায়। আবার তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে নিজের তুলনা করছ এটা আমি কিছুতে মানতে পারি না।

ভিভি কোন জবাব দিল না। আপন মনে টেবিলের কাগজ-পত্র দেখছিল।

আবার টেবিলের উপর বসে বলল ফ্রাঙ্ক—তাছাড়া ওই গল্প আমি একটুও বিশ্বাস করি না। এ নিয়ে বাবাকে অনেক জেরা করে যা জেনেছি তা অস্বীকারের নামান্তর।

তিনি কি বলেছেন?

বলেছেন যে এর মধ্যে কোথাও একটা ভুল রয়েছে।

তোমার বাবার কথা কি তুমি বিশ্বাস করেছ?

ক্রফট্‌স যা বলেছে তার প্রতিবাদে বাবা যা বলেছেন তা আমি বিশ্বাস করেছি।

এতে অবস্থার কি কিছু পরিবর্তন ঘটছে? মানে তোমার চিন্তার বা

বিবেকের। অবশ্য জানি এর জন্য কোন পরিবর্তন ঘটবে না। বলল ভিভি।

মাথা নেড়ে বলল ফ্রাঙ্ক—না, আমার মনে কোন পরিবর্তন ঘটছে না।

আমারও না। ভিভি বলল।

অবাক হল ফ্রাঙ্ক। নিজের চেয়ারে আবার বসতে বসতে বলল—অথচ কি আশ্চর্যের ব্যাপার! ওই শয়তানটার মুখ থেকে যখন এই কথাগুলো বেরিয়ে এল তখন ভাবলাম যে, আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা তোমার চিন্তা এবং বিবেককে একদম বদলে দিয়েছে—আর সেটাই বুঝি তুমি বলতে চাইছ।

না। তা নয়। ওর কথা আমিও বিশ্বাস করি নি। তবে বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত!

আফসোসের সুর ধ্বনিত হল ফ্রাঙ্কের কণ্ঠে।

আমার মনে হচ্ছে, এই ভাই-বোনের সম্পর্কটা আমাদের মধ্যে বেশি উপযুক্ত।

তুমি সত্যি সত্যি এটা বলতে চাইছ?

হাঁ। যদি অন্য সম্পর্ক সম্ভব হয় তবুও ভাই-বোনের সম্পর্কটা আমার বেশি ভাল লাগছে। আমি এটাই বলতে চাইছি।

অজানা নতুন এক আলোর ঝরণায় যেন স্নাত হল ফ্রাঙ্কের সারা মন। সে একান্তভাবে অভিভূত। আর তারা প্রেমিক-প্রেমিকা নয়। নয় তারা বনভূমির অভ্যন্তরে পথহারা দু'টি মানব-শিশু···অনাদিকালের আদম আর ঈভ্। ঝরা-পাতায় ঢাকবে তারা তাদের বিবসনা দেহ। শরমের কালিমা কলঙ্কিত করবে না তাদের প্রেম মুগ্ধ, অনাবিল নিষ্পাপ দুটি হৃদয়। অবাক দৃষ্টিতে ফ্রাঙ্ক তাকাল ভিভির দিকে। বীরভোগ্যা নারী! এতদিনের শিষ্টাচারের বিশ্বাসী আবরণটা বুঝি তার দেহ থেকে খসে পড়ল। নতুন অভিজ্ঞতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল মন। দৃষ্টিতে তারই আভাষ।

বলল—ওগো ভিভ, আগে এমন কথা বল নি কেন? তোমাকে এতদিন ধরে জ্বালাতন করেছি এর জন্য আমি দুঃখিত। অবশ্য আজই আমি সব বুঝতে পারলাম।

হতভম্ব হয়ে গেল ভিভি। জানতে চাইল—কি বুঝতে পেরেছ?

বিষণ্ণকণ্ঠে জবাব দিল ফ্রাঙ্ক—দেখ, সাধারণ অর্থে মানুষ যাকে বোকা বলে আমি তা নই। তবে শাস্ত্রীয় অর্থে হয়ত আমি নির্বোধ। কেন না পণ্ডিতরা নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সব কাজকে বোকামি বলে জেনেছেন, বর্ণনা করেছেন···তার সবক'টি কাজই আমি করেছি। বুঝতে পেরেছি যে, আমি আর ভিভামসের এই ক্ষুদে ভালবাসার জন নই। ভয় পেয় না। আর কোনদিন আমি তোমায় ভিভামস বলে ডাকব না···যতদিন না তুমি তোমার আর একজন ক্ষুদে প্রেমিককে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়, অবশ্য জীবনে তেমন আর একজন যদি জোটে।

আমার নতুন একজন ক্ষুদে ভালবাসার জন। বিস্ময় ভিভির কণ্ঠে।

ফ্রাঙ্ক দৃঢ়কণ্ঠে বলল—একজন ক্ষুদে ভালবাসার জন নিশ্চয় জুটবে। সব সময় তাই হয়। আসলে অন্য কিছু ঘটে না।

তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি আর কিছু জান না।

বাইরে থেকে কেউ একজন দরজায় টোকা দিল।

ফ্রাঙ্ক বলে উঠল—অতিথি যেই হোক আমি তাকে অভিশাপ দিচ্ছি।

প্রায়েদ এসেছেন। ইতালি চলে যাচ্ছেন উনি। যাওয়ার আগে আমাকে বিদায় জানাতে এসেছেন। আজ বিকেলে তাঁকে আসতে বলেছিলাম। যাও, দরজাটা খুলে দাও ফ্রাঙ্ক। হাতের কাছে কাগজ-পত্র সরিয়ে রেখে বলল ভিভি। প্রায়েদ এসেছেন নিশ্চয়। এখনকার মতন কাজ-কর্ম তাই শিকেয় তোলা রইল।

দরজার দিকে যেতে যেতে ফ্রাঙ্ক বলল—ঠিক আছে, ইতালি যাওয়ার

জন্যে প্রায়েদ চলে গেলে আমরা আবার কথা বলব। ও চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি আছি।

ফ্রাঙ্ক দরজা খুলে প্রায়েদকে সামনে দেখে খুশি হল। বলল—কেমন আছ প্রাদি? দেখে খুব খুশি হলাম। এস, ভেতরে এস।

ঘরের মধ্যে ঢুকল প্রায়েদ। দীর্ঘ ভ্রমণ করার জন্যই তৈরী হয়েই সে এসেছে। বোধহয় এখান থেকেই সোজা ইতালি পাড়ি দেবে। পরণে ভ্রমণের উপযুক্ত পোশাক। হাতে ভ্রমণকারীর স্যুটকেস। সেটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল। মন উত্তেজনায় ভরা।

জানতে চাইল ভিভির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটুখানি হেসে—কেমন আছেন মিস ওয়ারেন?

করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

ভিভির মন তীব্র ভাবাবেগে দোদুল্যমান। তবু সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করল। এক অজানা উত্তেজনায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ। তার মায়ের একজন অকৃত্রিম বন্ধু এই প্রায়েদ। হয়ত মায়ের প্রতি রয়েছে প্রায়েদের গভীর অনুরাগ···কিন্তু মুখ ফুটে কোনদিন তিনি প্রকাশ করেন নি। মায়ের জীবনের অনেক গোপন কথাও তাঁর জানা। কিন্তু সে-সব প্রকাশ করার মানুষ তিনি নন। বড় ভদ্র, বড় শান্ত মানুষ তিনি।

ক্রফট্সের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর গভীর গরমিল।

একজন জীবন্ত শয়তান আর একজন ভদ্র পরিচ্ছন্ন মানুষ।

বোধহয় ভিভির এই ব্যাপারে মনে দারুণ আঘাত পেয়েছেন প্রায়েদ। আঘাত পেয়েছেন মায়ের জীবনের এই বিয়োগান্ত ঘটনায়। তাই বিদেশে চলে যাচ্ছেন। চলে যাচ্ছেন লণ্ডন-সমাজের এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে।

প্রায়েদ আবার বলল—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি হলবর্ণ ভাঘাডাস্ট থেকে রওনা হচ্ছি। একবার ইতালি দেশটায় ঘুরে আসার জন্য আপনাকে আমার অনুরোধ করতে ইচ্ছে হচ্ছে মিস ওয়ারেন।

কেন? কিসের জন্য? জানতে চাইল ভিভি।

ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে এবং দেখলে স্বপ্নে বিভোর হয়ে যাবেন, তাই বলছি।

সৌন্দর্য এবং স্বপ্ন! চমকে উঠল ভিভি। আর ভালবাসা! তরুণী মনের স্বাভাবিক ধর্ম এ সবের প্রতি এক দুরন্ত আকর্ষণ! কিন্তু ভিভি আজ রূপান্তরিত-মন এক তরুণী। সৌন্দর্য, স্বপ্ন, ভালবাসা এ সবের প্রতি তার আর কোন আকর্ষণ নেই। ভাবাবেগকে সে এখন থেকে পরিহার করে চলবে। ডুবে যাবে সে অফুরন্ত কাজের মধ্যে। কাজ, আরো কাজ চাই তার।

বারেকের জন্য কাঁধ নাচাল ভিভি। চেয়ারখানাকে টেবিলের দিকে ঘোরাল। কাগজ-পত্রগুলো হাতের কাছে টেনে নিল। যেন এগুলোই তার জীবনের এখন একমাত্র অবলম্বন। প্রায়েদ এসেছেন, চলে যাবেন বিদেশে। হয়ত জীবনে আর কোনদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। মনটা ভারি হয়ে আসছে। ফ্রাঙ্ক এসেছে। স্বভাবে সেই দিলখোলা ভাব। প্রেমের পূর্ণপাত্র তার হাতে, উজাড় করে দিতে চায়। সংসারের, পরিবার-জীবনের আনন্দ-কোলাহলের মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাকে। তার হৃদয় ভরে আছে ফ্রাঙ্কের উষ্ণ ভালবাসায়। কিন্তু না, প্রাণে ব্যথা বাজলেও আর তা সম্ভব নয়। ফিরতে সে পারবে না, কোনদিন।

ঠিক তার মুখোমুখি একখানা চেয়ারে বসেছে প্রায়েদ।

একখানা চেয়ার টেনে এনে ভিভির কাছাকাছি পাতল ফ্রাঙ্ক। বসে পড়ল দেহ এলিয়ে অলসভাবে। আচরণে অসতর্ক এবং অবিন্যস্ত ভাব। পাশ ফিরে কথা বলতে চেষ্টা করল ফ্রাঙ্ক—না, কোন ফল হবে না, প্রাদি। ভিভ একটা ছোটখাট বেনিয়া। সে আমার ভালবাসার প্রতি বিমুখ, আমার সৌন্দর্যের প্রতিও নেই তার মোহ।

এবার মুখ তুলে তাকাল ভিভি। বলল—দেখুন মিস্টার প্রায়েদ,

আমার জীবনে এই ভালবাসা ও সৌন্দর্যের কোন স্থান নেই। এই আমার জীবন, আর এই জীবন বজায় রাখার জন্য আমি চেষ্টা করব।

সহসা দেহে-মনে দারুণ উৎসাহ বোধ করল প্রায়েদ। বলল—দেখুন, আপনি যদি আমার সঙ্গে ভেরোনা কিংবা ভেনিস যান তবে আর এ ধরনের কথা আপনি বলবেন না। এমন সৌন্দর্যভরা জগতের আস্বাদ লাভ করে আপনি সানন্দে চিৎকার করে উঠবেন, কেঁদে ফেলবেন।

তরলকণ্ঠে বলে উঠল ফ্রাঙ্ক—চমৎকার বলেছ প্রাদি। চালিয়ে যাও।

প্রায়েদ বলতে লাগল—ওহো, মিস ওয়ারেন, আমি নিশ্চিত করে বলছি যে, আমি কেঁদেছি, আবার আমি কাঁদব, আশা করি পঞ্চাশেও কাঁদব। আপনার বয়সে, মিস ওয়ারেন, আপনাকে সুদূর ভেরোনা পর্যন্ত যেতে হবে না। অস্টেণ্ডের দৃশ্য দেখলেই আপনার মন-পাখী শূন্যে পাখা মেলে দেবে। ব্রাসেলস শহরের আমুদে, চঞ্চল এবং আনন্দ-ভরা দৃশ্য দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

সশব্দে বিরক্তি প্রকাশ করে ভিভি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

প্রায়েদও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—কি ব্যাপার?

ফ্রাঙ্কও দাঁড়িয়ে উঠে বলল—কি হয়েছে ভিভ!

ব্রাসেলস! অনেকবার এই শহরটার কথা তার কানে এসেছে··· শুনেছে এই শহরে তার মা আর ক্রফট্সের ব্যবসা সম্প্রসারিত। হোটেলের নামে যেখানে চলছে তাদের গণিকালয়। তাই ওই শহরটার নাম শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ভিভি।

বলল—ব্রাসেলস ছাড়া আর কোন সৌন্দর্য ও প্রেমের শহরের দৃষ্টান্তের কথা আপনি আমার কাছে বলতে পারলেন না, মিস্টার প্রায়েদ?

প্রায়েদ হতবাক হয়ে গেল ভিভির কথা শুনে। বলল—অবশ্য ব্রাসেলস ভেরোনার তুলনায় অন্য রকমের শহর। আমি কখন এমন কথা বলতে চাইনি যে···।

তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল ভিভি—বোধহয় সৌন্দর্য ও প্রেমের ব্যাপারে ছুটো শহরই একই রকমের···।

এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে প্রায়েদ। নিজেকে সে সংযত করে নিল। তার উচিৎ হয়নি ভিভির কাছে ব্রাসেলস শহরের কথা তোলা। তাই তাকে শান্ত করার জন্য সে বলল—দেখুন মিস ওয়ারেন, আমি···। কিন্তু এরপর কি বলবে প্রায়েদ? কথা হারিয়ে ফেলল। তার মন সৌন্দর্য-পিপাসু, আচরণ ভদ্র। কোদালকে সে কোদাল বলতেই চায়। অন্য কিছু ভাববার মতন মানুষ সে নয়। সে ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাল। কিন্তু তার ভাবলেশহীন মুখ দেখেও ভিভির মানসিক অবস্থার বিরূপতার কারণ জানতে পারল না, বুঝতে পারল না।

তাই অবশেষে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার ফ্রাঙ্ক?

হাসল ফ্রাঙ্ক। জবাব দিল—তুমি যে এই উৎসাহ দেখাচ্ছ তাতে ও তোমাকে বাচাল মনে করছে, প্রাদি। ওর জীবনে এক মহান আহ্বান এসেছে।

ভিভি তীব্র স্বরে বলে উঠল—চুপ কর, ফ্রাঙ্ক। ছ্যাবলামি কর না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। বলল—এটা কি ভদ্র আচরণ হল, প্রাদি?

প্রায়েদ নিজেও মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। বিদেশ যাওয়ার আগে সে বিদায় নিতে এসেছে। এমনিতেই তার মন বিষণ্ণ। ভিভির জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে যাকে দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে। যা এতদিন তার কাছে অজানা ছিল তা সে জানতে পেরেছে সহসা। যা সে কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি তাই সত্যের মূর্তি ধরে তার সামনে হাজির হয়েছে। সংসারে তার একমাত্র অবলম্বন মা···তার সেই মায়ের সত্য পরিচয়ও জানতে পেরেছে। জানতে পেরেছে সে এক কুমারী মায়ের সন্তান। তার মনের একদা সুবিন্যস্ত তারগুলো তাই বুঝি এই নিদারুণ আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন

হয়ে গেছে। প্রায়েদ এসেছিল চলে যাওয়ার আগে এই মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু একি হল? তার কথার ভুলে ভিভির মনোবীণার ছেঁড়া তারগুলো বুঝি আরো জট পাকিয়ে গেল।

এক সময় প্রায়েদ শান্ত কণ্ঠে বলল—আমি কি ফ্রাঙ্ককে সঙ্গে করে নিয়ে যাব মিস ওয়ারেন? আমি নিশ্চিত যে, আমরা আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি।

ব্রাসেলস শহরের নাম শুনে ভিভির মনে যে আকস্মিক ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল তা স্তিমিত হল। প্রায়েদ তার কাছে বিদায় নিতে এসেছে। এ এক বিষণ্ণ-বিদায়ের মুহূর্ত। এ সময় ভিভির আরো সংযত হওয়া উচিৎ ছিল। তার শিক্ষিত মন এমন অসংযমী হয়ে ওঠার জন্য নিজেকেই নিজে ছি ছি করতে লাগল। লজ্জিত হল।

বলল—বসুন। এখন আর কাজে মন বসবে না আমার।

চেয়ারে বসল প্রায়েদ। ফ্রাঙ্ককে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মনে মনে সে নিদারুণ অসোয়াস্তি অনুভব করছে। এমন পরিস্থিতিতে কি যে সে বলবে তা ভাবতে পারছে না। তাই অফিস-ঘরের চারধারে নজর বুলোতে লাগল। বেশ সাজানো-গোছানো ঘর। এ ঘরের মালিকদের রুচির প্রশংসা করতে হয়।

ভিভি বলতে লাগল—আপনারা দুজনেই হয়ত ভাবছেন যে, আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। কিন্তু একেবারেই তা হয়নি। কিছু যদি মনে না করেন তবে বলি, দু'টো বিষয় নিয়ে আমি একদম কথা বলতে চাইনে।

ওরা দু'জনে বিস্মিত চোখে ভিভির দিকে তাকাল।

দেখ ফ্রাঙ্ক, একটা কথা হচ্ছে তোমার এই তরুণ বয়সের স্বপ্নের রূপ বা আকার যাই হোক না কেন আমি তা শুনতে চাই না। ওর দিকে তাকিয়ে বলল ভিভি।

হাসল ফ্রাঙ্ক।

দেখুন প্রায়েদ, আর একটা কথা হচ্ছে আপনার এই ব্রাসেলস শহরের ওই আমুদে, চঞ্চল ও সৌন্দর্য স্বপ্নের কথাও আমি শুনতে রাজী নই। এমন কি অস্টেণ্ডের সৌন্দর্য সম্বন্ধেও আমার শোনার আগ্রহ নেই। এসব সম্পর্কে আপনাদের মনে নানা ভ্রান্তি থাকতে পারে, কিন্তু আমার মনে নেই। আমাদের তিনজনের মধ্যে বন্ধুত্বকে বজায় রাখতে হলে আমাকে একজন ব্যবসায়ী-নারী হিসাবে মেনে নিতে হবে, আমি থাকব চির-অনূঢ়া। থাকব চিরকাল বে-রসিক। প্রথমে ফ্রাঙ্ক তারপর প্রায়েদের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ভিভি শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করল।

বেশ ভিভি, যতদিন তোমার মন না বদলায় ততদিন আমিও অবিবাহিত হয়ে থাকব। প্রাদি, তোমার বিষয় এবার বদলাও। অন্য কিছু নিয়ে তোমার বাক-চাতুরি দেখাও।

দারুণ লজ্জিত হল প্রায়েদ। নিজে সে শিল্প-রসিক। তাই সবাইকে সে রসিক-জন বলে মনে করে। কিন্তু সংসারে সব মানুষের মনের ধরন যে একই ছাঁচে গড়া নয় এই জ্ঞানটা তার কিছুতেই হল না। তাই শিল্প-রসের আলোচনা করতে গিয়ে বহুবার তাকে এমন আঘাত পেতে হয়েছে।

স্বৈরিণী সুন্দরী কিটি ওয়ারেন, প্রথম দর্শনেই তাকে ভাল লেগেছিল প্রায়েদের। কবে, কোথায় তাদের দু'জনের মধ্যে প্রথম আলাপ হয়েছিল আজ আর তা সঠিক মনে করতে পারে না—হতে পারে সেটা ব্রাসেলস কিংবা ভেনিস শহর। কিংবা এই লণ্ডনের কোন গণিকালয়ে বা ইউরোপের অন্য কোন শহরে যাওয়ার পথে, ট্রেনের মধ্যেও তাদের আলাপ হতে পারে। আসলে আলাপ এবং ভাল লাগাটাই সব। আলাপ থেকে বন্ধুত্ব! প্রায়েদ চেয়েছিল শিল্প-রসের ঝরণা-ধারায় অবগাহন করিয়ে গণিকা কিটি ওয়ারেনকে সে শুচিস্মিতা করে তুলবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। স্বৈরিণী সুন্দরী অর্থের পঙ্কিল কুণ্ড ছেড়ে জীবনের সহজ পরিবেশে

শুচিস্মিতা হতে চায় নি। কিন্তু প্রায়েদ কি তাকে ছাড়তে পেরেছে? পেরেছে কি তার ভাল লাগাকে অসম্মান করতে? পারে নি। তাই একটা উজ্জ্বল উপগ্রহের মতন এতদিন ধরে আপন বিশ্বাসের কক্ষ-পথে এই স্বৈরিণী-গ্রহকে পরিক্রমণ করে চলেছে। বন্ধুত্ব তার মূলধন···একমাত্র প্রত্যাশা।

আজ মুক্তি চাইছে প্রায়েদ। পালাতে চাইছে তার অভ্যস্ত কক্ষ-পথ ছেড়ে।

ফ্রাঙ্কের কথা শুনে সে এখন কুণ্ঠিতভাবে বলল—দেখ ফ্রাঙ্ক, দুঃখের বিষয়, সংসারে আর এমন কোন বিষয় আমার জানা নেই যা নিয়ে আমি কথা বলতে, আলোচনা করতে পারি। শুধু শিল্প সম্পর্কে কথা বলার ক্ষমতাই আমার আছে। জানি, মিস ওয়ারেন, জীবনে উন্নতি লাভের মন্ত্রে দীক্ষিতা আপনি। কিন্তু আপনার মনোভাবে আঘাত করে ফেলব সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে। আর ফ্রাঙ্ক তুমি ত জীবনে উন্নতি না করার জন্যই বদ্ধপরিকর।

ওহো, আমার মনে আঘাত দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে মাথা ঘামিও না প্রাদি। বরং তুমি উন্নতিমূলক উপদেশ কিছু আমাকে শোনাও, তাতে আমার কল্যাণ হবে। আর ভিভ, তুমি আর একবার আমাকে মানুষের মতন মানুষ করে তোলবার চেষ্টা কর। এস, আমাদের সকলের এক উদেশ্য হোক, উৎসাহ, মিতব্যয়িতা, দূরদৃষ্টি, আত্মসম্মান আর চরিত্র। যার চরিত্র নেই তাকে ত তুমি ঘৃণা কর, তাই না ভিভ?

আর্তকণ্ঠে বলে উঠল ভিভি—এবার তোমার ওই বড় বড় বুলিগুলো থামাও, ফ্রাঙ্ক। আর ওসব শুনিও না আমাকে। মিস্টার প্রায়েদ, জগতে যদি এই দুটো ধর্ম ছাড়া, বিষয় ছাড়া আর কোন কিছু না থাকে তবে আমাদের সকলের আত্মহত্যা করাই ভাল, কেন না দোষের দিক থেকে এদের কোন পার্থক্য নেই।

এসব আলোচনা আর সহ্য করতে পারছে না ভিভি।

ফ্রাঙ্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভিভির ভাবান্তর নিরীক্ষণ করছিল। বলল—

ভিভি, আজ তোমার কথার মধ্যে যেন কবিতার ছোঁয়া রয়েছে, কই এতদিন ত এসব ছিল না।

প্রতিবাদ জানাল প্রায়েদ। বলল—ফ্রাঙ্ক, তুমি একটু বেদরদী হয়ে উঠছ না-কি ?

নিজেকে বুঝি নির্মমভাবে আঘাত হানতে প্রস্তুত ভিভি। এক ধরনের সাময়িক ভাবালুতায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তাই আঘাতে আঘাতে আজ তার মন ক্ষত-বিক্ষত। এই ভাবালুতার হাত থেকে তাকে বাঁচতে হবে নইলে নিজের ব্যবসার কাজে সে কিছুতেই মন দিতে পারবে না।

তাই বলল ভিভি—না, তুমি আরো বলো, ফ্রাঙ্ক। এটাই আমার ওষুধ। তোমার কথাই আমাকে ভাবালুতার হাত থেকে বাঁচাবে।

ভাবালুতা! আঘাত! জীবনটা যেন এমনই সহজ সরল! ভাবল ফ্রাঙ্ক। মনে মনে হাসল। এবার পরিহাসে তরল হল তার কণ্ঠস্বর। বলল—ওদিকেই ত তোমার মনের দারুণ ঝোঁক আর এতেই তুমি সেটা চেপে রাখতে চাও, তাই না ভিভ ?

তীব্র আঘাতে পাগলের মতন চিৎকার করে উঠল ভিভি। বলল—ঠিক, ঠিক বলেছ, ফ্রাঙ্ক। আরো বলো। আমাকে দয়া দেখিও না। জীবনে একবার মাত্র আমি ভাবালুতার শিকার হয়েছিলাম···চাঁদের আলোয় সুন্দরভাবে ভাব-মুগ্ধ···এবং এখন···।

তাড়াতাড়ি বলল ফ্রাঙ্ক—সাবধান, ভিভ। নিজেকে হারিয়ো না। এখুনি সব বেফাঁস করে দেবে যে।

ওহো, তুমি কি ভাবছ মিস্টার প্রায়েদ আমার মায়ের কথা জানেন না ?

ফ্রাঙ্ক কোন জবাব দিল না।

এবার প্রায়েদের কাছে অনুযোগ জানাল ভিভি—সেদিন আমাকে সব কিছু আপনার খুলে বলা উচিৎ ছিল মিস্টার প্রায়েদ। যাই বলুন, রুচির ব্যাপারে আপনি বড় সেকেলে।

নিশ্চয়। এবং মনের গোঁড়ামির ব্যাপারে আপনিও বড় সেকেলে, মিস ওয়ারেন। একজন শিল্পী হিসাবে আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তা আইনের বাধা মানে না, আইন সেখানে নাগাল পায় না। এবং একথা আমি বিশ্বাস করি বলেই আপনার মা বিবাহিত ন'ন জেনেও আমি তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি এর জন্য আমি তাঁকে কম শ্রদ্ধা করি না, বরং বেশি শ্রদ্ধাই করি। প্রায়েদ বলল।

সোল্লাসে বলে উঠল ফ্রাঙ্ক—সাবাস! সাবাস প্রাদি!

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল ভিভি। কি আশ্চর্য মানুষ এই প্রায়েদ। তার মায়ের সম্বন্ধে জানেন যে, তার মা বিবাহিতা নন এবং কুমারী-মা। অথচ তা জেনেও তাকে, তার মাকে ঘৃণা করেন না প্রায়েদ, বরং শ্রদ্ধা করেন। এবং সে-কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকারও করছেন।

ভিভি জানতে চাইল—আপনি কি শুধু এটুকই জানেন?

নিশ্চয়, এই সব।

তাহলে মিস্টার প্রায়েদ, আপনারা দু'জনে কিছুই জানেন না। সত্যের সঙ্গে তুলনা করলে আপনাদের অনুমানগুলো একেবারেই নির্দোষ নয়।

প্রায়েদ চমকিত হল। রাগও হল। চঞ্চলভাবে নিজের আসন ছেড়ে উঠে পড়ল কিন্তু মনের সংযম হারালো না। ভদ্রতা বজায় রাখল অনেক কষ্টে। নীরবে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করল। ধীরে ধীরে তার মন শান্ত হল।

বলল বেশ জোরালো গলায়—এ হতেই পারে না। হতেই পারে না, মিস ওয়ারেন।

ফ্রাঙ্কের মধ্যে এক বিচিত্র আনন্দের স্ফুরণ ঘটল। সহসা সে শিস্ দিয়ে উঠল।

আপনার মানসিক অবস্থা দেখে আমার পক্ষে সব কিছু খুলে বলা সহজ হচ্ছে না, মিস্টার প্রায়েদ। বলল ভিভি। মনে মনে সে

বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সত্যকে সে আজ এদের সামনে প্রকাশ করতে চায়। সে সত্য যত নিদারুণ হোক, যত জঘন্যই হোক না কেন তা সে নিজের মুখেই প্রকাশ করবে। সত্যকে অপ্রকাশিত রাখাও ত একটা সামাজিক অপরাধ।

প্রায়েদ বিব্রত হয়ে পড়ল। এদের দুজনেই মিসেস ওয়ারেন সম্পর্কে একটা দৃঢ় ধারণা করে বসে আছে। হয়ত ওদের সেই ধারণা সামাজিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে খুবই জঘন্য। এতদিন যা ছিল অনুমান আজ তা নিছক সত্য বলে প্রকাশিত হতে চলেছে। কিন্তু মিসেস ওয়ারেনের সঙ্গে সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে প্রায়েদের। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর চরিত্র, তাঁর ক্রিয়াকলাপ নিয়ে কি কোন রকম আলোচনা করার অধিকার আছে প্রায়েদের? এটা কি নীতি বিরুদ্ধ হবে না? তার ভদ্র মন তাই নীরবে ছি-ছি করে উঠল। তার বিব্রতভাব আরো বাড়ল। সত্য যদি নিদারুণ হয় তবে ত তাকে প্রকাশ না করাই শ্রেয়। ভিভিকে তাই সে বাধা দিতেই সচেষ্ট হল।

বলল—যদি এর চেয়েও খারাপ কিছু থাকে, মানে আরো কিছু খারাপ প্রকাশ করতে হয় তবে আমাদের কাছে কি তা প্রকাশ করার কোন অধিকার আছে আপনার, মিস ওয়ারেন?'

কিন্তু ভিভির তরুণ মন সত্য প্রকাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তার বিশ্বাস নারী দেহ নিয়ে এই পাপ ব্যবসা এক সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি আজ কেবল তার মাকেই আক্রমণ করেনি···আক্রমণ করেছে লণ্ডন-সমাজকে। আর তাই বা কেন, আজ এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র মানব সমাজে। এই ব্যাধিকে নির্মূল করার জন্যই ত সে এই সত্য প্রকাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

তাই সে বলতে লাগল—সাহস থাকলে সারা জীবন ধরে প্রতিটি মানুষকে এসব কথা বলে আমার জীবন কাটিয়ে দিতাম। আঘাত করে করে তাদের মনের মধ্যে এই জঘন্য ব্যাপারের ছাপ এঁকে দিতাম। আমার মতন তারাও একদিন এটা অনুভব করতে পারত। এ সব

কথা মেয়েদের বলতে নেই, এই অনুশাসন সমাজের একটা দুর্নীতি, একে আমি সারা মন দিয়ে ঘৃণা করি। এবং তবুও একথা আমি আপনাদের কাছে বলতে পারছি না। দুটি জঘন্য শব্দে আমার মায়ের চরিত্রের পরিচয় দেওয়া যায়, সেই দুটো শব্দ আমার কানে বাজছে প্রকাশ পাওয়ার জন্য আমার জিভের ডগায় ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে···কিন্তু আমি শব্দ দু'টো উচ্চারণ করতে পারছি না। লজ্জা আমার মনে ভয়ঙ্কর হয়ে বাজছে।

থামল ভিভি। লজ্জায়, দুঃখে সে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। যত লজ্জাজনকই হোক না কেন ভিভি চেয়েছিল তাকে প্রকাশ করতে। কিন্তু বাস্তবে সে তা পারছে কৈ? লজ্জা তার কণ্ঠ রোধ করেছে। কিন্তু পাপ বুঝি লজ্জিত হয় আপন প্রকাশ-লজ্জায়!

প্রায়েদ বিস্মিত। সে ভিভির দিকে তাকিয়ে রইল।

ফ্রাঙ্কও বিস্মিত। তার ভিভিকে সে এর আগে কখন এমন আত্মহারা হতে দেখেনি। একেবারে সংযম হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা সাময়িকভাবে পাগলামি তার মনের সমস্ত বাঁধন আলগা করে দিয়েছে। তাকে সংযত করা প্রয়োজন। তাই ফ্রাঙ্ক বলে উঠল—ওহো, ও একদম পাগল হয়ে গেছে। শোন, শোন ভিভ! আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ? শান্ত হও, নিজের মনকে শান্ত করো।

কিন্তু পাথরের দেওয়াল ভেঙে নির্ঝর যখন ছুটে চলবার পথ খুঁজে পায় সে সন্ধিক্ষণে কে রোধ করবে তার গতি? নির্ঝরের যে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, হয়েছে মোহমুক্তি। তার সামনে প্রলম্বিত সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত পথ-রেখা।

ভিভিরও তেমনি মোহমুক্ত অবস্থা।

সে একখানা কাগজে খস্‌খস্‌ করে কি যেন লিখে ফেলল। বলল—এই দেখুন আপনাদের জন্য ব্যবসার উন্নতিপত্রের খসড়া তৈরি করছি।

ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

পুরুষ দু'জনও নীরব···তারা শুধু পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

লেখা শেষ হল।

ভিভি বলতে লাগল—দেখুন, এই ব্যবসায়ে আদায়ীকৃত মূলধন প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের কম নয়। জমিদার স্যার জর্জ ক্রফট্‌স্‌ এই জমার প্রধান অংশীদার। এই ব্যবসার বাড়ি ও অফিস রয়েছে ব্রাসেলস্‌, অস্টেণ্ড, ভিয়েনা এবং বুদাপেস্ত শহরে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিসেস ওয়ারেন। ভুলে যাবেন না তাঁর গুণপনার কথা, সেই জঘন্য দুটো কথায় যা প্রকাশ করা যায়।

তারপর কাগজের উপর সেই দুটো শব্দ লিখে কাগজখানা তাদের দিকে বাড়িয়ে দিল।

পড়ুন! পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল—না, না। পড়বেন না।

একটানে কাগজখানা ছিনিয়ে নিয়ে সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। এতক্ষণ ধরে যা সে প্রকাশ করতে চাইছিল, যাকে প্রকাশ করার জন্য তার মনের মধ্যে চলছিল নিরন্তর এক দ্বন্দ্ব···অবশেষে তাকে সে প্রকাশ করেছে। এবার অবসাদ নেমে এল তার দেহ মনে। গভীর নিশ্ছিদ্র অবসাদ। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে টেবিলের কাগজের স্তূপে মুখ লুকোল ভিভি। ভিভি ওয়ারেন···এক স্বৈরিণী মায়ের বিদুষী কুমারী কন্যা।

ঘরের মধ্যে অনেকগুলো মুহূর্ত নীরবে কাটল।

ভিভি যখন লিখ ছিল ফ্রাঙ্ক তখন দাঁড়িয়েছিল ভিভির পিছনে। ওর লেখা সে পড়েছে। নিজের মায়ের সম্বন্ধে অকম্পিত হাতে দু'টো শব্দ

লিখেছে ভিভি। সে দেখেছে, সে পড়েছে। পড়তে পড়তে দারুণ বিস্ময়ে তার ছ'চোখ বিস্ফারিত হয়েছে। পকেট থেকে একখানা কার্ড বার করে শব্দ ছ'টো সে লুকিয়ে লিখে নিয়েছে কার্ডের উপর। এখন ফ্রাঙ্ক সেই কার্ডখানা প্রায়েদের দিকে বাড়িয়ে দিল।

বিস্মিত প্রায়েদ কার্ডে লেখা শব্দ ছ'টোর উপর নজর বুলোল।

তারপর কার্ডখানা পকেটে লুকিয়ে রাখল।

এই নিষ্পাপ মেয়েটির দুঃখে ছ'টো পুরুষ-হৃদয় সমবেদনায় ভরে গেল।

ফিস্ ফিস্ করে বলল ফ্রাঙ্ক—ওগো ভিভামস্! লক্ষ্মীটি, ঠিক আছে। তোমার লেখা আমি পড়েছি। পড়েছে প্রাদি। আমরা বুঝেছি তোমার মানসিক বেদনা। কিন্তু আমাদের মনেরও কোন বদল হয় নি, আর হবেও না কোন দিন। আমরা ঠিক আগের মতনই আছি। ঠিক আগের মতন তোমার প্রতি আমার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ আছে। তুমি শান্ত হও।

এটা আমারও মনের কথা, মিস্ ওয়ারেন। আমি জোর গলায় স্বীকার করছি আপনার মতন আশ্চর্য নির্ভীক মেয়ে আমি জীবনে দেখি নি। ধীরে ধীরে বলল প্রায়েদ।

এই সব ভাবাবেগের কথা শুনে তার মন একটু নরম হল। তার দেহ মন ভেঙ্গে পড়েছিল। সে এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল চেয়ারে। একটু আগের অধৈর্য ভাব পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হল। ঝড়ে বিধ্বস্ত একটা চেরী-গাছ যেন সে। টেবিলে কোন রকম ভর না দিয়ে সে এবার দাঁড়াল। ঋজু দেহ···অকম্পিত। আবার বুঝি নিজের মনের বল ফিরে পেয়েছে ভিভি।

কিন্তু ভিভিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ভয় পেল ফ্রাঙ্ক।

বলল—নড়া-চড়া কর না, ভিভ। প্রয়োজন না থাকলে অমনিভাবে একটু আরাম কর।

ধন্যবাদ ফ্রাঙ্ক। ছটো ব্যাপারে তুমি সব সময় আমার উপর বিশ্বাস

রাখতে পার, এক আমি কাঁদি না এবং দুই আমি চেতনা হারাই না। বলতে বলতে ভিভি ভিতরের ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল, দাঁড়াল প্রায়েদের কাছাকাছি।

ওরা দুজনেই এই আশ্চর্য নির্ভীক ও কঠিন হৃদয় তরুণীর দিকে তাকিয়েছিল।

ওখানেই দাঁড়িয়ে ভিভি আবার বলতে লাগল—আমাদের এবার ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় এসেছে একথা মাকে বলার জন্য আমার আরো মনের সাহসের প্রয়োজন হয়েছিল। কিছু যদি মনে না করেন, মিস্টার প্রায়েদ, আমি একটু ভিতরের ঘরে যাচ্ছি, নিজেকে আবার ঠিক করে নেব।

প্রায়েদ জানতে চাইল—আমরা কি চলে যাব ?

জবাব দিল ভিভি—না, এখুনি আসছি। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য যাচ্ছি।

প্রায়েদ দরজাটা খুলে ধরল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ভিভি।

প্রায়েদ আবার চেয়ারে এসে বসল। ভাবতে লাগল ভিভির কথা। কি আশ্চর্য নির্ভীক এই তরুণী ! তার এতদিনকার জীবনে দেশে-বিদেশে কত তরুণী-যুবতী-নারীর সঙ্গে সে মিশেছে। কই, আর এমন একটি তরুণী ত তার নজরে পড়ে নি।

এক সময় বলল প্রায়েদ—কি আশ্চর্যরকম প্রকাশ ! ক্রফট্সের ব্যাপারে বাস্তবিক আমাকে দারুণ হতাশ হতে হল !

আমি কিন্তু একেবারেই হতাশ হয় নি, প্রাদি। আমার মতে, ওর যা আসল রূপ তা ও এতদিনে ঠিক-ঠিক প্রকাশ করল। কিন্তু আমার কি হবে প্রাদি ! আমি ত আর ওকে বিয়ে করতে পারব না

কঠিন স্বরে ডাকল প্রায়েদ—ফ্রাঙ্ক !

দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল। ফ্রাঙ্ক প্রশান্তচিত্ত, আর প্রায়েদ গভীরভাবে বিরক্ত।

দেখ গার্ডনার, তোমাকে একটা কথা বলি। এ সময়ে তুমি যদি ওকে ত্যাগ কর, তবে সেটা হবে তোমার আচরণের জঘন্যতার প্রকাশ। প্রায়েদ বিরক্ত হলেও ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল।

ফ্রাঙ্ক সাধুবাদ জানাল প্রায়েদকে কেন না চিরকাল সে নারীদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। বলল—কিন্তু তুমি ভুল করছ প্রাদি। এখানে ব্যাপারটার ন্যায়-নীতির কথা উঠছে না, উঠছে অর্থের দিকটা। এখন আর ওই বুড়ির অর্থ আমি স্পর্শ করতে পারি না।

তাহলে কি অর্থের জন্য তুমি ওকে বিয়ে করতে চাইছিলে, ফ্রাঙ্ক?

তবে আর কিসের জন্য? আমার নিজের ত কোন অর্থ নেই, নেই অর্থ রোজগার করার ক্ষমতা। এখন আমি যদি ভিভকে বিয়ে করি ত সে আমার খরচ চালাবে, আর আমার জন্য তার যত খরচ হবে তত মূল্যবান মানুষও আমি নই।

কিন্তু এটা ত ঠিক যে তোমার মতন একটা চালাক-চতুর ছেলে মাথা খাটিয়ে নিজের জন্য রোজগার করতে সমর্থ, ফ্রাঙ্ক।

পকেট থেকে জুয়া-খেলায় জেতা অর্থগুলো বার বরল ফ্রাঙ্ক। সেগুলো দেখিয়ে বলল—তা পারি। এই দেখ কাল রাতে এগুলো জিতেছি। তবে বাজি ধরে খেলতে হয়েছে। হয়ত হেরে যেতেও পারতাম। না, প্রাদি না। বেসি আর গার্ডনারের সঙ্গে যদি লাখপতি ধনীদের বিয়ে হয়ে যায় এবং মৃত্যুর আগে বাবা যদি তাদের একদম কিছু না দিয়েও যান তবুও বছরে চারশ পাউণ্ডের বেশি আমি পাব না, এবং এটাও ঠিক সত্তর বছরের আগে বাবার মৃত্যু হবে না। আর তেমন কোন অভিনব ইচ্ছাও তাঁর মাথায় গজায় না। কাজেই বুঝতে পারছ যে, আগামী বিশ বছর সামান্য মাসোহারা সম্বল করে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আর এত সামান্য অর্থ আমি ভিভের হাতে দিতে পারব না। কাজেই ইংলণ্ডের ধনী যুবকদের জন্যে আমি সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে যাচ্ছি। এটাই আমার সিদ্ধান্ত। আমি আর তাকে একটুও

বিরক্ত করব না। চলে যাওয়ার আগে ওর জন্যে একখানা চিরকুট লিখে রেখে যাব। পড়ে ও সব কিছু বুঝতে পারবে।

কি মহানুভবতা এই তরুণের। সত্যি সে প্রেমিক···তাই প্রেমিকাকে জীবনের দুঃখের পথে টেনে আনায় তার বড় অনীহা। ভিভির জীবনের পথ থেকে তাই সে সরে যাচ্ছে। ছেড়ে যাওয়ার বেদনায় মূর্ত তার হৃদয় কিন্তু মুখে তার প্রকাশ নেই। অথচ এমন একটি তরুণকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিল প্রায়েদ···ভেবেছিল ভিভির উপযুক্ত নয় ফ্রাঙ্ক।

গভীর লজ্জায় ফ্রাঙ্ককে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল প্রায়েদ।

বলল—বড় ভাল ছেলে, তুমি ফ্রাঙ্ক। আন্তরিকতার সঙ্গে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু তুমি কি সত্যি আর কোনদিন তার সঙ্গে দেখা করবে না?

কখন আসব না! বাজে বকো না, যুক্তি মানো। যখনই সম্ভব হবে চলে আসব ভিভির কাছে। আসব তার ভাই হয়ে। তোমরা ভাবুকরা একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেন যে এত মাথা খারাপ কর বুঝতে পারি না। অত সব বাজে পরিণাম কেন ভাব। ফ্রাঙ্ক বলতে বলতে থামল।

বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল।

অবাক হল ফ্রাঙ্ক। বলল—আবার কে এ সময় এল! একবার দরজাটা খুলে দেবে, প্রাদি? যদি কোন মক্কেল এসে থাকে তবে আমার চেয়ে তোমাকে মানাবে ভাল।

ফ্রাঙ্ক ভিভির চেয়ারে বসে একখানা চিঠি লেখায় মন দিল।

প্রায়েদ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। এবং দরজা খুলে দিয়ে সে চমকে উঠল। এ সময় এখানে তাকে দেখবে তা অনুমান করতেই পারেনি প্রায়েদ।

তাই বিস্মিত কণ্ঠে সে বলল—একি কিটি যে! এস! ভিতরে এস!

ঘরের ভিতরে ঢুকলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। চারধারে নজর বুলোলেন। তাঁর আচরণ দেখে মনে হচ্ছে ভিভিকে খুঁজছেন তিনি। ভয় ভয় ভাব। বেশ সময়োপযোগী সম্ভ্রান্ত পোশাক পরেছেন। বয়সের সঙ্গে পোশাক বেশ মানিয়েছে। চেষ্টা করে নিজের দেহকে সাজিয়েছেন শ্রীমতী ওয়ারেন। সেদিনকার নানা রঙের টুপির বদলে মানান-সই মস্তকাবরণ পরেছেন। নানা রঙের ঝলমলে জামা ঢেকেছেন কালো রঙের রেশমি ওড়নায়।

পোশাকের রুচি কি শ্রীমতী ওয়ারেনের মনের রুচি বদলাতে পেরেছে ?

ভাবতে লাগল প্রায়েদ। অনেকদিন ধরেই সে কিটি ওয়ারেনকে জানে। বহুদিন ধরে বহু পরিবেশে তাকে দেখেছে। যত দেখেছে ততই মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু আজকের মতন এমন অবাক হয়নি কোনদিন। এই ক'দিনেই বদলে গেছে কিটি ওয়ারেন। উদ্বিগ্ন মন···আচরণে ভয় ভয় ভাব।

চেয়ারে উপবিষ্ট ফ্রাঙ্কের দিকে শ্রীমতী ওয়ারেনের নজর পড়ল। এখানেও ওই ছোকরা এসে হাজির হয়েছে! ও আর ওর বাবা যত নষ্টের গোড়া! পকেটে রেস্ত নেই অথচ প্রেম করবার শখ! ও মেয়েটাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। একটা জীবন্ত কু-গ্রহ! তাঁর সারা মন বিষিয়ে উঠল।

কি! তুমি এখানেও এসে হাজির হয়েছ ?

লেখা থেকে মুখ তুলে চেয়ার ঘুরিয়ে বসল ফ্রাঙ্ক। কিন্তু উঠে দাঁড়াল না। অভিনব সজ্জায় শ্রীমতী ওয়ারেনকে সজ্জিত দেখে তার রহস্য-প্রিয় মন রসিকতায় উচ্ছল হয়ে উঠল।

বলল—এই যে আসুন! আহা, আপনাকে দেখে বড় ভাল লাগছে। বসন্তের দমকা এক ঝলক বাতাসের মতন আপনার এই আগমন।

নারী নিজের সাজ-পোশাকের, সৌন্দর্যের আর আচরণের প্রশংসা

পুরুষের মুখ থেকে শুনতে ভালবাসে···তাতে তার হৃদয় উল্লাসে নেচে ওঠে। বয়স এখানে কোন বাধাই নয়। ফ্রাঙ্কের রসিকতাকে প্রশংসা বলেই হয়ত মনে করলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। তাই রাগলেন না। আদুরে গলায় ধমক দিলেন—তোমার ওই সব বাজে বকুনি থামাও।

হাসতে লাগল ফ্রাঙ্ক।

এবার মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলেন শ্রীমতী ওয়ারেন—ভিভি কোথায়?

নীরবে ভিতরের ঘরের দরজাটা ফ্রাঙ্ক দেখিয়ে দিল।

সহসা শ্রীমতী ওয়ারেন একখানা চেয়ারে বসে কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন—প্রাদি, তোমার কি মনে হয় ও আমার সঙ্গে দেখা করবে না?

প্রায়েদ বলল—দেখ কিটি, দুঃখ কর না। কে সে, দেখা করবে না?

ওহো, কেন করবে না তা কোনদিন তোমার বোঝার ক্ষমতা হবে না, তুমি বড় ভালমানুষ। মিস্টার ফ্রাঙ্ক, সে কি তোমাকে কিছু বলেছে ?

নিজের লেখাটা ভাঁজ করে বেশ জোর গলায় ফ্রাঙ্ক বলল—সে এখানে ফেরা পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করেন তবে সে নির্ঘাৎ দেখা করবে।

ভয় পেলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কেন অপেক্ষা করব না?

তাঁর দিকে হেঁয়ালিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফ্রাঙ্ক। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে দেখছে···সেদিনের শ্রীমতী ওয়ারেন আজ যেন কত বদলে গেছেন। সাজ-সজ্জার দৌলতে তাঁকে সেদিন পূর্ণ যুবতী বলে মনে হয়েছিল আজ তাঁকে প্রৌঢ়া বলে ভ্রম হচ্ছে। আজও সেজেছেন শ্রীমতী কিন্তু আজ তাঁর সাজ-সজ্জার মধ্যে উৎকট ভাবটুকুর ছোঁয়া নেই।

ফ্রাঙ্ক তার চিঠিখানা ভাঁজ করে দোয়াতের উপর এমনভাবে রেখে দিল যাতে ভিভি দোয়াতে কলম ডোবাতে গেলেই চিঠিখানা তার নজরে পড়বেই। উঠে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। তার সারা মন এখন শ্রীমতী ওয়ারেনের দিকে নিবিষ্ট।

বলল সে—দেখুন মিসেস ওয়ারেন, আপনাকে একটা কথা বলছি। ধরুন আপনি একটা চড়াই, একেবারে ছোট্ট একটা চড়াই, রাজপথের উপর লাফালাফি করছেন, এমন সময় একটা স্টিম-রোলার আপনার দিকে ছুটে এল, আপনি কি সেটার আসার জন্য অপেক্ষা করবেন?

শ্রীমতী ওয়ারেন বলল—ওহো, তোমার ওই চড়াই পাখির গল্প শুনিয়ে আমার মাথা খারাপ করো না। হাসলমিয়ার থেকে ও এভাবে চলে এল কি জন্যে?

ওর ফিরে আসার জন্য যদি অপেক্ষা করে বসে থাকেন তবে নিশ্চয় আপনাকে বলবে আমার মনে হয়। বলল ফ্রাঙ্ক।

তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলছ?

না। সব সময় চাইছি আপনি বসে থাকুন। আমি কি উপদেশ দিচ্ছি চলে যাওয়ার জন্য।

কি! আর কখন তার সঙ্গে দেখা হবে না!

সংক্ষেপে তাই বোঝায়। নিদারুণ কণ্ঠে বলল ফ্রাঙ্ক।

এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন শ্রীমতী ওয়ারেন। ভিভি! তাঁর একমাত্র সন্তান ভিভি! তার সঙ্গে দেখা না করে তিনি চলে যাবেন। আর কখনও তার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না। কেন এমন হল? কি করেছেন তিনি? ভিভি কি তার হতভাগিনী মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করবে না? তাঁকে না জানিয়ে সেদিন সকালে সে কেন হাসলমিয়ার থেকে চলে এল? কারণটা জানবার জন্যই ত তিনি এতদূর ছুটে এসেছেন।

কিন্তু নিজেকে দ্রুত সংযত করে নিলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। চোখের জল মুছলেন। তাঁকে কাঁদতে দেখলে ভিভি রাগ করবে। সে কান্না সহ্য করতে পারে না। রুমাল দিলে গাল থেকে অশ্রুর চিহ্ন মুছলেন। বললেন—প্রাদি, আমার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে ফ্রাঙ্ককে মানা কর।

পুরুষ দুজন কেউ কাউকে কিছু বলল না। তারা নীরব।

আপন মনে বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন—না, আমার কান্না চলবে না। আমাকে কাঁদতে দেখলে ভিভি আবার রাগ করবে।

ফ্রাঙ্ক এবার সত্যই শ্রীমতী ওয়ারেনের জন্য দুঃখ অনুভব করল। তাই সে ধীরে ধীরে বলল—মিসেস ওয়ারেন, আপনি জানেন প্রাদি দয়ার প্রতিমূর্তি। প্রাদি, তুমি কি বল? যাবেন কিংবা এখানে থাকবেন?

প্রায়েদ এবার অনুতাপ ভরা কণ্ঠে শ্রীমতী ওয়ারেনকে বলল—আপনাকে এভাবে বিনা কারণে দুঃখ দেওয়ার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। তবে আমারও মনে হয় আপনার এখানে থাকা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা হচ্ছে···

কিন্তু প্রায়েদ তার কথা শেষ করার সময় পেল না।

আওয়াজ ভেসে এল, ভিভি ভিতর থেকে দরজার ছিটকিনি খুলছে।

চুপ! বড় দেরী হয়ে গেল। ওই ও আসছে! বলল ফ্রাঙ্ক।

আমি কাঁদছিলাম একথা ওকে বল না। মৃদু কণ্ঠে বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

দরজা খুলে এ ঘরে আবার এল ভিভি। দরজা টেনে দিল। নিজেকে সংযত করে নিয়েছে সে। দুঃখে আর মর্মবেদনায় একটু আগে সে ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু এখন তাকে দেখে আর তা বোঝা যাচ্ছে না। চটুল সে কোনদিন নয়, বরং গম্ভীর। স্থির, অচঞ্চল চিত্ত। শুধু সেই স্থিরতার পরিমাণ বুঝি আর একটু বেড়েছে। এ ঘরে শ্রীমতী ওয়ারেনকে বসে থাকতে দেখে ভিভি দাঁড়িয়ে পড়ল। তার গম্ভীর মুখের ভাব আরো বাড়ল। এ সময় এই ঘরে শ্রীমতী ওয়ারেনকে বসে থাকতে দেখবে তা একেবারেই আশা করেনি।

শ্রীমতী ওয়ারেন কিন্তু কলকণ্ঠে মেয়েকে সম্ভাষণ জানালেন—এস বাছা! অবশেষে তুমি চলে এলে?

এক জাতের গিরগিটি আছে পরিবেশ বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আকণ্ঠ মুখমণ্ডলের রঙ বদলায়···কখনও কালো, আবার কখন লাল

কিংবা ধূসর। মাকে এখানে এ অবস্থায় দেখে যে বিরক্তির ভাবটুকু সৃষ্টি হয়েছিল মনে তা সাময়িক। ভিভি মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলল। তার মুখের রঙ বদলাল। সে হাসতে চেষ্টা করল। মুখে গাম্ভীর্য নয়, খুশি-খুশি একটা ভাব ফোটাতে চাইল। তবে কি মায়ের মনে দুঃখ দিয়ে নিজের মনে কষ্ট পাচ্ছে ভিভি?

বলল—তুমি এসেছ দেখে খুশি হয়েছি মা। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে। মনে হচ্ছে ফ্রাঙ্ক, তুমি বলেছিলে চলে যাবে।

ফ্রাঙ্ক উঠে দাঁড়াল। বুঝতে পারল, এই মুহূর্তে ভিভি তাকে এখান থেকে সরাতে চাইছে। কিন্তু কেন? স্টিম-রোলারে পিষ্ট করতে চাইছে ভিভি তার মাকে। তার উপস্থিতিতে মাকে পিষ্ট করতে বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে। মা আর মেয়ের মুখের দিকে বারেকের জন্য তাকাল ফ্রাঙ্ক। না, আসন্ন দুর্ঘটনার কোন আগাম সঙ্কেত নেই কারো মুখে। তবু একবার পরিস্থিতিটা বুঝি বাঁচাতে চেষ্টা করল ফ্রাঙ্ক।

বলল—হাঁ। আমার সঙ্গে যাবেন নাকি, মিসেস ওয়ারেন? একবার রিচমণ্ডে বেড়াতে গেলে কেমন হয়? তারপর সেখান থেকে কোন থিয়েটারে? রিচমণ্ড খুবই নিরাপদ। সেখানে কোন স্টিম-রোলার নেই।

ধমক দিল ভিভি—বাজে বকো না ফ্রাঙ্ক। আমার মা এখানেই থাকবে।

আরো ভয় পেলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। বললেন—জানি না, বোধ হয় আমার চলে যাওয়াই ভাল। তোমার কাজে আমরা তোমাকে বিরক্ত করছি ভিভি।

কিন্তু অটল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে ভিভি। সে এখন একা মায়ের মুখোমুখি হতে চায়। এ সময় ফ্রাঙ্ক এখানে থাকুক তা সে চায় না। এমন কি প্রায়েদের উপস্থিতিও তার কাছে কাম্য নয়।

তাই সে বলল—মিস্টার প্রায়েদ, দয়া করে ফ্রাঙ্ককে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান। মা, বসো!

না, তাঁর আর কিছু করবার নেই। তিনি অসহায়ভাবে বসে রইলেন।

প্রায়েদ উঠে দাঁড়াল। এবার তার যাওয়ার পালা। মা আর মেয়ের মধ্যে যে দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তার সাক্ষী হিসাবে এখানে উপস্থিত থাকার এতটুকু ইচ্ছা নেই। তাই বলল—চল ফ্রাঙ্ক। আসি মিস ওয়ারেন।

ভিভি করমর্দন করল প্রায়েদের সঙ্গে। বলল—আবার আসবেন। আপনার ভ্রমণ আনন্দজনক হোক।

ধন্যবাদ! ধন্যবাদ। মনে হয়, তাই হবে।

শ্রীমতী ওয়ারেনের সঙ্গে করমর্দন করে ফ্রাঙ্ক বলল—চলি। আমার উপদেশ শুনলে আপনার মঙ্গল হত, মিসেস ওয়ারেন।

কিন্তু ভিভির সঙ্গে করমর্দন করল না ফ্রাঙ্ক। দূর থেকে বিদায় জানাল—চলি। তারপর খুশি মনে বেরিয়ে গেল।

প্রায়েদ বিষণ্নকণ্ঠে বলল—চলি কিটি।

এতক্ষণ ওরা দু'জন ছিল। এবার ওরা চলে গেল।

শ্রীমতী ওয়ারেন আরো অসহায় বোধ করতে লাগলেন। অস্ফুটে বিদায় জানালেন।

ভিভির মন খুব বিচলিত। কিন্তু কিছুতেই সে আবেগের শিকার হবে না। তাই সযত্নে সে বাহ্যিক স্থিরতা অটুট রাখতে সচেষ্ট। মায়ের দিকে সরাসরি তাকাতেও পারছে না। কেন না মায়ের বিষণ্ন মুখ দেখলে তার মন সংযম হারাবে। আর সে ভেসে যাবে এক দুরন্ত গতি স্রোতের মুখে খড়-কুটোর মতন। অনরিয়ার চেয়ারে সে গম্ভীর মুখে বসে রইল। সে চাইছিল তার মা প্রথম কথা শুরু করুক।

মা আর মেয়ে নীরব। দু'জনে বসে আছে মুখোমুখি।

কিন্তু এই নীরবতায় আরো ভয় পেলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। তিনিই প্রথম কথা বলতে চেষ্টা করলেন। আবেগে ভয়ে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। কত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছে। সেই ভাঁটিখানা ছাড়ার পর থেকেই ত তাঁর জীবন একক। তাঁর জীবন রুক্ষ ধূসর···সামনে প্রলম্বিত দুঃখের-গ্লানির-অসম্মানের মরুভূমি। দূরে সুউচ্চ আর্থিক উন্নতির পাহাড়-চূড়া। একটুও ভীত হননি শ্রীমতী ওয়ারেন, ক্লান্ত হয়ে চলা থামাননি। বরং সব রকম গ্লানি ও অসম্মান মাথায় নিয়ে সামনে এগিয়ে গেছেন। একটি একটি করে ধাপ পেরিয়ে উঠছেন পাহাড় চূড়ায়। তবে এমন পরিস্থিতিতে এর আগে কখন তাঁকে পড়তে হয়নি।

বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন—আচ্ছা ভিভি, সেদিন আমাকে একটি কথাও না বলে তুমি ওভাবে চলে এলে কেন? এমন একটা কাজ তুমি করলে কি করে! এবং হতভাগ্য জর্জের সঙ্গে তুমি একি ব্যবহার করলে? আমার সঙ্গে আসার জন্য আমিই তাকে বলেছিলাম, কিন্তু সে এড়িয়ে গেল। মনে হল, সে তোমাকে দারুণ ভয় করে, মজার কথা হলো সে আমাকেও এখানে আসতে মানা করেছিল। যেন আমি আমার নিজের মেয়েকেই ভয় করব! ওকে বলেছি, আমাদের মধ্যে সব মিটে গেছে।

থামলেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

আর মায়ের কথা শুনতে শুনতে ভিভির মুখের ভাব আরো গম্ভীর হল।

শ্রীমতী ওয়ারেন একখানা খাম বার করে কাঁপা কাঁপা হাতে তার ভিতর থেকে একখানা চিঠি বার করলেন। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—ভিভি, এটার মানে কি? আজ সকালে ব্যাঙ্ক থেকে এখানা পাঠিয়েছে।

ভিভি জবাব দিল—ওটা আমার মাসিক হাত খরচ। ওরা

আমাকে নিয়মিত সেদিন ওটা পাঠিয়েছিল। আমি ওটা ফেরৎ পাঠিয়ে বলে দিয়েছি তোমার নামে ওটা জমা করতে এবং জমার রসিদখানা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। এখন থেকে আমার নিজের খরচ আমি নিজেই রোজগার করব।

ব্যাপারটা বুঝতে সাহস হল না শ্রীমতী ওয়ারেনের। এটা তাঁর জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। প্রতিবারের মতন এবারও ব্যাঙ্ক তাঁর নির্দেশ মতন ভিভিকে হাত খরচ পাঠিয়েছিল। এর মধ্যে নতুনত্ব ত কিছু নেই। তবে কেন তা ফেরৎ দিল। তবে কি এই অর্থে তার হাত খরচ কুলোচ্ছে না? বেশ ত ফেরৎ না দিয়ে আরো বেশি অর্থ পাঠানোর জন্য মাকে বলতে পারত ভিভি?

তাই তিনি বললেন—এ অর্থে কি তোমার কুলোচ্ছে না? আমাকে বলনি কেন? এর দ্বিগুণ অর্থ পাঠাতে বলব, ভাবছিলাম দ্বিগুণ অর্থ দেব। শুধু আমাকে জানাও কত অর্থ তোমার চাই।

মায়ের মুখের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ভিভি। মা কি ভেবেছে তাকে? সে কি আরো বেশি অর্থ পাওয়ার জন্যে মাকে চাপ দিচ্ছে? সে কি অর্থের প্রত্যাশী? মা যদি তাকে তেমন লোভী মনে করে থাকে তবে ভুল করছে মা। নিজের খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করার মতন ক্ষমতা তার হয়েছে। মাকে কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। মা অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে যে, সমাজ ন্যায়-নীতি-আদর্শ এসবের কোন মূল্য নেই। একমাত্র অর্থই সব। অর্থের বিনিময়ে সবকিছু পাওয়া যায়। এতদিন অভিজ্ঞতা দিয়ে মা যে ধারণা করেছে তা ভুল। মায়ের সেই ভুল ধরিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। হয়ত এই ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে মায়ের মনে আরো আঘাত হানতে বাধ্য হবে ভিভি। কিন্তু এছাড়া তার আর কিছু করণীয় নেই।

তাই বলল ভিভি—তুমি বেশ ভালভাবেই জান মা, এর সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। এখন থেকে আমার নিজের ব্যবসায়ে

খেটে আমি অর্থ রোজগার করব, থাকব আমার বন্ধুদের সঙ্গে। তুমি থাকবে তোমার খুশি মতন। আচ্ছা, বিদায় মা।

অবাক হলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। তাঁকে চলে যেতে বলছে ভিভি।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু কেন বিদায় নেব?

হ্যাঁ। বিদায় নেবে। শান্ত হও। নিরর্থক আমরা যেন কোন বাড়াবাড়ি না করি। নিশ্চয় তুমি ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে পারছ, মা। স্যার জর্জ ক্রফট্‌স্‌ তোমাদের ব্যবসার সব খুঁটিনাটি আমাকে বলেছেন।

দারুণ রেগে গিয়ে বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন—ওই বোকা বুড়োটা…। একটা কুৎসিত গালাগালি উচ্চারণ করতে গিয়ে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিলেন। এভাবে একটা কুৎসিত কথা উচ্চারণ করে এখান থেকে চলে যাওয়ার নীচতায় তাঁর মন দারুণ লজ্জিত হল। না, তিনি পালিয়ে যাবেন না। তাঁর নিজের অধিকারের উপর ভর করে তিনি প্রতিবাদ জানাবেন। মা হয়ে মেয়ের ধৃষ্টতা কিছুতেই সহ্য করবেন না।

ভিভি জবাব দিল—ঠিক তাই।

শ্রীমতী ওয়ারেন বললেন—লোকটার জিভ উপড়ে নেওয়া উচিৎ। কিন্তু আমি মনে করেছিলাম যে, সব কিছু মিটে গেছে। তুমি নিজেই ত বলেছিলে তুমি আর কিছু মনে করবে না।

কঠিন-কণ্ঠে জবাব দিল ভিভি—আমাকে ক্ষমা কর মা। এখন মনে করছি আমি মেটেনি। ওসব সহ্য করতে আমার মন চাইছে না।

কিন্তু তোমাকে ত সব কিছু বুঝিয়ে বলেছি…।

তুমি বলেছ কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল। কিন্তু তুমি ত বলনি যে, তোমাদের ব্যবসা এখনো চলছে। মাকে বিদায় জানাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল ভিভি। এখন আবার চেয়ারে বসল।

অসহায় দৃষ্টিতে শ্রীমতী ওয়ারেন তাকিয়ে রইলেন মেয়ের দিকে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখে কোন কথা জোগাল না। ভিভিকে তিনি নিরীক্ষণ করছিলেন। বিষধর ফণিনী আঘাতে আঘাতে ফণা তুলছে। সাপুড়িয়ার বাঁশীর সুরে দুলছে। সে কি আঘাত হানতে ভুলে গেছে? না, তার ঝাপসা চোখের নজর বুলিয়ে একটা সুযোগ খুঁজছে। শ্রীমতী ওয়ারেন এই মুহূর্তে যেন এক বিষধর ফণিনী। তাঁর মনে একটা ধারণা হয়েছিল, দ্বন্দ্বের ইতি হয়েছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন যে, দ্বন্দ্বের শেষ হয়নি। এবং হয়ত কোনদিন হবেও না। ভিভি তাঁকে কোনদিন ক্ষমা করতে পাররে না। কিন্তু তিনি নিজে কি করবেন?

জবাবের জন্য নিজের মন হাতড়াতে লাগলেন। কিন্তু জবাব ত পেলেনই না, বরং নতুন নতুন প্রশ্ন তার মনে দেখা দিল···তবে কি সম্পদ সম্ভার তিনি পরিত্যাগ করবেন? পরিত্যাগ করবেন তাঁর ফলাও ব্যবসা? তাঁর মন মুখিয়ে উঠল—না, কিছুতেই না। তেমন হলে তিনি ভিভিকে আঘাত করবেন। আঘাতে আঘাতে জর-জর ভিভি তাঁর কথা শুনতে বাধ্য হবে। শ্রীমতী ওয়ারেনের মুখে ধূর্ততার ছাপ ফুটে উঠল। যেন ছোবল মারার ভঙ্গিতে তিনি টেবিলে ভর দিয়ে ঝুঁকলেন—ছ'চোখে ধূর্ততা মাখানো।

হিস্ হিস্ শব্দ বেরিয়ে এল তাঁর কণ্ঠ থেকে—ভিভি, জান আমি কত ধনী?

আমার সন্দেহ নেই, মা, তুমি খুব ধনী।

শ্রীমতী ওয়ারেন বললেন—এ সবের যে কি অর্থ তা তুমি বুঝতে পারবে না, তোমার বয়স বড় কম। এর অর্থ প্রতিদিন একটা করে নতুন পোশাক, এর অর্থ প্রতি রাতে থিয়েটার ও বল নাচের সুযোগ লাভ, এর অর্থ সারা ইউরোপের ভদ্রলোকেরা তোমার পায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, এর মানে সুন্দর অট্টালিকা ও বহু দাস-দাসী রাখার সুযোগ, এর মানে পছন্দ মতন প্রতিটি বস্তু, প্রার্থিত প্রতিটি জিনিস এবং চিন্তা করতে পার এমনই সবকিছু লাভ করা। এবং এখানে তোমার কি

অবস্থা ? স্রেফ ঝি-এর মতন খাটছো, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাড় কালি করছ, আর কপালে কি জুটছে ? বছরে একজোড়া পোশাক আর কোন রকমে বেঁচে থাকার মতন খাদ্য। ব্যস! এর জন্যে এত খাটতে হচ্ছে। একবার ভাল করে ভেবে দেখ, ভিভি! থামলেন শ্রীমতী ওয়ারেন···যেন কাল-নাগিনীর ছোবল মারা ও বিষ ঢালা হয়ে গেছে। এবার সে বিষের প্রতিক্রিয়া দেখতে শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে।

ভিভি নীরব। সেও মাকে অবাক হয়ে দেখছে।

শান্ত আর কোমল স্বরে আবার বলতে লাগলেন শ্রীমতী ওয়ারেন—জানি, তুমি খুবই আঘাত পেয়েছ। তোমার মনের ভাব আমি আন্দাজ করতে পারছি। মনে হয় এতে তোমার মঙ্গল হবে। কিন্তু বিশ্বাস কর এর জন্য কেউ তোমাকে দোষ দেবে না। আমার কথা শোন, ভিভি। কিশোরী মেয়েদের আমি চিনি। মনে মনে যদি ভাব, বিচার কর তবে তুমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

জবাব দিল ভিভি। কঠিন তার কণ্ঠস্বর।

তাহলে এমনিভাবে সব কিছু করা হয়, তাই না ? ব্যাপারটা যে বড় রসনীয় তা এমনিভাবে তুমি অনেক মেয়েকে বুঝিয়েছ।

গভীর স্নেহে আর আবেগের সঙ্গে শ্রীমতী ওয়ারেন বললেন—তোমাকে যদি এ কাজ করতেই বলি তাতে ক্ষতি কি ?

ঘৃণায়, দুঃখে, বেদনায় মুখ ঘুরিয়ে নিল ভিভি। এ বিষয় নিয়ে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেই তার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। মায়ের চরিত্রের আরো একটা দিক যেন তার সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠল।

বেপরোয়া হয়ে শ্রীমতী ওয়ারেন বলতে লাগলেন—ভিভি, আমার কথা শোন। তুমি বুঝতে পারছ না। উদ্দেশ্য নিয়ে তোমাকে ভুল শেখানো হয়েছে। সংসারের আসল রূপ যে কি তাই তুমি জান না।

ভিভি আরো অবাক হল। বলল—উদ্দেশ্য নিয়ে ভুল শেখানো হয়েছে ? কি তুমি বলতে চাইছ, মা ?

বলতে চাইছি, নিরর্থক তুমি তোমার সর্বস্ব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ। ভাবছ, মানুষ যা ভান করে মানুষ বুঝি তাই। স্কুল, কলেজে যা তোমাকে সঠিক আর উপযুক্ত বলে শেখানো হয়েছে বাস্তবে সব কিছু বস্তুর আসল রূপ যেন তেমনি। কিন্তু আসলে তা নয়। কিন্তু এসব কেবল ভান, ভীরু, ক্রীতদাসসুলভ সাধারণ মানুষগুলোকে শান্ত রাখার জন্যই এমন ভান করা হয়। এ ধরনের নারীদের চল্লিশ বছর বয়সে কি অবস্থা হয় তা কি তোমার সব ধন সম্পদ ও সুযোগ ত্যাগ করে তুমি দেখতে চাও অথবা যে মা তোমাকে ভালবাসে সেই মায়ের সব কথা বিশ্বাস করে তোমার সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাও? জেন এ সবই সত্য, নিছক সত্য কথা। ভিভি, বড় লোকেরা, চতুর লোকেরা, পরিচালকরা এ সবই জানে। আমি যা করছি তারাও তাই করে, আমি যা ভাবছি তারাও তাই ভাবে। তাদের অনেককেই আমি জানি। তোমার সঙ্গে তাদের আমি পরিচয় করিয়ে দেব, তারা তোমার সঙ্গে কথা বলবে, তাদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব করিয়ে দেব। অন্যায় কোন কিছু আমি বোঝাতে চাইছি না, যা তুমি বুঝছ না তাই বলছি। আমার সম্বন্ধে তোমার মাথায় যত সব আজগুবি ধারণা ঢুকেছে। যারা তোমার শিক্ষক তারা জীবন সম্বন্ধে কি জানে বা আমার মতন নারী সম্বন্ধে কি জানে, কতটুকু জানে? তাদের সঙ্গে কি কখন আমার দেখা হয়েছে অথবা তারা আমার সঙ্গে কি কথা বলেছে কিংবা কেউ কি আমার সম্বন্ধে তাদের কাছে কিছু বলেছে? যতসব বোকার দল! আমি যদি অর্থ না দিতাম তবে কি তারা তোমার জন্যে কিছু করত? তোমাকে কি আমি বলিনি যে তোমাকে আমি বড় ঘরের মেয়ের মতন গড়ে তুলব? তোমাকে কি আমি বড় ঘরের মেয়ের মতন গড়ে তুলিনি? আমার অর্থ, প্রভাব এবং লিজির বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য ছাড়া তোমার পক্ষে কি করে তা সম্ভব হত? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, আমার কথা না শুনে আমার বিরুদ্ধে গিয়ে তুমি তোমার নিজের গলা কি কাটছ না এবং আমার হৃদয় কি গুঁড়িয়ে

দিচ্ছ না? বেশ জোরালো গলায় নিজের বক্তব্য রাখলেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

আজকের যে-সমাজে, যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে শ্রীমতী ওয়ারেনের উঠা-বসা সে-সমাজে এ ধরনের কথার মূল্য অনেক। যে-সব মেয়েদের নিয়ে তিনি কারবার করেন তারা এ সব কথা শুনে বর্তে যায়, তারা লোভার্ত হয়ে এই জীবনকে আঁকড়ে ধরে। শ্রীমতী ওয়ারেনের এ সব কথা এ সমাজের টোপ। বহুবার বহু মেয়ের কাছে তিনি এই টোপ ফেলেছেন, তাদের গেঁথেছেন, শিকার করেছেন। তাঁর কাছে এবং এই সব মেয়েদের কাছে এটাই একমাত্র জীবন-দর্শন।

কিন্তু নিজের মেয়েকে চিনতে পারেননি শ্রীমতী ওয়ারেন।

ভিন্নতর মেয়ে এই ভিভি। তার জীবন-দর্শনই আলাদা।

তাই ভিভি বলল—ক্রফট্স্-জীবন-দর্শন আমি চিনতে পারছি, মা। গার্ডনারের বাড়ীতে সেদিন তার মুখে সব শুনেছি।

শ্রীমতী ওয়ারেন বললেন—তুমি ভাবছ, ভিভি, ওই বুড়োটাকে আমি তোমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছি। আমি চাই না ভিভি। শপথ করছি, আমি তা চাইনি।

তুমি চাইলেও তাতে কিছু এসে যাবে না। তুমি কোনদিন এ ব্যাপারে সফল হবে না। জবাব দিল ভিভি।

তাঁর স্নেহের প্রতি কটাক্ষ করছে ভিভি। মনে দারুণ আঘাত পেলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। শিব গড়তে গিয়ে তাহলে বাঁদর তৈরী হয়েছে ভিভি। শিক্ষিতা হয়ে সে মাকে অবহেলা করছে। আগে থেকে অনুমান করলে কখনও তিনি ভিভিকে এমনভাবে লেখাপড়া শেখাতেন না। এ কি হল! ভিভি ত তাঁর মনের মতন হল না। সুখের-আরামের জীবন ত্যাগ করে সে দুঃখের জীবন বেছে নিল। মা হয়ে কেমন করে তিনি তা বরদাস্ত করবেন!

মায়ের এসব ভাবান্তর গ্রাহ্যই করল না ভিভি। বলতে লাগল—মা, আমি যে কি ধরনের মেয়ে তা তুমি একেবারে বুঝতেই পারনি।

তার শ্রেণীর অন্যসব অমানুষদের মতন ক্রফট্‌স্‌কেও আমি অপছন্দ করি একই রকম। বরং সে দৃঢ়চেতা। এবং পছন্দ মতন উপায়ে জীবন উপভোগ করে বলে এবং পয়সাওয়ালা অন্যান্যদের মতন শিকার করে, বন্দুক ছুঁড়ে, খেয়েদেয়ে, বাবুয়ানা করে সময় নষ্ট না করে অজস্র অর্থ রোজগার করে এজন্য ক্রফট্‌স্‌কে আমি প্রশংসা করি। আর এ সম্বন্ধেও আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে, আমার মাসি লিজার মতন অবস্থায় পড়লে সে যা করেছে আমিও তাই করতুম। আমি মনে করি না যে, কুসংস্কার ও নীতিবাদকে আমি তোমার চেয়ে বেশি মেনে চলি। বরং তোমার চেয়ে কম মানি। আমি তোমার চেয়ে কম ভাব-প্রবণ সে-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। জানি, কেতাদুরস্ত নীতিবাদ এক ধরনের ভণ্ডামি, আজ আমি যদি তোমার অর্থ গ্রহণ করি এবং কেতাদুরস্ত বিলাস-জীবন উপভোগ করতে শুরু করি তবে একজন বাজে নারী যতটা অপদার্থ ও জঘন্য হতে পারে আমিও তা হতে পারতাম। এবং এর জন্য আমাকে কোন নিন্দাবাদ বা অপবাদ শুনতে হত না, আমি এই ধরনের জীবনে টিঁকে থাকতে পারতাম। কিন্তু অপদার্থ হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। পার্কে পার্কে আমার পোশাক তৈরীর দরজীর আর ফিটন-গাড়ীওয়ালার জীবন্ত বিজ্ঞাপন হয়ে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা আমার নেই। চাই না জহুরীর দোকানের জানালার মতন হীরে জহরতে দেহ সাজিয়ে অপেরায় বসে অপরকে তাক লাগিয়ে হাই তুলতে···।

শ্রীমতী ওয়ারেন একেবারে হতভম্ব। বলতে চাইলেন—কিন্তু···।

ভিভি মায়ের কথা বাধা দিয়ে বলল—দাঁড়াও, এখনো আমার কথা শেষ হয়নি। তুমি ত এখন স্বাধীন, তোমার এখন ব্যবসা না করলেও চলে, তবু তুমি এখনো ব্যবসা চালাচ্ছ কেন? তুমিই ত বলেছ যে, তোমার বোন ব্যবসার সংস্রব ছেড়ে দিয়েছে। তুমিও কেন তাই করছ না?

মেয়ের মনের বিরূপতার কারণ বুঝি বুঝতে পারলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। ঠিক···ও হয়ত চাইছে এই ব্যবসার সঙ্গে তার মা সব সংস্রব ত্যাগ

করুক। কিন্তু তা কি করে সম্ভব! নিজের হাতে গড়া এই ব্যবসার সংস্রব ত্যাগ করে কি নিয়ে বেঁচে থাকবেন শ্রীমতী ওয়ারেন? এই সহজ কথাটা কেন বুঝতে চাইছে না ভিভি!

তাই তিনি বলতে লাগলেন—দেখ নিজের পক্ষে এটা সহজ। সে চায় উচ্চ সমাজ আর মহিলা হওয়ার মতন চাল-চলন-সহবৎ সে জানে। গীর্জা শহরে আমাকে তুমি কল্পনা কর! ওই নিরানন্দ পরিবেশে আমাকে দেখে কাকেরাও আমার পরিচয় জেনে ফেলবে। আমাকে উত্তেজনার মধ্যে কাজ করতে হবে নইলে আমি বিষণ্ণতায় উন্মাদ হয়ে যাব। এবং তাছাড়া আর আমার করবার কি আছে? এই জীবনেই আমাকে মানায়। এই কাজ ছাড়া অন্য কিছু কাজে আমি উপযুক্ত নই। আর আমি যদি এ কাজ না করি তবে অন্য কেউ করবে। কাজেই এ কাজ করে আমি সত্যিকারের কোন ক্ষতি করছি না। তাছাড়া এতে অর্থ রোজগার হয়, অর্থ রোজগার করতেই আমি চাই। না, একথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। এ কাজ আমি ছাড়তে পারব না, কারোর খাতিরেও পারব না। কিন্তু এ ব্যাপারে জানার তোমার প্রয়োজন কি? তোমার কাছে কখনও এ সম্বন্ধে কথা পাড়ব না। ক্রফট্‌স্‌কেও দূরে থাকতে বলব। তোমাকে বেশি বিব্রত করব না। দেখ প্রায়ই আমাকে এখানে ওখানে ছুটোছুটি করতে হয়। আমি মারা গেলে তুমি আমার হাত থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবে।

মায়ের সব কথাই মন দিয়ে শুনছিল ভিভি।

বলল—না, আমি আমার মায়ের মেয়ে। আমি ঠিক তোমার মতন। আমার কাজ চাই। প্রয়োজনের চেয়েও বেশি অর্থ আমাকে রোজগার করতেই হবে। কিন্তু আমার কাজ তোমার কাজ নয়, আমার জীবন-পথ তোমার মতনও নয়। তাই আমাদের ছাড়াছাড়ি হতে হবে। এতে আমাদের অবস্থা খুব বেশি বদলাবে না। বিশ বছরে মাত্র কয়েক মাসের জন্য আমাদের দেখা হত, এবার থেকে আমাদের আর কোন দেখাই হবে না। ব্যস! এইটুকু মাত্র।

কান্না-ধরা গলায় বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন—ভিভি, আমি যে তোমাকে ছাড়তে পারব না। তোমাকে আমার চাই।

কোন প্রয়োজন নেই, মা। তোমার ওই সস্তা চোখের জল আর অনুরোধে আমার মন গলবে না এ কথা তোমায় বলে রাখছি। বলল ভিভি।

রাগে বন্য বাঘিনীর মতন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন শ্রীমতী ওয়ারেন। বললেন—বটে ? মায়ের চোখের জল তোমার কাছে সস্তা!

চোখের জলের জন্য ত তোমার কোন খরচ নেই আর সেই চোখের জলের জন্য তুমি চাও আমি আমার সারা জীবনের শান্তি ও সোয়াস্তিকে বিসর্জন দি। আমার সঙ্গ লাভ করে তোমার কি লাভ হবে, মা ? আমাদের মধ্যে কি মিল আছে যে, আমরা একসঙ্গে থেকে সুখে জীবন যাপন করতে পারব ?

নিমজ্জমান মানুষ অতি তুচ্ছ অবলম্বনের দিকেও হাত বাড়ায়। ভাবে অতি তুচ্ছ হলেও ওই অবলম্বন তাকে রক্ষা করতে পারবে। শ্রীমতী ওয়ারেনের আজ সেই অবস্থা। সংসার-পারাবারে নিমজ্জমান অবস্থা তাঁর! ভিভি-হারা জীবন কি করে তিনি বহন করবেন ? অথচ নিজের এতবড় ব্যবসাকেও তিনি ত্যাগ করতে পারছেন না।

তাই বেপরোয়াভাবে বলতে লাগলেন তিনি—দেখ, আমরা মা আর মেয়ে। আর আমি আমার মেয়েকে ত্যাগ করতে পারি না, তাকে আমি চাই। তোমার উপর আমার অধিকার আছে। বুড়ো হলে আমাকে দেখবে কে ? আমার কাছে বহু মেয়ে নিজের মেয়ের মতন থাকে. আমাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় তারা কান্নাকাটি করে। কিন্তু তোমাকে মানুষ করব বলে তাদের তাড়িয়ে দিই। নিজেকে একাকী করে তুলেছি তোমাকে দেখব বলে। এখন আমাকে ছেড়ে যাওয়া তোমার উচিৎ হবে না আর মেয়ে হিসাবে কর্তব্য না করে তুমি পার না।

কিন্তু মায়ের মুখে সেই অশ্লীল ব্যবসার সুর শুনে ভিভির মন আবার

বিরূপ হয়ে উঠল। মা কি তাকেও তার ব্যবসার স্বৈরিণী মেয়ে মনে করছে? না কি ভাবছে যে সে দেহ বিক্রি করে মায়ের শেষ বয়সে মাকে দেখা শুনা করবে? মা আর মেয়ের মধ্যে কি এটাই একমাত্র সম্পর্ক? অনেক যুবতী মেয়েকে প্রলোভিত করে নিজের ব্যবসায়ে টেনে এনেছে। তাদের জীবনের উপর কলঙ্কের পসরা চাপিয়ে দিয়েছে। এবার কি মেয়ের পালা? মায়ের স্থান গ্রহণ করবে মেয়ে?

ভিভি বলে উঠল—মেয়ে হিসাবে আমার কর্তব্য। মনে হচ্ছে এবার সে কথাটাই বলব। মা, তুমি চাইছ একটা মেয়ে আর ফ্রাঙ্ক চাইছে একজন স্ত্রী। আমি মা-ও চাই না, চাই না স্বামী। ফ্রাঙ্ক বা আমার নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য ফ্রাঙ্কের কথায় রাজী হই নি। ভেবেছ আমি তোমার কথায় রাজী হব?

দারুণ রাগে বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন—তোমার মনের ভাব আমি বুঝতে পেরেছি। নিজের বা অপরের জন্য তোমার মনে কোন দয়া নেই, জানি। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যা'হোক আমি তা বুঝতে পারি। মেয়েদের দেখলে তাদের সতীত্বের বড়াই, সব বিষয়ে ঘ্যানঘেনে স্বভাব আর স্বর্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা বুঝতে পারি। চাই না তোমাকে। নিজের জন্যই নিজেকে রাখ। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখ, আবার শিশুর মতন তোমাকে হাতে পেলে কি করতাম তা জান? জান, মাথার উপর ঈশ্বর আছেন?

বোধ হয় গলা টিপে আমাকে মেরে ফেলতে, মা।

না। আমার সত্যিকারের মেয়ের মতন তোমাকে মানুষ করতাম, এখনকার মতন হতে পারতে না। এভাবে তোমার মনে দম্ভ আর সংস্কার জন্মাত না, পারতে না আমার কাছ থেকে কলেজের শিক্ষা চুরি করতে। হাঁ, তুমি চুরি করেছ। পার যদি অস্বীকার কর। এটা চুরি ছাড়া আর কি? আমার পছন্দ মতন জায়গায় রেখে তোমাকে মানুষ করতাম, ভিভি।

শান্ত কণ্ঠে বলল ভিভি—বোধ হয় তোমার নিজের কোন গণিকালয়ে তখন আমাকে রাখতে।

আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন শ্রীমতী ওয়ারেন—শোন ওর কথা। নিজের পাকা চুলে থুতু ছিটোচ্ছে! আমাকে আজ যে ভাবে ছু'পায়ে থ্যাঁলাচ্ছ তেমনিভাবে নিজের মেয়ের থ্যাঁৎলানি খাওয়ার জন্য তুমি বেঁচে থাক! আর তুমি তা খাবে, নিশ্চয় খাবে! কোন মেয়ে মায়ের অভিশাপ এড়িয়ে সৌভাগ্য রচনা করতে পারে না ভিভি!

শোন মা, বেশি বাড়াবাড়ি করো না। তোমার এসব কথা শুনে আমার মন আরো কঠিন হচ্ছে। শান্ত হও। তোমার কব্জায় পাওয়া সব যুবতী যাদের তুমি সফল করতে চেয়েছ, তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই বোধ হয় তোমার হাতছাড়া হলাম। এখুনি তোমার সব শক্তি নষ্ট করো না। বলল ভিভি।

বিষধর নাগিনী এখন নিথর। তার বিষাক্ত ছোবল এখন শক্তি-হীন। সাপুড়ে তার বাঁশি বাজিয়ে তাকে বন্দিনী করেছে। ধীরে ধীরে সে এবার ঝাঁপির আশ্রয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। মন্ত্রমুগ্ধ সাপিনী!

আর কোন আশা নেই। শ্রীমতী ওয়ারেন তাই ধীরে ধীরে বললেন—হ্যাঁ, এটা সত্যি কথা, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। আর তুমিই একমাত্র আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ। ওহো, কি অবিচার! সব সময় আমি একজন ভাল মহিলা হতে চাইতাম। সৎ কাজ করার চেষ্টাও করেছি। সৎ কাজের নাম করলে আমাকে ক্রীতদাসীর মতন তাড়ানো হয়েছে। এক জন সৎ জননী হতে চেয়েছিলাম। এবং যেহেতু আমি আমার মেয়েকে একটা ভাল মেয়ে হিসেবে মানুষ করে তুলেছি তাই আজ আমাকে সে কুষ্ঠরোগী মনে করে ত্যাগ করছে। আহা, আবার যদি জীবনটাকে শুরু থেকে ভোগ করার সুযোগ পেতাম। তাহলে স্কুলের সেই মিথ্যেবাদী পাদরির সঙ্গে কথা বলতাম। বলতাম এখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত

তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমি অন্যায় কাজ করব, কেবল অন্যায় ছাড়া অন্য কাজ করব না। এবং এতেই উন্নতি করব।

হ্যাঁ, নিজের পথ চিনে নেওয়া এবং সেই পথ ধরে চলাই উচিৎ। মা, আমি যদি তুমি হতাম তবে তুমি যা করেছ আমিও তাই করতাম। তবে এক ধরনের জীবনে বাস করে অন্য ধরনের প্রতি বিশ্বাস রাখতাম না। আসলে তুমি দারুণ সেকেলে এবং মনে প্রাণে সেকেলে। তাই তোমার কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমি ঠিক করছি, তাই না? বলল ভিভি।

বিস্মিত কণ্ঠে বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন—আমার সব সম্পদের অধিকার ত্যাগ করছ?

না, তোমার কবল থেকে মুক্তি পেতে চাইছি, মা। না চাইলে বোকামি করব, তাই না?

ম্লান স্বরে বললেন শ্রীমতী ওয়ারেন—ভাল, হ্যাঁ। যদি সেটাই তোমার মনের ইচ্ছা হয়, হয় ত এটাই তোমার ইচ্ছা। ঈশ্বর জানেন সংসারে সবাই সঠিক কাজ করে কি-না! এবার তাহলে যেখানে আমার বসে থাকা পছন্দ হচ্ছে না সেখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। বলতে বলতে দরজার দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন।

সদয় কণ্ঠে বলল ভিভি—আমার সঙ্গে করমর্দন করবে না?

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন শ্রীমতী ওয়ারেন। তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। তাঁর দু'চোখে বন্য নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছে। তার গালে সজোরে একটা চড় মারার ইচ্ছা হচ্ছে। তাঁর জীবনের সব সাধ, সব স্বপ্ন আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেল! এই মেয়ের জেদের জন্য আজ তাঁর সব কিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি কাঙালিনী।

কোন রকমে নিজেকে সংযত করে তিনি বললেন—না, ধন্যবাদ! বিদায়!

বিদায়! ভিভি তিলমাত্র বিচলিত হল না।

দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শ্রীমতী ওয়ারেন।

উত্তেজনা ভরা ভিভির মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হল। বিষণ্নতা মুছে গিয়ে ফুটে উঠল অনাবিল আনন্দের চিহ্ন। এতদিনে মুক্তি পেল সে! জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে সে সহজ হল। খুশি মনে নিজের লেখার টেবিলের কাছে গেল। কাজ, এবার অজস্র কাজের মধ্যে সে ডুবে থাকবে। মাকে কেন্দ্র করে যে জঘন্য পরিবেশ গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল, আজ সেই অবস্থা থেকে সে পুরোপুরি মুক্তি পেল। এবার সে একমনে কাজে মন দিতে পারবে। তার পছন্দ মত কাজ তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। তার মনে অপার আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করবে।

বিদ্যুতের আলোটা বিশ্রীভাবে চোখে পড়ছিল। সেটা পাশে ঠেলে সরিয়ে দিল।

এক গাদা লেখা-কাগজ সামনে টেনে নিল।

দোয়াতে কলম ডোবাতে গিয়ে ফ্রাঙ্কের লেখা চিঠিখানা ভিভির নজরে পড়ল। চিঠিখানা হাতে নিল, তাচ্ছিল্য ভরে আর নিরুৎসাহ মনে চিঠিখানা পড়ে ফেলল। দ্রুত পড়ে ফেলল। হাসল। ফ্রাঙ্ক চিঠিতে বোধ হয় কোন মজার কথা লিখেছে।

মনে মনে আওড়াল ভিভি—বিদায় ফ্রাঙ্ক!

তারপর একটুও না ভেবে চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল। কাছের কাগজগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ল এবং এক সময় ভিভি ডুব দিল কাজের মধ্যে। তার সারা মন অঙ্ক কষায় নিবিষ্ট।